জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক সংস্করণ

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

লেখক ও সম্পাদক

নিরঞ্জন অধিকারী
বিনয় কৃষ্ণ ঢালী
ড.শিশির মল্লিক
তাপসী রানী দাস

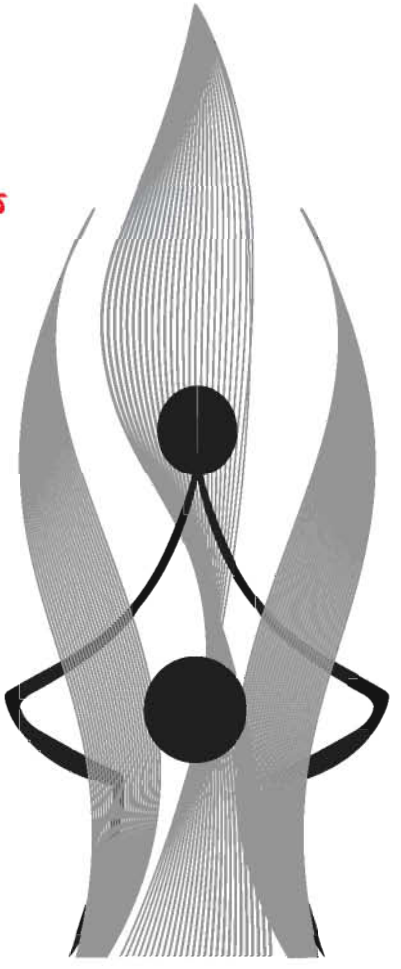

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

চিত্রাঙ্কন

কান্তিদেব অধিকারী

সমন্বয়কারী

তাহমিনা রহমান

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তিতে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ ও বিজ্ঞান সমন্বিত) বিষয়ের জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে **হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা** বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষকের জন্য শিক্ষক সংস্করণ। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিত হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকবৃন্দের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা। শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণে পাঠের বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, পাঠসংশ্লিষ্ট শিখনফল, শিক্ষা উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক মূল্যায়নের নির্দেশনা, সামষ্টিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন ও পরিকল্পিত কাজ সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণের শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ, নৈতিক গুণাবলি অর্জন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশের বিষয়গুলি শিক্ষক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক নির্দেশিকা/সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন-এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, শিক্ষক সহায়িকাটি প্রণয়ন, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্তকরণের কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রেণি শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষক সহায়িকাসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট সম্পন্ন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক সংস্করণ/নির্দেশিকাটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

১। শ্রেণিকক্ষে যে পাঠটি উপস্থাপন করবেন সেই পাঠটি কয়েকবার পড়বেন।

২। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে পাঠদানের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের নিয়ে ধর্মীয় আবহ সৃষ্টি করবেন।

৩। শিক্ষক সংস্করণে দেওয়া অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিবেন।

৪। শিক্ষক সংস্করণে বর্ণিত শিখন-শেখানো কার্যাবলী ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান করবেন।

৫। পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া ছবি/চিত্র উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার পাশাপাশি শিক্ষক সংস্করণে উল্লিখিত উপকরণ ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন।

৬। পরিকল্পিত কাজ শিক্ষার্থীদের করতে দিয়ে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী কাজে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীদের দিয়ে কাজটি উপস্থাপন করাবেন।

৭। শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন অগ্রগতি নিশ্চিত করবেন।

৮। হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত মন্ত্রগুলো উচ্চারণসহ অর্থ শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ঈশ্বর সর্বশক্তিমান	১-৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	দেব-দেবী ও পূজা	১০-২৫
তৃতীয় অধ্যায়	মুনি-ঋষি ও ধর্মগ্রন্থ	
প্রথম পরিচ্ছেদ	মুনি-ঋষি	২৬-৩৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ধর্মগ্রন্থ	৩৭-৫০
চতুর্থ অধ্যায়	শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা	৫১-৬০
পঞ্চম অধ্যায়	ত্যাগ ও উদারতা	৬১-৬৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	প্রতিজ্ঞারক্ষা ও গুরুজনে ভক্তি	
প্রথম পরিচ্ছেদ	প্রতিজ্ঞারক্ষা	৭০-৭৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	গুরুজনে ভক্তি	৭৯-৮৬
সপ্তম অধ্যায়	স্বাস্থ্যরক্ষা ও আসন	
প্রথম পরিচ্ছেদ	স্বাস্থ্যরক্ষা	৮৭-৯২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	আসন	৯৩-৯৯
অষ্টম অধ্যায়	দেশপ্রেম	১০০-১০৭
নবম অধ্যায়	মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র	১০৮-১২১

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান

অপূর্ব সুন্দর আমাদের এই পৃথিবী। পৃথিবীর মানুষ, গাছ-পালা, নদ-নদী, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ সবকিছুই সুন্দর। আমরা অবাক হয়ে যাই আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী এবং পৃথিবীর সকল সৃষ্টি দেখে। মনে প্রশ্ন জাগে, কে সৃষ্টি করল মানুষ, নদ-নদী, গাছ-পালা, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, আকাশ-বাতাস সবকিছু? আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি। কেবল পৃথিবীই নয়, পৃথিবীর বাইরেও যা কিছু আছে তার স্রষ্টাও ঈশ্বর।

নিসর্গ দৃশ্য

ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁকে কেউ সৃষ্টি করে নি। তিনি নিজেই নিজের স্রষ্টা। তাই তিনি স্বয়ম্ভু।

কিন্তু ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেন? ঈশ্বর তাঁর লীলা প্রকাশের জন্য সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের লীলার একটি উদ্দেশ্য আনন্দ উপভোগ করা। জীব ও জগতের সৃষ্টিও ঈশ্বরের একটি লীলা। ঈশ্বর যা কিছু করেন সেটাই তাঁর লীলা। বিশ্বের সর্বত্র তাঁর লীলা প্রকাশিত। বিচিত্র তাঁর লীলা। বিচিত্র তাঁর সৃষ্টি।

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অনাদি, অনন্ত এবং সকল গুণের অধিকারী। অপার তাঁর মহিমা। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্পর্কে বলা হয়েছে :

অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥

অর্থাৎ হে অনন্তবীর্য (ঈশ্বর), তুমি অসীম বিক্রমশালী, তুমি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাই তুমিই সব।

ঈশ্বরের সমান বা তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সবকিছুই করতে পারেন। সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। তিনি সকল জীব ও জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তা। তাই ঈশ্বরের প্রতি থাকতে হবে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বিশ্বাস।

ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি বোঝায় এমন পাঁচটি শব্দ নিচের ছকে লিখি :

১।
২।
৩।
৪।
৫।

ঈশ্বর সব জায়গাতেই আছেন। সকল জীবের মধ্যেই তিনি আত্মারূপে বিরাজ করেন। তিনি সবাইকে দেখেন। কিন্তু আমরা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাই না। তাঁর নানা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁকে বুঝতে পারি। কারণ সৃষ্টির মধ্যেই ঈশ্বরের রূপ প্রকাশিত। তাই ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হলে ভালোবাসতে হবে সকল জীবকে, ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে। ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা মানেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা।

গাছ-পালা, পশু-পাখি, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি আমাদের অনেক উপকার করে। এ কারণে গাছ লাগাতে হবে এবং নিয়মিত তাদের পরিচর্যা করতে হবে। গাছ-পালা, পশু-পাখি, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গসহ সকল জীবের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। এসব কাজের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশিত হয়। পশু-পাখি, গাছ-পালাসহ সকল জীবকে যত্ন করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন এবং তিনি আমাদের কল্যাণ করেন।

অতএব ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তিনি সবকিছুর নিয়ন্তা—এরূপ বিশ্বাস মনেপ্রাণে ধারণ করে ঈশ্বর ও তাঁর সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা আমাদের কর্তব্য। পশু-পাখি, গাছ-পালাসহ সকল জীবের যত্ন করা উচিত। এ নৈতিক শিক্ষা সবসময় আমরা মনে রাখব এবং সকল কাজে তা মেনে চলব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। অপূর্ব _____ আমাদের এই পৃথিবী।
২। সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন _____।
৩। জীব ও জগতের সৃষ্টি _____ একটি লীলা।
৪। ঈশ্বর এক এবং _____।
৫। জীবকে ভালোবাসাই _____ ভালোবাসা।
৬। নিয়মিত গাছ-পালার _____ করতে হবে।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ঈশ্বর নিজেই	অনন্ত।
২। ঈশ্বর যা কিছু করেন	রূপবান।
৩। বিচিত্র তাঁর	সেটাই তাঁর লীলা।
৪। ঈশ্বর অনাদি	আর কেউ নেই।
৫। ঈশ্বরের সমান	নিজের স্রষ্টা।
৬। আমাদের প্রত্যেকের গাছ	লীলা।
	লাগানো উচিত।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। সবকিছুর স্রষ্টা কে?

ক. রাজা খ. দেবতা
গ. ঈশ্বর ঘ. মানুষ

২। ঈশ্বরের লীলার একটি উদ্দেশ্য—

ক. ঐশ্বর্য প্রকাশ করা খ. আনন্দ উপভোগ করা
গ. দুঃখ ভোগ করা ঘ. ক্ষমতা প্রকাশ করা

৩। বিচিত্র ঈশ্বরের—

ক. ঐশ্বর্য খ. ক্ষমতা
গ. খেলা ঘ. লীলা

৪। ঈশ্বর কেমন?

ক. সর্বশক্তিমান খ. শক্তিহীন
গ. মানুষের সমান ঘ. দেবতার সমান

৫। আমাদের পালনকর্তা কে?

ক. দেবতা খ. ঈশ্বর
গ. গুরু ঘ. শিক্ষক

৬। ঈশ্বর জীবের মধ্যে কিরূপে অবস্থান করেন?

ক. মনরূপে খ. দেহরূপে
গ. আত্মারূপে ঘ. মস্তিষ্করূপে

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। কী দেখে আমরা অবাক হই?
২। ঈশ্বরকে স্বয়ম্ভূ বলা হয় কেন?
৩। কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পায়?
৪। ঈশ্বরের রূপ কীভাবে প্রকাশিত হয়?
৫। গাছ-পালা, পশু-পাখি আমাদের জন্য কী করে?
৬। কী করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করেন?
২। ঈশ্বরের লীলা বলতে কী বোঝায় ? লীলা প্রকাশের জন্য ঈশ্বর কী করেন?
৩। 'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান' — ব্যাখ্যা কর।
৪। ঈশ্বরের সৃষ্টি এত সুন্দর কেন?
৫। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা উচিত কেন?
৬। বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

প্রথম অধ্যায়

শিরোনাম : ঈশ্বর সর্বশক্তিমান

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ ঈশ্বরের গুণ ও শক্তির পরিচয় ব্যাখ্যা করতে পারবে, ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞরূপে উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারবে এবং সকল জীবের প্রতি যত্নশীল হবে।

শিখনফল

১.১.১ ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১.১.২ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং নিজ আচরণে তা প্রকাশ করতে পারবে।
১.১.৩ ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সকল জীবের প্রতি যত্নশীল হওয়ার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১.১.৪ পশুপাখি, গাছপালাসহ সকল জীবের প্রতি যত্নশীলতা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হবে।

পাঠ বিভাজন : ০৩

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ১–২ (অপূর্ব সুন্দর আমাদের এই ..... বিচিত্র তাঁর সৃষ্টি।)

শিখনফল

১.১.১ ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ

- পোস্টারে আঁকা নিসর্গ দৃশ্যের চিত্র
- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নিসর্গ দৃশ্যের চিত্র (পৃষ্ঠা ১)
- সম্ভব হলে নিসর্গ দৃশ্যের ভিডিও

শিখন শেখানো কার্যাবলি

পাঠ ১-এ প্রথমেই পৃথিবীকে সুন্দর বলা হয়েছে। তারপর পৃথিবীর মানুষ ও জীবজন্তুসহ কতিপয় প্রাণী এবং নদ-নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর কথা বলে প্রশ্ন করা হয়েছে যে এসব কিছুর স্রষ্টা ঈশ্বর। এ প্রসঙ্গটি তৃতীয় শ্রেণিতে আলোচিত হয়েছে। শিক্ষক কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষার্থীদের তা স্মরণ করতে বলবেন এবং পাঠ্যপুস্তকের চিত্র এবং পোস্টারে আঁকা চিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিত্রে যে-সকল জীব ও বস্তু দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর নাম বলতে বলবেন। তারপর জিজ্ঞাসা করবেন, এগুলো কে সৃষ্টি করেছেন? এভাবে স্রষ্টা ঈশ্বরের প্রসঙ্গটি তুলে ধরবেন। তারপর পাঠ ১ অনুসরণ করে অগ্রসর হবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের জানাবেন ঈশ্বর সবকিছুর স্রষ্টা হলেও তাঁকে কিন্তু কেউ সৃষ্টি করেননি। তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরপর স্বয়ম্ভূশব্দটি বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তার অর্থ জানতে চাইবেন। শিক্ষার্থীদের কেউ উত্তর দিতে

পারলে ভালো। না পারলে নিজেই বলবেন যে উত্তরটা আগের বাক্যেই আছে। যিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেন তাকে স্বয়ম্ভূ বলে। তারপর স্বয়ম্ভূ শব্দটির পাশে ড্যাস দিয়ে শব্দটি বোর্ডে লিখবেন।
স্বয়ম্ভূ - যিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেন।

তারপর শিক্ষক পাঠ ১ অনুসরণে শিক্ষার্থীদের জানাবেন যে, ঈশ্বর তাঁর লীলা প্রকাশের জন্য সবকিছু সৃষ্টি করেন। অতঃপর 'লীলা' শব্দটি ব্যাখ্যা করবেন এবং পাঠ ১-এর বাকি অংশের পাঠদান সমাপ্ত করবেন।

পাঠদানের মাঝে মাঝে ও শেষে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। শিক্ষার্থীদের উত্তরে ভুল থাকলে তিনি নিজে সংশোধন করে দেবেন।

নমুনা প্রশ্ন

শূণ্যস্থান পূরণ :

১। পৃথিবীর সব কিছুই -------- সৃষ্টি।
২। ঈশ্বরকে ----- সৃষ্টি করেনি।
৩। ----------স্বয়ম্ভূ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। ঈশ্বর কী প্রকাশের জন্য সৃষ্টি করেন?
২। ঈশ্বরের লীলা কোথায় প্রকাশিত?

মূল্যায়ন

- প্রদত্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে মৌখিক ও লিখিতভাবে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ২ [ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় ..... ভালোবাসা ও বিশ্বাস (নিচের ছকটিসহ)]

শিখনফল

১.১.১ ঈশ্বরের গুণ ও শক্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১.১.২ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং নিজ আচরণে তা প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত চিত্র (পৃষ্ঠা ১)
- নিম্নলিখিত দুটি চার্ট :

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার একটি শ্লোকের অংশ	উচ্চারিত রূপ
অনন্তবীর্যামিত বিক্রমস্ত্বং	অনন্ত বীরইয়ামিত বিক্রমস্‌তুঅম্‌
সর্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ ॥	সর্বম্‌ সমাপ্‌নোষি ততোঅসি সর্বহ ॥
	* স-এর উচ্চারণ ংধ

শিখন শেখানো কার্যাবলি

পাঠ ২-এ ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান সে কথা বোঝাতে গিয়ে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার 'বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ' নামক একাদশ অধ্যায়ের ৪০ সংখ্যক শ্লোকটির শেষার্ধে উদ্ধৃত হয়েছে। শিক্ষক পাঠদানের প্রস্তুতি হিসেবে অবশ্যই শ্লোকটি ভালোভাবে পড়ে নেবেন। পাঠ ২-এ ঈশ্বরের শক্তি ও বিভিন্ন গুণের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁকে অনাদি, অনন্ত ইত্যাদি বলা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।

শিক্ষক এদিকে লক্ষ রেখে পাঠদান করবেন। শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ উচ্চারণে সংস্কৃত শ্লোকটির পাঠ ২-এ প্রদত্ত অংশটুকু আবৃত্তি করে শোনাবেন এবং অনুশীলন করাবেন তারপর আবৃত্তি করতে বলবেন। মাঝেমধ্যে ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন। পাঠ ২-এ প্রদত্ত ছকটি পূরণ করতে দেবেন।

শব্দার্থ ও টীকা :

অনন্তবীর্যামিত – অনন্ত + বীর্য + অমিত ; বিক্রমস্ত্বং - বিক্রমঃ + ত্বং ; ততোঽসি - তত + অসি।
'অ' বর্ণের যখন অনুচ্চ উচ্চারণ হয় অর্থাৎ জোর তুলনামূলকভাবে কম পড়ে, তখন এক লুপ্ত 'অ' বলা হয়। লুপ্ত 'অ' বর্ণের চিহ্ন হচ্ছে ' ২ ' ।

মূল্যায়ন

- ছক পূরণের শুদ্ধতা যাচাই করবেন।
- প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তরের মূল্যায়ন করবেন।
- শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার পাঠ-বিধৃত শ্লোকাংশ আবৃত্তির শুদ্ধতা যাচাই করবেন।

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ২–৫ ('ঈশ্বর সব জায়গাতেই' থেকে শেষ পর্যন্ত।)

শিখনফল

১.১.৩ ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সকল জীবের প্রতি যত্নশীল হওয়ার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১.১.৪ পশুপাখি, গাছপালাসহ সকল জীবের প্রতি যত্নশীলতা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত চিত্র (পৃষ্ঠা ১)
- চিত্র ক. সামনে উঠানে কয়েকটি কবুতর, একটি বালিকা ওদের সামনে চাল ছিটিয়ে দিচ্ছে ওরা খুটে খুটে খাচ্ছে - এমন একটি চিত্র
- চিত্র খ. একটি বালক বাগানে একটি চারা গাছে জল দিচ্ছে - এমন একটি চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর এভাবে শুরু করতে পারেন :
উপকরণ হিসেবে বর্ণিত চিত্র দুইটি দেয়ালে টাঙাবেন। তারপর চিত্র ক-এর প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করবেন : চিত্রটিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ? শিক্ষার্থীরা সহজেই বলতে পারবে যে, একটি

মেয়ে কবুতরগুলোর দিকে খাদ্য ছিটিয়ে দিচ্ছে, ওরা খাচ্ছে। শিক্ষক তখন পাঠ ৩-অনুসরণ করে বুঝিয়ে দেবেন যে, এভাবে যেকোনো জীবের সেবা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।
কীভাবে?
জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর বাস করেন। তাই জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয় । সুতরাং মেয়েটি কবুতরগুলোর সেবা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করছে।

অতঃপর শিক্ষক চিত্র খ-এর প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করবেন : এ চিত্রটিতে কী দেখা যাচ্ছে? শিক্ষার্থীরা সহজেই বলতে পারবে যে একটি ছেলে চারা গাছে জল ঢেলে তার পরিচর্যা করছে। শিক্ষক ধন্যবাদ দিয়ে প্রশংসা করে বলবেন, ঠিক বলেছ। এর সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক কী? শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষক বলবেন সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, গাছপালার মধ্যেও ঈশ্বর আছেন। কারণ গাছপালাও জীব। তাই গাছপালার পরিচর্যা করলেও ঈশ্বরের সেবা করা হয়। এভাবে অগ্রসর হয়ে শিক্ষক পাঠদান করবেন।

এটা প্রথম অধ্যায়ের শেষ পাঠ। সুতরাং এখানে পূর্ববর্তী পাঠগুলো মিলিয়ে শিক্ষক সামগ্রিক আলোচনা করবেন। সকল অধ্যায়ের শেষ পাঠ সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য। সুতরাং শিক্ষক এ পাঠের আলোচনার সঙ্গে অনুশীলনীর প্রশ্নসহ নিজের উদ্ভাবিত প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনে সহায়তা করবেন।

আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে এবং শেষে প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। ভুল হলে শিক্ষক সংশোধন করে দেবেন।

মূল্যায়ন

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত (পৃষ্ঠা ৩-৫) অনুশীলনীর প্রশ্নসহ নিজের প্রণীত প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেব-দেবী ও পূজা

আমরা জানি, ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি যখন আকার পায়, তখন তাকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। আমরা আরও জানি, দেব-দেবীদের পূজা করলে তাঁরা সন্তুষ্ট হন। আমাদের মঙ্গল করেন। আর দেব-দেবীরা সন্তুষ্ট হলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।

আমরা এখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা এ চারজন দেব-দেবী ও তাঁদের পূজা সম্পর্কে জানব :

ব্রহ্মা

ব্রহ্মা ঈশ্বরের একটি রূপ। ঈশ্বর যে-রূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম ব্রহ্মা। সুতরাং ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা। সৃষ্টি করা তাঁর কাজ। বিশ্বের সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মা আমাদের দিয়েও অনেক কিছু সৃষ্টি করান। সেসব সৃষ্টির মূলেও রয়েছে ব্রহ্মার কৃপা।

ব্রহ্মার চার হাত, চার মুখ। তাঁর বাম দিকের দুইহাতে আছে কমণ্ডলু ও ঘৃতপাত্র। ডান দিকের দুইহাতে আছে ঘি ঢালার চামচ ও অক্ষমালা। ব্রহ্মার গায়ের রং রক্ত-গৌর অর্থাৎ লালচে ফর্সা। হংস তাঁর বাহন। লালপদ্ম তাঁর আসন। ব্রহ্মার পূজা করলে আমাদের মঙ্গল হয়।

ব্রহ্মাপূজার নির্দিষ্ট তারিখ নেই। তিথি গণনা করে ব্রহ্মাপূজার দিন ঠিক করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মার মন্দির আছে। সেখানে বিশেষভাবে ব্রহ্মার পূজা হয়। ব্রহ্মা লাল ফুল ভালোবাসেন। তাই ব্রহ্মাপূজায় লাল ফুল দেওয়া হয়।

ব্রহ্মা

ফুল, ফল, ধূপ-দীপ দিয়ে আমরা ব্রহ্মার পূজা করি। পূজার পর তাঁর প্রণাম মন্ত্র বলে তাঁকে প্রণাম করি।

ব্রহ্মার প্রণাম মন্ত্র

নমোঽস্তু বিশ্বেশ্বর বিশ্বধাম
জগৎসবিত্রে ভগবন্নমস্তে।
সপ্তার্চিলোকায় চ ভূতলেশ
সর্বান্তরস্থায় নমো নমস্তে ॥

অর্থ : হে ভগবান বিশ্বেশ্বর, বিশ্বধাম, জগতের সৃষ্টিকারী, তোমাকে নমস্কার। হে পৃথিবীপতি, সপ্ত সূর্যরশ্মির আশ্রয়, সকলের অন্তরে অবস্থানকারী, তোমাকে পুনঃপুন নমস্কার।

বিষ্ণু

বিষ্ণু ঈশ্বরের একটি রূপ। ঈশ্বর বিষ্ণুরূপে আমাদের পালন করেন। তাই বিষ্ণু পালনকর্তা।

বিষ্ণুর চার হাত। চার হাতে আছে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। উপরের বাম হাতে শঙ্খ, ডান হাতে চক্র। নিচের বাম হাতে গদা, ডান হাতে পদ্ম। চাঁদের আলোর মতো বিষ্ণুর গায়ের রং। বিষ্ণুর বাহন গরুড় পাখি।

বিষ্ণুপূজার কোনো নির্দিষ্ট তারিখ নেই। যে-কোনো দিন বিষ্ণুপূজা করা যায়। তুলসীপাতা বিষ্ণুর খুব প্রিয়। তাই তুলসীপাতা ছাড়া বিষ্ণুপূজা হয় না। বিষ্ণুর উপাসকদের বলা হয় বৈষ্ণব।

বিষ্ণুর আর এক নাম নারায়ণ। তিনি দুষ্টদের দমন করেন। সৎ ব্যক্তিদের পালন করেন। ন্যায়

বিষ্ণু

ও সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বিষ্ণুকে স্মরণ করলে এবং তাঁর পূজা করলে পাপ দূর হয়। হৃদয় পবিত্র হয়।

সকল পূজার সময় বিষ্ণুর নাম স্মরণ করে তাঁর পূজা করা হয়। আমরা ভক্তিভরে বিষ্ণুর পূজা করি। পূজা করে তাঁর কাছে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি। পূজা শেষে তাঁকে নির্দিষ্ট প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করি।

বিষ্ণুর প্রণাম মন্ত্র

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

অর্থ : ব্রহ্মণ্যদেবকে অর্থাৎ বিষ্ণুকে নমস্কার। পৃথিবী, ব্রাহ্মণ এবং জগতের হিতকারী বা মঙ্গলকারী কৃষ্ণকে, গোবিন্দকে বারবার নমস্কার করি।

শিব

ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত। তাঁর ধ্বংস নেই, বিনাশ নেই। কিন্তু ঈশ্বরের যে-কোনো সৃষ্টির আয়ুর সীমা আছে। আয়ু শেষ হলে তার ধ্বংস হবেই। মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালা সবকিছুই ধ্বংস হয়। তবে আত্মা থেকে যায়। ঈশ্বর আবার নতুন করে সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর যে-রূপে ধ্বংস করেন তাঁর নাম শিব। শিব আমাদের মঙ্গলের জন্য অশুভকে ধ্বংস করেন। শিবের অনেক নাম– রুদ্র, পশুপতি, মহাদেব, আশুতোষ, ভোলানাথ, বৈদ্যনাথ, নটরাজ ইত্যাদি।

শিব

শিবের গায়ের রং তুষারের মতো সাদা। তাঁর তিনটি চোখ; তৃতীয় চোখটি কপালে থাকে। তাঁর মাথায় জটা। কপালের উপরের দিকে বাঁকা চাঁদ। হাতে থাকে দুটি বাদ্য যন্ত্র – ডমরু ও শিঙ্গা। ত্রিশূল তাঁর প্রধান অস্ত্র। শিবের পরণে বাঘের চামড়া। ষাঁড় শিবের বাহন।

যেকোনো সময়ে শিবের পূজা করা যায়। তবে বিশেষভাবে শিবপূজা করা হয় ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে। এই তিথিকে শিবচতুর্দশী এবং এ রাত্রিকে শিবরাত্রি বলে। শিবের উপাসকেরা শৈব নামে পরিচিত।

বেলপাতা শিবের খুব প্রিয়। তাই শিবপূজায় বেলপাতার অবশ্য প্রয়োজন। শিবের পূজা করলে অশুভ ধ্বংস হয়। আমাদের মঙ্গল হয়।

শিবের পূজা শেষে আমরা তাঁর প্রণাম মন্ত্র বলে তাঁকে প্রণাম করি।

শিবের প্রণাম মন্ত্র

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥

অর্থ : তিন কারণের (সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের) হেতু শান্ত শিবকে নমস্কার। হে পরমেশ্বর, তুমিই গতি। তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করি।

দুর্গা

দুর্গা শক্তির দেবী। সকল শক্তির মিলিত রূপ দুর্গা। তাঁর অনেক নাম, অনেক রূপ। যেমন– মহামায়া, ভগবতী, চণ্ডী, মহালক্ষ্মী ইত্যাদি। দুর্গম নামে এক অসুরকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। তিনি জীবের দুর্গতি নাশ করেন। এজন্য তাঁর আরেক নাম দুর্গতিনাশিনী।

অতসী ফুলের মতো গাঢ় হলুদ দুর্গার গায়ের রং। পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুন্দর তাঁর মুখ। তাঁর তিনটি চোখ। এজন্য তাঁকে ত্রিনয়না বলা হয়। একটি চোখ কপালের মাঝখানে। তাঁর মাথার একপাশে বাঁকা চাঁদ। দেবী দুর্গার দশ হাত। তাই তাঁর আরেক নাম দশভুজা। দশ হাতে তাঁর দশটি অস্ত্র। এই অস্ত্র দিয়ে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

আমাদের ধর্মগ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী দুর্গার কাহিনী আছে। সেখান থেকে জানা যায়, দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছেন। তাই তাঁর এক নাম মহিষাসুরমর্দিনী। তিনি আরও অনেক অসুরকে বধ করেছেন। দুর্গাপূজায় শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করা হয়।

শরৎকালে দুর্গাপূজা হয়। এজন্য দুর্গাপূজাকে শারদীয়া পূজাও বলে। বসন্তকালেও দুর্গাপূজা হয়। একে বাসন্তীপূজা বলা হয়।

দুর্গাকে সর্বমঙ্গলা বলা হয়। কারণ তিনি সকল প্রকার মঙ্গল করেন। দুর্গা দেবী আমাদের শক্তি দেন। সাহস দেন। দুর্গানাম স্মরণ করলে সকল বিপদ দূর হয়। তাই যাত্রাকালে দুর্গা, দুর্গা বলতে হয়।

দুর্গাপূজা শেষে আমরা তাঁর প্রণাম মন্ত্র বলে তাঁকে প্রণাম করি।

দেবী দুর্গা

দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্র

সর্বমঙ্গাল-মঙ্গাল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তুতে ॥

অর্থ : হে সর্বমঙ্গালদায়িনী, কল্যাণময়ী, সর্বার্থপ্রদানকারিণী, আশ্রয়-স্বরূপিণী, ত্রিনয়না, হে গৌরী, নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। ব্রহ্মার প্রিয় ফুলের রং	
২। বিষ্ণুর প্রিয় পাতা	
৩। শিবের প্রিয় পাতা	
৪। কোথাও যাত্রাকালে বলতে হয়	

ব্রহ্মার আশীর্বাদে আমরা সৃষ্টির কাজে প্রেরণা পাই। বিষ্ণুকে পূজা করে পবিত্র হই। বিষ্ণুর কাছে প্রেরণা পেয়ে আমরা ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হই। শিব যেমন আমাদের মঙ্গাল করেন, তেমনি আমরাও অন্যের মঙ্গাল করার জন্য উৎসাহিত হই। দুর্গা দেবীর প্রেরণায় শক্তি পাই। সাহস পাই। এ-সকল দেব-দেবীর পূজার এই শিক্ষা আমরা আমাদের আচার-আচরণে প্রকাশ করব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ব্রহ্মা _____ করেন।
২। বিষ্ণু আমাদের _____ করেন।
৩। যাঁরা বিষ্ণুর উপাসনা করেন তাঁদের বলা হয় _____।
৪। শিবের উপাসকদের _____ বলা হয়।
৫। শিবের বাহন _____।
৬। দুর্গাপূজায় _____ পাঠ করতে হয়।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ঈশ্বরের সাকার রূপ	দুর্গাপূজা করা হয়।
২। দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য	অতসী ফুলের মতো গাঢ় হলুদ।
৩। শরৎকালে	দমন করেন।
৪। বিষ্ণু দুষ্টদের	আশুতোষ।
৫। যাত্রাকালে	দুর্গা, দুর্গা বলতে হয়।
৬। শিবের আরেক নাম	দেব-দেবী।
	পূজা করা হয়।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। ব্রহ্মার বাহন কী?

ক. পেঁচা খ. ইঁদুর
গ. হংস ঘ. ময়ূর

২। দুর্গা কিসের দেবী?

ক. বিদ্যার খ. সৃষ্টির
গ. ধন-সম্পদের ঘ. শক্তির

৩। সকল পূজার শুরুতে কোন দেবতার নাম স্মরণ করতে হয়?

ক. দুর্গার খ. বিষ্ণুর
গ. শিবের ঘ. ব্রহ্মার

৪। শিবের হাতের একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম —

ক. ডমরু খ. ঢাক
গ. ঢোল ঘ. করতাল

৫। দুর্গার হাত কয়টি?

ক. সাতটি খ. আটটি
গ. নয়টি ঘ. দশটি

৬। **শক্তির উপাসকদের কী বলে?**

ক. বৈষ্ণব　　খ. শাক্ত
গ. শৈব　　ঘ. গাণপত্য

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। ঈশ্বর যখন কোনো রূপ ধারণ করেন তখন তাঁকে কী বলে?
২। চারজন দেব-দেবীর নাম লেখ।
৩। ব্রহ্মার বাম দিকের দুইহাতে কী কী থাকে?
৪। বিষ্ণু কাদের দমন করেন?
৫। কোন তিথিতে শিবপূজা করা হয়?
৬। দুর্গাকে ত্রিনয়না বলা হয় কেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ব্রহ্মার বর্ণনা দাও।
২। বিষ্ণুর রূপ বর্ণনা কর।
৩। বিষ্ণুর পূজা করলে কী ফল লাভ হয়?
৪। শিবের প্রণাম মন্ত্রটির বাংলা অর্থ লেখ।
৫। দেবী দুর্গার বর্ণনা দাও।
৬। দুর্গার প্রণাম মন্ত্রটির বাংলা অর্থ লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিরোনাম : দেব–দেবী ও পূজা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গার পরিচয় দিতে পারবে, তাঁদের পূজা, পূজার ফল ও পূজায় নিজের করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে এবং দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাঁদের পূজায় আগ্রহী হবে।

শিখনফল

২.১.১ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গার পরিচয় দিতে পারবে।
২.১.২ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গার পূজা, পূজার ফল বর্ণনা করতে পারবে।
২.১.৩ পূজায় নিজের করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবে।
২.১.৪ যে দেবতার পূজা করা হবে তাঁর প্রণাম মন্ত্র আবৃত্তি করতে পারবে।
২.১.৫ দেবতার প্রণাম মন্ত্রের বাংলা অর্থ বলতে পারবে।
২.১.৬ সকল দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজ আচরণে তা প্রকাশ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ১২

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৬–৭ (আমরা জানি ..... প্রণাম করি।)

শিখনফল

২.১.১ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গার পরিচয় দিতে পারবে।
২.১.২ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গার পূজা, পূজার ফল বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গার চিত্র (পৃষ্ঠা ৬,৭,৮,৯)
- পোস্টারে বড় করে আঁকা বা মুদ্রিত ব্রহ্মার চিত্র
- উল্লিখিত দেব-দেবীর প্রতিমা (মডেল)

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষক পোস্টারে বড় করে আঁকা ব্রহ্মার চিত্র দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, চিত্রের দেবতাকে চিনতে পারছে কিনা। শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষক অগ্রসর হবেন। তারপর পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ব্রহ্মার চিত্র দেখিয়ে বলবেন, পোস্টারের চিত্র আর পাঠ্যপুস্তকের চিত্রের মধ্যে মিল আছে কিনা। শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই উত্তর দিবে : মিল আছে। তারপর পর্যায়ক্রমে বিষ্ণু, শিব, দুর্গার চিত্র দেখিয়ে বলবেন, এঁদের তারা চিনতে পারছে কিনা। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। শিক্ষার্থীরা সঠিক উত্তর দিলে ধন্যবাদ দেবেন। প্রশংসা করবেন। উত্তর দিতে না পারলে, শিক্ষক উত্তর বলে দেবেন।

তারপর শিক্ষক জিজ্ঞাসা করতে পারেন। দেবতা বা দেব-দেবী বলতে কাদের বোঝায়? এভাবে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে অগ্রসর হবেন। শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন যে, প্রত্যেক দেব বা দেবী-ই ঈশ্বরের গুণ বা শক্তি। দেব-দেবী বহু হলেও ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।

আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, ছক পূরণ বা অন্য কোনো প্রকার প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা মৌখিকভাবে উত্তর দেবে। অতঃপর পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত বা টাঙানো ব্রহ্মার চিত্র দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের তাঁর বর্ণনা করতে বলবেন। ব্রহ্মার কয়টি মুখ, কয়টি হাত? কোন হাতে কোন জিনিস রয়েছে ? - ইত্যাদি। এভাবে অগ্রসর হয়ে ব্রহ্মার বাহন, তাঁর পূজা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে শিক্ষক বলবেন, আমরা জানি যে কোনো দেব-দেবীর পূজা করার পর আমরা তাঁকে প্রণাম করি এবং এও জানি প্রত্যেক দেব-দেবীর নির্দিষ্ট প্রণাম মন্ত্র রয়েছে। আগামী ক্লাসে আমরা ব্রহ্মাদেবের প্রণাম মন্ত্রটি জানব এবং তা নিয়ে আলোচনা করব।

মূল্যায়ন

- শিক্ষক নিজের প্রণীত প্রশ্ন এবং পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত (পৃষ্ঠা ১১-১৩) অনুশীলনী থেকে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ২ ও ৩ পৃষ্ঠা ৬-৭ (ব্রহ্মার প্রণাম মন্ত্র ..... তোমাকে পুনঃপুন নমস্কার।)

শিখনফল

২.১.৪ যে দেবতার পূজা করা হবে তাঁর প্রণাম মন্ত্র আবৃত্তি করতে পারবে।
২.১.৫ দেবতার প্রণাম মন্ত্রের বাংলা অর্থ বলতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ব্রহ্মার চিত্র (পৃষ্ঠা ৬)
- ব্রহ্মার প্রণাম মন্ত্রের চার্ট
- ব্রহ্মার প্রণাম মন্ত্রের উচ্চারিত রূপের চার্ট

ব্রহ্মার প্রণাম মন্ত্র :	**প্রণাম মন্ত্রের উচ্চারিত রূপ :**
নমো হস্তু বিশ্বেশ্বর বিশ্বধাম	নমোঅস্তু বিশ্ইএশ্উঅর বিশ্উঅধাম /
জগৎসবিত্রে ভগবন্নমস্তে।	জগত্সবিত্রে ভগবন্ নমস্তে।
সপ্তার্চিলোকায় চ ভূতলেশ	সপ্তার্চিলোকায় চ ভূ-তলেশ /
সর্বান্তরস্থায় নমো নমস্তে ॥	সর্বান্তরস্থায়অ নমো নমস্তে ॥

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষার্থীদের বলতে পারেন, আমরা গত ক্লাসে বিভিন্ন দেব-দেবীর পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তারপর ব্রহ্মা ও তাঁর পূজা সম্পর্কে আলাচনা করেছি। তাই না? সবশেষে কী বলেছিলাম মনে আছে? শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে তিনি বলবেন, হ্যাঁ, সবশেষে আমরা বলেছিলাম, ব্রহ্মার পূজা করার পর আমরা তাঁকে প্রণাম করি।

ব্রহ্মার প্রণাম মন্ত্রটি কী? প্রণাম মন্ত্রটি গত ক্লাসে বলিনি। আজ আমরা ব্রহ্মার প্রণাম মন্ত্রটি বলব। তারপর তিনি প্রণাম মন্ত্রের চার্ট টাঙিয়ে প্রণাম মন্ত্রটির প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তিনি বলবেন, তৃতীয় শ্রেণিতে আমরা দুইজন দেব-দেবীর প্রণাম মন্ত্র এবং তার উচ্চারিত রূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। এ-ও বলেছিলাম প্রণাম মন্ত্রটি সংস্কৃত ভাষায়রচিত এবং সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষার উচ্চারণ থেকে আলাদা। তারপর প্রণাম মন্ত্রটি শুদ্ধ উচ্চরণে আবৃত্তি করবেন এবং শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাবেন।

উচ্চারণ প্রসঙ্গ

- উল্লিখিত প্রণাম মন্ত্রের অন্তর্গত 'স'-এর উচ্চারণ ইংরেজি 's' এর মতো। (যেমন- salt, sat, sit, ইত্যাদি)

- অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ 'DA' (wa)। (যেমন- ভগবন্ নযধমধধিহ) ।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্রহ্মার প্রণাম মন্ত্রটি শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তির অনুশীলন করাবেন। মন্ত্রটির বাংলা অর্থ বলার সময় শব্দগুলোর অর্থ ব্যাখ্যা করবেন।

একক কাজ

১। ব্রহ্মার প্রণাম মন্ত্রটি আবৃত্তি কর।
২। ব্রহ্মার প্রণাম মন্ত্রটির বাংলা অর্থ বল।

মূল্যায়ন

- শিক্ষক নিজের প্রণীত প্রশ্ন এবং অনুশীলনী থেকে (পৃষ্ঠা ১১-১৩) প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে উত্তরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ৪ পৃষ্ঠা ৭–৮ (বিষ্ণু ঈশ্বরের একটি ----- মঙ্গল প্রার্থনা করি।)
শিখনফল

২.১.১ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গার পরিচয় দিতে পারবে।
২.১.২ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গার পূজা, পূজার ফল বর্ণনা করতে পারবে।
২.১.৩ পূজায় নিজের করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত বিষ্ণুর চিত্র (পৃষ্ঠা ৭)
- পোস্টারে বড় করে আঁকা বিষ্ণুর চিত্র
- বিষ্ণুর প্রতিমা (মডেল)

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষার্থীদের চিত্রের প্রথমে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত চিত্র এবং টাঙানো পোস্টারে বড় করে আঁকা চিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। তোমরা কি এর প্রতিমা বা চিত্র দেখেছ? শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে বিষ্ণুর চিত্রের সঙ্গে তাদের ভালো করে পরিচয় করে দেবেন। বিষ্ণু কী রঙের কাপড় পড়েছেন। তাঁর চার হাতের কোন হাতে কী আছে?-ইত্যাদি। তারপর বিষ্ণুর বাহন কে? বিষ্ণুর প্রিয় কোন গাছের পাতা? বিষ্ণুর উপাসকদের কী বলে? ইত্যাদি বিষয়ে বলবেন এবং প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। ভুল হলে তিনি শুদ্ধ করে দেবেন।

নমুনা প্রশ্ন

ক। ঈশ্বর কোন রূপে আমাদের পালন করেন?
খ। বিষ্ণুর বাহন কে?
গ। তুলসী পাতা কার প্রিয়?
ঘ। বিষ্ণুর আরেক নাম কী?
ঙ। বিষ্ণুকে স্মরণ করলে কী দূর হয়?

মূল্যায়ন

- প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ৫ ও ৬ পৃষ্ঠা ৮ (পূজা শেষে ..... নমস্কার করি।)

শিখনফল

২.১.৪ যে দেবতার পূজা করা হবে তাঁর প্রণাম মন্ত্র আবৃত্তি করতে পারবে।
২.১.৫ দেবতার প্রণাম মন্ত্রের বাংলা অর্থ বলতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত বিষ্ণুর চিত্র (পৃষ্ঠা ৬)
- বিষ্ণুর প্রণাম মন্ত্রের চার্ট

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষার্থীদের পাঠ ২-এ প্রদত্ত পাঠের বিষয়ে প্রশ্ন করে পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। তারপর বলবেন, আমরা জানি, প্রত্যেক দেবতার পূজার শেষে তাঁকে প্রণাম করতে হয়। প্রণাম করার সময় নির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। তাহলে বিষ্ণুকে প্রণাম করার সময় আমরা কী করব? তাঁর প্রণাম মন্ত্র

উচ্চারণ করব। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দেবেন, প্রণাম মন্ত্রটি সংস্কৃত ভাষায় এবং তা উচ্চারণের বিশেষ রীতি রয়েছে। অতঃপর শিক্ষক প্রণাম মন্ত্রটি নিজে শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করবেন এবং শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ উচ্চারণে প্রণাম মন্ত্রটি আবৃত্তির অনুশীলন করাবেন।

মূল্যায়ন

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রণাম মন্ত্রটি আবৃত্তির শুদ্ধতা যাচাই করবেন।
শিক্ষার্থীরা বিষ্ণুর প্রণাম মন্ত্রটির বাংলা অর্থ সঠিকভাবে বলতে পারে কিনা তার মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ৭ পৃষ্ঠা ৮–৯ (ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত ..... প্রণাম করি।)

শিখনফল

২.১.১ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গার পরিচয় দিতে পারবে।
২.১.২ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গার পূজা, পূজার ফল বর্ণনা করতে পারবে।
২.১.৩ পূজায় নিজের করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত শিবের চিত্র (পৃষ্ঠা ৮)
- পোস্টারে বড় করে আঁকা বা মুদ্রিত শিবের চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক কুশল বিনিময়ের পর পাঠ ২-এ ব্রহ্মা এবং পাঠ ৩-এ বিষ্ণুর পরিচয় যে পদ্ধতিতে দিয়েছিলেন, সেই পদ্ধতিতে শিবের পরিচয় দেবেন। তিনি বলতে পারেন : শিব শব্দটির মানে মঙ্গল। শিব ধ্বংস করে লয় বা ভারসাম্য রক্ষা করেন, ধ্বংসের পর আবার নতুন করে সৃষ্টি হয়। শিক্ষক এভাবে অগ্রসর হয়ে পাঠ ৫-এর পাঠদান সমাপ্ত করবেন। আলোচনার মধ্যে ও শেষে প্রশ্ন করবেন, শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে।

নমুনা প্রশ্ন :

১। শিবের ছয়টি নামের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
২। শিবের কয়টি চোখ?
৩। কখন বিশেষভাবে শিবের পূজা করা হয় ?
৪। শিবের উপাসকদের কী বলা হয়।
এছাড়াও বহুনির্বাচনি, মিলকরণ ইত্যাদি প্রশ্ন করতে পারেন।

মূল্যায়ন

- প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ৮ ও ৯ পৃষ্ঠা ৯ (শিবের প্রণাম মন্ত্র ..... সমর্পণ করি।)

শিখনফল

২.১.৪ যে দেবতার পূজা করা হবে তাঁর প্রণাম মন্ত্র আবৃত্তি করতে পারবে।
২.১.৫ দেবতার প্রণাম মন্ত্রের বাংলা অর্থ বলতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত শিবের চিত্র (পৃষ্ঠা ৮)
- শিবের প্রণাম মন্ত্রের চার্ট

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক এভাবে শুরু করতে পারেন :
আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮টি পাঠ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আজ নবম পাঠ শুরু করছি। গত ক্লাসে আমরা বলেছিলাম যে অন্যান্য দেব-দেবীর পূজার ক্ষেত্রে যেমন পূজার শেষে নির্দিষ্ট প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করবে, তেমনি শিবের পূজা শেষেও তাঁকে নির্দিষ্ট প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করতে হয়। আমরা এখন শিবের প্রণাম মন্ত্রটি আবৃত্তি করছি। একথা বলে শিক্ষক শুদ্ধ উচ্চারণে শিবের প্রণাম মন্ত্রটি আবৃত্তি করবেন। তার বাংলা অর্থ বলবেন এবং ব্যাখ্যা করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রণাম মন্ত্রটি আবৃত্তির অনুশীলন করবে। শিক্ষক সহায়তা করবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের শিবের প্রণাম মন্ত্রটির বাংলা অর্থ বলতে বলবেন।

প্রণাম মন্ত্রের কয়েকটি শব্দের উচ্চারণ :

নমঃ- নমহ্
চাত্মানং (চ+আত্মানং) - চাত্মানম্
ত্বং- তুঅম্ (থ্বিস)

মূল্যায়ন

- শিক্ষার্থীদের শিবের প্রণাম মন্ত্রটির উচ্চারণের শুদ্ধতা যাচাই করবেন।
- প্রণাম মন্ত্রটির বাংলা অর্থ বলার শুদ্ধতা যাচাই করবেন।

পাঠ ১০ পৃষ্ঠা ৯–১০ (দুর্গা শক্তির দেবী ..... প্রণাম করি।)

শিখনফল

২.১.১ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গার পরিচয় দিতে পারবে।
২.১.২ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গার পূজা, পূজার ফল বর্ণনা করতে পারবে।
২.১.৩ পূজায় নিজের করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত দুর্গার চিত্র (পৃষ্ঠা ১০)
- সম্ভব হলে দুর্গাপূজার ভিডিও চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক কুশল বিনিময়ের পর যেভাবে পাঠ ১-এ ব্রহ্মার কিংবা পাঠ ৩-এ বিষ্ণুর পরিচয় দিয়েছিলেন, সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে পাঠ ৭-এর বিষয়বস্তু অনুকরণ করে পাঠদান করবেন। দুর্গাপূজায় শিক্ষার্থীদের করণীয় হচ্ছে পূজার আয়োজনে সাধ্যমত অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করা। দেবী দুর্গারিপূজায় সম্ভব হলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান এবং প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করা। শিক্ষক এ কথাগুলো শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন।

বাড়ির কাজ

দেবী দুর্গার রূপ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখে আনবে।

মূল্যায়ন

- শ্রেণি ও বাড়ির কাজের মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ১১ ও ১২ পৃষ্ঠা ১০–১৩ ('দুর্গার প্রণাম মন্ত্র' থেকে শেষ পর্যন্ত।)

শিখনফল

২.১.৪ যে দেবতার পূজা করা হবে তাঁর প্রণাম মন্ত্র আবৃত্তি করতে পারবে।
২.১.৫ দেবতার প্রণাম মন্ত্রের বাংলা অর্থ বলতে পারবে।

উপকরণ

- পোস্টারে আঁকা নিসর্গ দৃশ্যের চিত্র
- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত নিসর্গ দৃশ্যের চিত্র (পৃষ্ঠা ১)
- সম্ভব হলে নিসর্গ দৃশ্যের ভিডিও চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

পাঠ ৮–এর দুটি অংশ রয়েছে :

১। দুর্গা দেবীর প্রণাম মন্ত্র
২। সমগ্র দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত তিনজন দেব-দেবীর গুণ ও শক্তির কথা এবং তাদের প্রেরণার কথা বলা হয়েছে।

শিক্ষক এভাবে শুরু করতে পারেন:

আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম, অন্যান্য দেব-দেবীর মতো দেবী দুর্গার পুজার শেষেও নির্দিষ্ট প্রণাম মন্ত্র বলে তাঁকে প্রণাম করতে হয়। এ কথা বলে শিক্ষক দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্রটি শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করবেন।

অতঃপর শিক্ষক বলবেন, মন্ত্রটি আবৃত্তি করা সময়সাপেক্ষ। আমরা আগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও দুর্গার মাহাত্ম্য ও কৃতিত্বের কথা অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে এসে যেভাবে বলা হয়েছে তার আলোচনা করে নিই, পরে দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্র আবৃত্তির অনুশীলন করব।

অতঃপর শিক্ষক পাঠ ৮-এর অনুসরণে শিক্ষার্থীর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও দুর্গার মাহাত্ম্য ও প্রভাব সম্পর্কে বলবেন। যেমন-

১। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আমাদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রেরণা দেন।

২। বিষ্ণু আমাদের পবিত্র করেন এবং পালন করেন ইত্যাদি।

সবশেষে শিক্ষক দুর্গাদেবীর প্রণাম মন্ত্রটি আবার শুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করবেন এবং শিক্ষার্থীদের তা আবৃত্তি করতে বলবেন। পুনঃপুন অনুশীলন করাবেন।

শব্দার্থ ও টীকা

শ্রীশ্রীচন্ডী - শ্রীশ্রীচন্ডী একটি ধর্মগ্রন্থ । এতে দেবী আদ্যাশক্তি মহামায়ার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে আছে দেবী আদ্যাশক্তি মহামায়া, দুর্গা, অম্বিকা, কালী, পার্বতী প্রভৃতি রূপে অসুর বা অশুভকে ধংস করেছেন। প্রতিষ্ঠা করেছেন ন্যায় ও শক্তির। উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীচন্ডী একটি বড় আকারের ধর্মগ্রন্থের অংশ বিশেষ। সে ধর্মগ্রন্থটির নাম মার্কন্ডেয় পুরাণ। আশ্চর্যের বিষয় একটি ধর্মগ্রন্থের অংশবিশেষ হয়েও শ্রীশ্রীচন্ডী পৃথক গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে এবং ব্যক্তিগত ও আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে পঠিত হচ্ছে।

ত্র্যম্বক - তিনটি চোখ।

আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে।

মূল্যায়ন

- দুর্গার প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণের শুদ্ধতা যাচাই করবেন।
- দুর্গার প্রণাম মন্ত্রের বাংলা অর্থ বলার সঠিকতা যাচাই করবেন।
- অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

মুনি-ঋষি ও ধর্মগ্রন্থ

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুনি-ঋষি

প্রাচীনকালে অনেক ধার্মিক লোক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে অরণ্যে বসে ঈশ্বরের তপস্যা করতেন। তাঁদের কোনো লোভ-লালসা ছিল না। তাঁরা তপস্যার দ্বারা লোভ-লালসা জয় করেছিলেন। তপস্যায় তাঁরা বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাঁরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছিলেন। ধর্ম সম্পর্কেও অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাঁদের বলা হয় মুনি।

যেসব মুনি তপস্যাবলে বেদমন্ত্র প্রকাশ করতে পারতেন, তাঁদের বলা হতো ঋষি। বেদের কবিতাগুলোকে বলা হয় মন্ত্র। মুনি-ঋষিরা ছিলেন সেকালের শিক্ষক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের উদ্ভাবক। কয়েকজন বিখ্যাত মুনি-ঋষি হলেন— অত্রি, কশ্যপ, গৌতম, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, কণ্ব, মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি।

মুনি-ঋষিদের সম্পর্কে তিনটি বাক্য নিচের ছকে লিখি :

১।
২।
৩।

ঋষিদের সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। সাতটি শ্রেণি হলো— ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি, পরমর্ষি, কাণ্ডর্ষি, শ্রুতর্ষি ও রাজর্ষি।

ব্রহ্মর্ষি – ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্পর্কে যাঁদের বিশেষ জ্ঞান আছে তাঁরা ব্রহ্মর্ষি। যেমন— বশিষ্ঠ।

দেবর্ষি – যিনি দেবতা হয়েও ঋষি তিনি দেবর্ষি। যেমন— নারদ। দেবর্ষি স্বর্গে বাস করেন।

মহর্ষি – ঋষিদের মধ্যে যাঁরা প্রধান ও মহান তাঁরা মহর্ষি। যেমন— ব্যাসদেব।

পরমর্ষি – পরম ব্রহ্মকে যিনি দর্শন করেছেন তিনি পরমর্ষি। যেমন— পৈল।

কাণ্ডর্ষি – বেদের দুটি কাণ্ড — কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে আছে যাগ-যজ্ঞের কথা। আর জ্ঞানকাণ্ডে আছে জ্ঞানের কথা, ব্রহ্মের কথা। বেদের কোনো কাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞানী ঋষিদের বলা হয় কাণ্ডর্ষি। যেমন— জৈমিনি বেদের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রুতর্ষি – বেদ ঈশ্বরের বাণী। ঋষিরা তপস্যা করে বেদমন্ত্র লাভ করেছেন। কিন্তু এভাবে সকল ঋষি বেদমন্ত্র লাভ করেন নি। কেউ কেউ অন্য ঋষির কাছ থেকে শুনেছেন। যাঁরা শুনে শুনে বেদমন্ত্র লাভ করেছেন তাঁরাই শ্রুতর্ষি। যেমন— সুশ্রুত।

রাজর্ষি – রাজা হয়েও যিনি ঋষি তিনি রাজর্ষি। তিনি ঋষির মতো জ্ঞানী। ঋষির মতো আচরণ করেন। যেমন— রাজা জনক।

মুনি-ঋষিদের অনেক গুণ। তাঁরা সবসময় সকলের মঙ্গল কামনা করেন। জগতের মঙ্গল

কামনা করেন। জগতের মঙ্গালের জন্য তাঁরা নিজের জীবনও দান করতে পারেন। তাঁদের কাছ থেকে আমরা অনেক জ্ঞানের কথা জানতে পাই। বিশ্বের সকলের মঙ্গালের কথা পাই। আমরাও তাঁদের মতো জ্ঞানী হবো। তাঁরা যেমন সকলের মঙ্গাল করেছেন, আমরাও তেমনি সকলের মঙ্গাল করব।

এখানে আমরা দুইজন ঋষির কথা জানব।

ঋষি বিশ্বামিত্র

বিশ্বামিত্র একজন বিখ্যাত ঋষি ছিলেন। তাঁর পিতার নাম গাধি। গাধি কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন। বিশ্বামিত্রের পিতামহের নাম ছিল কুশিক। এজন্য বিশ্বামিত্র কৌশিক নামেও পরিচিত ছিলেন।

বিশ্বামিত্র ছিলেন ক্ষত্রিয়। রাজপুত্র। তিনি রাজাও ছিলেন। কিন্তু কঠোর তপস্যা করে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ব্রহ্মার বরে তিনি রাজর্ষি হন। তারপরে হন ব্রহ্মর্ষি।

একবার রাজা বিশ্বামিত্র শিকারে গিয়েছিলেন। সঙ্গে অনেক সৈন্য-সামন্ত। ঘুরতে ঘুরতে সবাই খুব পরিশ্রান্ত। ক্ষুধার্ত। পিপাসার্ত। কাছেই ছিল ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের আশ্রমে গেলেন। বশিষ্ঠের একটি কামধেনু ছিল। তার কাছে যা চাওয়া হয়, তা-ই পাওয়া যায়। বশিষ্ঠ কামধেনুর সাহায্য নিলেন। সবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হলো। অনেক সুন্দর সুন্দর খাবার। সসৈন্য বিশ্বামিত্র খেয়ে-দেয়ে খুব খুশি হলেন। সকলের ক্লান্তি দূর হলো।

বিশ্বামিত্র কামধেনুর ক্ষমতা দেখে খুব অবাক হলেন। মনে মনে তিনি কামধেনুটি কামনা করলেন। বশিষ্ঠের কাছে তিনি তাঁর ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন। বিনিময়ে এক হাজার গাভী দেওয়ার কথা বললেন। কিন্তু বশিষ্ঠ সম্মত হলেন না। কিছুতেই তিনি কামধেনু দেবেন না। তখন বিশ্বামিত্র জোর করে কামধেনুটি নিতে গেলেন। কামধেনু হাম্বা হাম্বা করতে লাগল। কামধেনুর ক্ষমতায় অনেক সৈন্যের সৃষ্টি হলো। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে বিশ্বামিত্রের সৈন্যরা হেরে গেল। এবার বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে আক্রমণ করলেন। একটার পর একটা বাণ নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু বশিষ্ঠের কিছু হলো না। তিনি ব্রহ্মদণ্ড দিয়ে বিশ্বামিত্রের বাণ নষ্ট করে দিলেন।

বিশ্বামিত্র পরাজিত হলেন। তাঁর অনেক সৈন্য নিহত হলো। তাঁর শক্তির উপর খুব অহংকার ছিল। সেই অহংকার চূর্ণ হয়ে গেল। তাঁর ধারণা ছিল– ক্ষত্রিয়রা সবচেয়ে শক্তিশালী।

ক্ষত্রিয়দের প্রধান কাজ হলো যুদ্ধ করা। রাজ্য রক্ষা করা। আর ব্রাহ্মণদের কাজ হলো তপস্যা করা। যাগ-যজ্ঞ করা। সেই তপস্যাশক্তির কাছে অস্ত্রশক্তি পরাস্ত হলো। বিশ্বামিত্র তাই ব্রাহ্মণের তপস্যাকেই শ্রেষ্ঠ শক্তি মনে করলেন।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। বিশ্বামিত্রের আরেক নাম	
২। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছ থেকে নিতে চেয়েছিলেন	
৩। বশিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধে বিশ্বামিত্র	

বিশ্বামিত্র তাঁর রাজ্য ছেড়ে দিলেন। চলে গেলেন তপস্যায়। তাঁর ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতেই হবে। এটা তাঁর প্রতিজ্ঞা। তিনি কঠোর তপস্যা করলেন। তাঁর তপস্যায় ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হলেন। ব্রহ্মার বরে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করলেন। হলেন ব্রহ্মর্ষি। তিনি তখন তপোবনে বাস করেন। ঋষি হিসেবে তাঁর খুব নাম। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে।

বিশ্বামিত্রের মতো আমরাও সকল কাজে যত্নশীল হবো। মানুষের মঙ্গল করব। তাঁর জীবন থেকে আমরা গ্রহণ করব ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতার শিক্ষা।

বিদুষী গার্গী

বেদে অনেক নারী ঋষির নাম পাওয়া যায়। যেমন— গার্গী, ঘোষা, বিশ্ববারা, অপলা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি।

তখন চিকিৎসাবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতির চর্চা হতো। স্রষ্টা, সৃষ্টি, আত্মা, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানকে বলা হতো ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্ম থেকেই জীব ও জগতের সৃষ্টি হয়, একেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান। সেকালে নারীরাও ব্রহ্মবিদ্যার চর্চা করেছেন। তাঁদের মধ্যে গার্গী অগ্রগণ্য ছিলেন। লোকে তাঁকে বলত বিদুষী গার্গী, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী।

গার্গীর ব্রহ্মজ্ঞান সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। একবার মিথিলার রাজা জনক এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। সেই যজ্ঞে অনেক জ্ঞানী-গুণী উপস্থিত ছিলেন। বহু মুনি-

ঋষিও ছিলেন। বিদুষী গার্গীও সেখানে গিয়েছিলেন। এই যজ্ঞে অনেক দান-দক্ষিণা করা হয়। তাই এর নাম 'বহুদক্ষিণ যজ্ঞ'।

রাজা জনক ঘোষণা করলেন, 'এ যজ্ঞ সভায় যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁকে আমি এক সহস্র গাভী দান করব।'

জনকের এই ঘোষণা শুনে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উঠে দাঁড়ালেন। তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী দাবি করে সহস্র গাভী গ্রহণ করার কথা বললেন। কিন্তু সবাই তা বিনাবাক্যে মেনে নিলেন না।

অনেকের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের বিতর্ক হলো। ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে বিতর্ক। যাজ্ঞবল্ক্যকে অনেক প্রশ্ন করা হলো। যাজ্ঞবল্ক্যও সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বিদুষী গার্গী ছাড়া অন্য সবাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিলেন।

গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। একের পর এক প্রশ্ন। যাজ্ঞবল্ক্যও প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। গার্গীর বিষয় ক্রমে কঠিন থেকে কঠিনতর হতে লাগল। এক পর্যায়ে তাঁর প্রশ্নের বিষয় হলো ব্রহ্মজ্ঞান।

যাজ্ঞবল্ক্য তখন গার্গীকে থামতে বললেন। কারণ বেদে প্রশ্ন করার একটা সীমা নির্দেশ করা আছে। যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাই তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ। তিনিই জনকের দান গ্রহণ করলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানী হলেও গার্গীর জ্ঞানও কম ছিল না। তাই সবাই তাঁকে ব্রহ্মবাদিনী বলে স্বীকার করে নিলেন। জানালেন অভিনন্দন।

আজও আমরা তাঁকে স্মরণ করি। শ্রদ্ধা করি।

ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র এবং বিদুষী গার্গীর জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, বাহুবলের চেয়ে তপোবল বড়। অস্ত্র বলের চেয়ে জ্ঞানবল বড়। যথার্থ জ্ঞানে জ্ঞানী হলে নারী-পুরুষে কোনো ভেদ থাকে না। জ্ঞান অর্জন করলে নারী-পুরুষ উভয়ই সমাজে সমাদর লাভ করেন। অতএব, আমরাও যথার্থ জ্ঞান অর্জন করব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। মুনি-ঋষিরা অরণ্যে বসে _____ তপস্যা করতেন।
২। মুনিরা ধর্ম সম্পর্কে অনেক _____ লাভ করেছিলেন।
৩। বেদের কবিতাগুলোকে বলা হয় _____ ।
৪। বিশ্বামিত্র _____ নামেও পরিচিত ছিলেন।
৫। আমরাও বিশ্বামিত্রের মতো মানুষের _____ করব।
৬। ব্রহ্মবিদ্যায় _____ গার্গী ছিলেন অগ্রগণ্য।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। বশিষ্ঠ ছিলেন একজন	কামধেনু।
২। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কাছ থেকে নিতে চেয়েছিলেন	গার্গী।
৩। যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন	ত্যাগী।
৪। মুনি-ঋষিরা ছিলেন	ব্রহ্মর্ষি।
৫। মুনি-ঋষিদের কাছে আমরা শিখি	কষ্টসহিষ্ণুতা।
	মৈত্রেয়ী।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। ঋষিদের কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে?

ক. চারটি খ. পাঁচটি
গ. ছয়টি ঘ. সাতটি

২। মুনি-ঋষিরা কেনো তপস্যা করেছেন?

ক. ধনী হওয়ার জন্য খ. রাজা হওয়ার জন্য
গ. মানুষের মঙ্গল করার জন্য ঘ. নিজের আনন্দের জন্য

৩। বহুদক্ষিণ যজ্ঞে কী করা হতো?

ক. অনেক দান করা হতো খ. যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হতো
গ. আর্তের সেবা করা হতো ঘ. আত্মীয়দের খাওয়ানো হতো

৪। ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র ও বিদুষী গার্গীর জীবন থেকে আমরা শিক্ষা পাই—

ক. বাহুবল বড় খ. জনবল বড়
গ. অস্ত্রবল বড় ঘ. তপোবল বড়

৫। ব্রহ্মবাদিনী বলতে আমরা কাকে বুঝি?

ক. যিনি জ্ঞানচর্চা করেন খ. যিনি ব্রহ্মচিন্তা করেন
গ. যিনি ব্রহ্মলোকে বাস করেন ঘ. যিনি ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। মহর্ষি বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?
২। যে-কোনো দুই শ্রেণির ঋষির বর্ণনা দাও।
৩। যাজ্ঞবল্ক্য সহস্র গাভী গ্রহণের দাবি করলেন কেন?
৪। কী নিয়ে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও বিদুষী গার্গীর মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল?
৫। পাঁচজন মুনি-ঋষির নাম লেখ।
৬। পাঁচজন নারী ঋষির নাম লেখ।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। কাদের মুনি-ঋষি বলা হতো?
২। বিশ্বামিত্র রাজ্য ছেড়ে দিয়েছিলেন কেন?
৩। বিশ্বামিত্র কোন ঋষির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন? কেন?
৪। যাজ্ঞবল্ক্যকে অন্য ঋষিরা শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলেন কেন?
৫। ঋষি গার্গী কেন বিখ্যাত হয়েছিলেন?
৬। মুনি-ঋষির আদর্শ আমরা অনুসরণ করব কেন?

তৃতীয় অধ্যায়

শিরোনাম : মুনি–ঋষি ও ধর্মগ্রন্থ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ মুনি-ঋষির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে, নারীসহ দুইজন মুনি-ঋষির বর্ণনা করতে পারবে, তাঁদের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে ও অনুসরণ করতে পারবে।

৩.২ মহাভারতের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে এবং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা ও উপলব্ধি করতে পারবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিরোনাম : মুনি–ঋষি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ মুনি-ঋষির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে, নারীসহ দুজন মুনি-ঋষির বর্ণনা করতে পারবে, তাঁদের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে ও অনুসরণ করতে পারবে।

শিখনফল

৩.১.১ মুনি-ঋষি বলতে কী বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারবে।

৩.১.২ ঋষিদের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

৩.১.৩ ঋষি বিশ্বামিত্র ও ঋষি গার্গীর পরিচয় দিতে পারবে।

৩.১.৪ মুনি-ঋষিদের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩.১.৫ মুনি-ঋষিদের শিক্ষা অনুসরণের মাধ্যমে নৈতিক গুণাবলি অর্জন করে নিজ আচরণে প্রকাশ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৬

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ১৪-১৫ [প্রাচীনকালে অনেক ..... মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি। (পরের ছকটিসহ)]

শিখনফল

৩.১.১ মুনি-ঋষি বলতে কী বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারবে।

৩.১.৪ মুনি-ঋষিদের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত মুনির চিত্র (পৃষ্ঠা ১৪।)
- পোস্টারে বড় করে আঁকা কোনো মুনির চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক কুশল বিনিময়ের পর পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত বা পোস্টারে বড় করে আঁকা চিত্রটি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, চিত্রটি কার ? এভাবে পাঠের ভিতরে প্রবেশ করবেন। তারপর পাঠ ১ অনুসরণে আলোচনা করে মুনি-ঋষি বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে, তাঁদের বৈশিষ্ট্য কী, তা ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন। পাঠদানের মধ্যে ও শেষে ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন এবং পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ছকটিসহ (পৃষ্ঠা ১৫) অনুরূপ ছক পূরণ করতে দেবেন।

মূল্যায়ন

• অনুশীলনীতে প্রদত্ত পাঠ ১-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক প্রশ্নসহ নিজ প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ১৫-১৬ (ঋষিদের সাতটি ..... সকলের মঙ্গল করব।)

শিখনফল

৩.১.২ ঋষিদের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

পোস্টারে বড় করে আঁকা দেবর্ষি নারদ বা অন্য কোনো ঋষির চিত্র
ঋষিদের শ্রেণিবিভাগের চার্ট

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক কুশল বিনিময়ের পর পোস্টারে বড় করে আঁকা চিত্রটি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, শিক্ষার্থীরা এঁকে চিনতে পারে কিনা। শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে তিনি বুঝিয়ে বলবেন, উনি একজন ঋষি এবং তাঁর নাম নারদ। তারপর মুনি ও ঋষির পার্থক্য বোঝানো প্রসঙ্গে তিনি বলবেন, সব ঋষিই মুনি কিন্তু সব মুনিই ঋষি নন। যাঁদের মধ্য দিয়ে বেদমন্ত্র প্রকাশিত হয়েছে, যাঁরা কোনো বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী, যাঁরা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন তাঁদের ঋষি বলে। আর যাঁরা বেদ ও অন্যান্য জ্ঞানের চর্চা করেন, ঈশ্বরের সাধনা করেন, তাঁদের মুনি বলা হয়েছে। একজন মুনি ঋষিতে পরিণত হতে পারেন। এভাবে অগ্রসর হয়ে তিনি পাঠ ২-অনুসরণে ঋষিদের সাতটি শ্রেণি সম্পর্কে বুঝিয়ে বলবেন। এক্ষেত্রে তিনি চার্টটি ব্যবহার করতে পারেন। ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন।

নমুনা প্রশ্ন :

(ক) কাদের ব্রহ্মর্ষি বলা হয়?
(খ) নারদ কোন শ্রেণির ঋষি?
(গ) একজন মহর্ষির নাম বল।
(ঘ) একজন রাজর্ষির নাম বল।

মূল্যায়ন

- অনুশীলনীতে প্রদত্ত পাঠ ২-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নসহ নিজ প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ৩ ও ৪ পৃষ্ঠা ১৬-১৭ (এখানে আমরা দুইজন ..... কষ্টসহিষ্ণুতার শিক্ষা।)

শিখনফল

৩.১.৩ ঋষি বিশ্বামিত্র ও ঋষি গার্গীর পরিচয় দিতে পারবে।

উপকরণ

- পোস্টারে বড় করে আঁকা দেবর্ষি নারদ বা অন্য কোনো ঋষির চিত্র
- ঋষিদের শ্রেণিবিভাগের চার্ট
- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ছকের চার্ট (পৃষ্ঠা ১৭)

শিখন শেখানো কার্যাবলি

কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের তৃতীয় অধ্যায়ের পূর্ব-প্রদত্ত দুইটি পাঠে যা আলোচিত হয়েছে, তা স্মরণ করতে বলবেন এবং তাদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক নিজে গুছিয়ে বলবেন যে মুনি-ঋষি কাকে বলে আমরা তা জেনেছি, মুনি ও ঋষিদের যে সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, তাও জেনেছি। এ পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য উল্লিখিত পঠিত বিষয় সম্পর্কে দুই - তিনটি প্রশ্ন করতে পারেন।

অতঃপর তিনি বলবেন, আমরা বিশেষভাবে দুইজন ঋষি সম্পর্কে জানব। তাঁদের একজন হলেন বিশ্বামিত্র, অপরজন হলেন ঋষি গার্গী।

আজ আমরা ঋষি বিশ্বামিত্র সম্পর্কে জানব। অতঃপর তিনি পাঠ ৩-এ প্রদত্ত অংশটুকু আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করবেন। শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন যে লোভ ভালো নয়। বিশ্বামিত্র কামধেনুর জন্য লোভ করেছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান ও তপস্যার শক্তির কাছে বাহুবল পরাজিত হয়। যেমন- বশিষ্ঠের কাছে বিশ্বামিত্র পরাজিত হয়েছিলেন। এ ঘটনা বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে, ত্যাগে, সংযমে ও কষ্ট সহিষ্ণুতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি সাধনা করে ক্ষত্রিয় হয়েও ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন।

পাঠদানের মধ্যে ও শেষে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। ভুল হলে শিক্ষক সংশোধন করে দেবেন।

মূল্যায়ন

- প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর ও অনুশীলনীর প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ৫ ও ৬ পৃষ্ঠা ১৭-২০ ('বেদে অনেক নারী ঋষির নাম' থেকে শেষ পর্যন্ত।)

শিখনফল

৩.১.৩ ঋষি বিশ্বামিত্র ও ঋষি গার্গীর পরিচয় দিতে পারবে।
৩.১.৪ মুনি-ঋষিদের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩.১.৫ মুনি-ঋষিদের শিক্ষা অনুসরণের মাধ্যমে নৈতিক গুণাবলি অর্জন করে নিজ আচরণে প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ

- গল্পের ভিত্তিতে একটি চিত্র হবে নিম্নরূপ :

রাজসভা। রাজা জনক সিংহাসনে বসে আছেন। মন্ত্রীরা আছেন। ঋষিরা আছেন, আর আছেন একজন নারী ঋষি। একজন ঋষি ও একজন নারী ঋষি দাঁড়িয়ে আছেন- নারী ঋষি হাত তুলে প্রশ্ন করছেন, পুরুষ ঋষি শুনছেন।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষক এভাবে শুরু করতে পারেন :
আমরা গত দুই ক্লাসে ঋষি বিশ্বামিত্র সম্পর্কে জেনেছি। আজ একজন নারী ঋষি সম্পর্কে জানব। তিনি হলেন ঋষি গার্গী।

শিক্ষক এভাবে অগ্রসর হয়ে বলবেন যে বেদের যুগে অনেক নারী ঋষি ছিলেন। শিক্ষক তাঁদের নাম বলবেন। তারপর বলবেন ঋষি গার্গীর কথা। ঋষি গার্গী ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাই তার নাম ব্রহ্মবাদিনী গার্গী। তারপর শিক্ষক পাঠ ৫ ও ৬-এর বিষয়বস্তু অনুসরণ করে রাজা জনকের রাজসভায় ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গীর বিতর্কের উপাখ্যান আকর্ষণীয় ভাষায় বলবেন। সবশেষে তিনি মুনি-ঋষিদের জীবন ও কর্ম থেকে পাওয়া নৈতিক শিক্ষার কথা আলোচিত পাঠ-এর বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা করবেন। যেমন–
বাহুবলের চেয়ে তপোবল বড়।
অস্ত্রবলের চেয়ে জ্ঞানবল বড়।
ত্যাগ, সংযম ও সাধনা মানুষকে মহৎ করে ইত্যাদি।
পাঠদানের মধ্যে ও শেষে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে।

মূল্যায়ন

- পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীর প্রশ্নসহ (পৃষ্ঠা ১৯-২০) শিক্ষক প্রণীত প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মগ্রন্থ

আমরা জানি, ধর্মগ্রন্থে ধর্মের কথা থাকে। ঈশ্বরের কথা থাকে। অন্যান্য জ্ঞানের কথাও থাকে। মানুষের মঙ্গালের কথা থাকে। জীবকে সেবা করার কথা থাকে। অনেক উপদেশ থাকে। এই উপদেশগুলো মেনে চললে আমাদের মঙ্গাল হয়।

আমরা এও জানি, বেদ হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ এবং বেদ ছাড়া হিন্দুধর্মের আরও অনেক ধর্মগ্রন্থ আছে। যেমন— উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণিতে আমরা রামায়ণ সম্পর্কে জেনেছি। এবার মহাভারত সম্পর্কে জানব।

মহাভারত

মহাভারত একখানা বিশাল গ্রন্থ। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছেন ব্যাসদেব। তাঁর মূল নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। কাশীরাম দাস বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেন।

মহাভারতের মূল কাহিনী কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। সেই সঙ্গো যুক্ত হয়েছে অনেক কাহিনী-উপকাহিনী। হিন্দুরা রামায়ণের মতো মহাভারতকেও অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গো দেখে। নিত্য মহাভারত শোনে। পাঠ করে। মহাভারতের কথা অমৃতের ন্যায়। তা শুনলে পুণ্য হয়। তাই কাশীরাম দাস বলেছেন —

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

বিশাল মহাভারত কয়েকটি অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশকে বলা হয় পর্ব। মহাভারতে মোট আঠারোটি পর্ব আছে। পর্বগুলো হলো—

(১) আদি পর্ব, (২) সভা পর্ব, (৩) বন পর্ব, (৪) বিরাট পর্ব, (৫) উদ্যোগ পর্ব, (৬) ভীষ্ম পর্ব, (৭) দ্রোণ পর্ব, (৮) কর্ণ পর্ব, (৯) শল্য পর্ব, (১০) সৌপ্তিক পর্ব, (১১) স্ত্রী পর্ব, (১২) শান্তি পর্ব, (১৩) অনুশাসন পর্ব, (১৪) আশ্বমেধিক পর্ব, (১৫) আশ্রমবাসিক পর্ব, (১৬) মৌসল পর্ব, (১৭) মহাপ্রস্থানিক পর্ব এবং (১৮) স্বর্গারোহণ পর্ব।

(১) আদি পর্ব

অনেক কাল আগের কথা। ভারতবর্ষে হস্তিনাপুর নামে এক রাজ্য ছিল। এক সময় তার রাজা ছিলেন শান্তনু। শান্তনুর তিন ছেলে— দেবব্রত, চিত্রাঙ্গাদ ও বিচিত্রবীর্য। দেবব্রত বড়। কিন্তু তিনি এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন— বিয়ে করবেন না এবং সিংহাসনেও বসবেন না। এ ভীষণ প্রতিজ্ঞা করার জন্য তাঁর নাম হয় ভীষ্ম। চিত্রাঙ্গাদ অল্প বয়সে মারা যান। তাই শান্তনুর পর বিচিত্রবীর্য রাজা হন। তাঁর দুই ছেলে— ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন জন্মান্ধ। তাই বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর পাণ্ডু রাজা হন। ধৃতরাষ্ট্রের একশত ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলের নাম দুর্যোধন। দুর্যোধনদের বলা হয় কৌরব। পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে। বড় ছেলের নাম যুধিষ্ঠির। এঁদের বলা হয় পাণ্ডব। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করা হলো। কিন্তু দুর্যোধন তা মেনে নিলেন না। তিনি পাণ্ডবদের মেরে ফেলার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা রক্ষা পেয়ে যান। পরে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দান করলেন। খাণ্ডবপ্রস্থ হলো পাণ্ডবদের রাজ্য।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। দুর্যোধনদের বলা হয়	
২। যুবরাজ হলেন	
৩। পাণ্ডবদের রাজ্য হলো	

(২) সভা পর্ব

পাণ্ডবদের রাজ্যছাড়া করার জন্য দুর্যোধন নতুন ফন্দি আঁটলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ জানালেন। যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় হেরে গেলেন। শর্ত অনুযায়ী পাণ্ডবরা স্ত্রী দ্রৌপদীসহ বনবাসে গেলেন।

(৩) বন পর্ব

পাণ্ডবরা বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এভাবে বারো বছর কেটে গেল। এরপর তাঁরা ছদ্মবেশে প্রবেশ করলেন বিরাট রাজার রাজ্যে।

(৪) বিরাট পর্ব

পাশা খেলায় পাণ্ডবদের জন্য একটা শর্ত ছিল। বারো বছর বনবাসে কাটানোর পরে এক বছর অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে। তাই বিরাট রাজ্যে তাঁরা এক বছর অজ্ঞাতবাসে ছিলেন।

(৫) উদ্যোগ পর্ব

পাণ্ডবরা শর্ত পূরণ করে দ্রৌপদীসহ হস্তিনাপুরে ফিরে এলেন। কিন্তু দুর্যোধন তাঁদের প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন না। যুধিষ্ঠির তখন পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচটি গ্রাম চাইলেন। দুর্যোধন তাও দিলেন না। কৃষ্ণ উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। তখন পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষ যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করল।

(৬) ভীষ্ম পর্ব

হস্তিনাপুরের কাছে কুরুক্ষেত্র নামে একটি প্রান্তর ছিল। সেখানেই পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবে। দুইপক্ষই প্রস্তুত। কৌরবদের সেনাপতি ভীষ্ম। আর পাণ্ডবদের সেনাপতি অর্জুন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি হন। যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষে গুরুজন ও আত্মীয়-স্বজনদের দেখে অর্জুনের মন বিষাদগ্রস্ত হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, আত্মীয়-স্বজনরাই যদি না থাকে তাহলে সেই রাজ্যে সুখ কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বলেন—এ যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ। ধর্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করলে তাতে পাপ হয় না। এতে অর্জুনের মন শান্ত হয়। তিনি যুদ্ধ করতে উদ্যোগী হন। মহাভারতে বর্ণিত অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশসমূহ পৃথকভাবে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা নামে পরিচিত।

দশদিন ধরে ভীষণ যুদ্ধ হয়। ভীষ্মের শরীরে এত শর নিক্ষিপ্ত হয় যে, তাঁর দেহ মাটিতে পড়ে না। তিনি শরের উপর শুয়ে থাকেন। একেই বলে 'ভীষ্মের শরশয্যা'।

(৭) দ্রোণ পর্ব

ভীষ্মের পর কৌরব পক্ষের সেনাপতি হন দ্রোণাচার্য। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়। অর্জুন একদিকে যুদ্ধে ব্যস্ত। অন্যদিকে দ্রোণাচার্য চক্রব্যূহ রচনা করেন। অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু তার মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি একা। অপরদিকে সাতজন রথী একসঙ্গে তাঁকে আক্রমণ করেন। অভিমন্যু নিহত হন। এতে অর্জুন ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। যুদ্ধ চলতে থাকে। এক পর্যায়ে দ্রোণাচার্য নিহত হন। এতে তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা ভীষণ ক্রুদ্ধ হন।

(৮) কর্ণ পর্ব

দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর পর মহাবীর কর্ণ কৌরবদের সেনাপতি হন। দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। কর্ণের হাতে অর্জুন ছাড়া পাণ্ডবদের সবাই পরাজিত হন। অন্যদিকে ভীমের হাতে দুর্যোধনের ভাইয়েরা একে একে নিহত হতে থাকেন। তারপর এক পর্যায়ে অর্জুনের হাতে কর্ণ নিহত হন।

(৯) শল্য পর্ব

কর্ণের পর কৌরবদের সেনাপতি হন রাজা শল্য। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বাধে। এক পর্যায়ে যুধিষ্ঠিরের হাতে শল্য নিহত হন। সহদেবের হাতে নিহত হন দুর্যোধনের মামা শকুনি। দুর্যোধন পালিয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকিয়ে থাকেন। এ-কথা জানতে পেরে পাণ্ডবরা সেখানে যান। তাঁরা দুর্যোধনকে অনেক তিরস্কার করেন। দুর্যোধন হ্রদ থেকে বেরিয়ে আসেন। ভীম ও দুর্যোধনের মধ্যে গদাযুদ্ধ শুরু হয়। ভীমের গদাঘাতে দুর্যোধনের উরু ভেঙে যায়। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ

(১০) সৌপ্তিক পর্ব

সুপ্ত শব্দের অর্থ ঘুমন্ত। এই পর্বে অশ্বত্থামা ঘুমন্ত পাণ্ডব সৈন্যদের হত্যা করেন। তাই এই পর্বের নাম হয় সৌপ্তিক পর্ব।

অশ্বত্থামা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য গভীর রাতে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করেন। একে একে তিনি অনেককে হত্যা করেন। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকেও তিনি হত্যা করেন পঞ্চপাণ্ডব ভেবে। কিন্তু পাণ্ডবরা ঐ শিবিরে ছিলেন না। অশ্বত্থামা পাঁচ পুত্রের মাথা নিয়ে আহত দুর্যোধনের নিকট যান। দুর্যোধন বুঝতে পারেন এরা পাণ্ডব নন। পঞ্চপাণ্ডবের পুত্র। তিনি খুব দুঃখ পেলেন। দুঃখে-কষ্টে তাঁর মৃত্যু হলো। দ্রৌপদী পুত্রশোকে হাহাকার করতে লাগলেন। পাণ্ডব শিবিরে শোকের ছায়া নেমে এলো।

(১১) স্ত্রী পর্ব

আঠারো দিন পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মধ্যে কেউই বেঁচে নেই। হস্তিনার ঘরে ঘরে শুধু কান্না। কৌরব স্ত্রীগণসহ ধৃতরাষ্ট্র এসেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে। তাঁরা আত্মীয়দের মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক বোঝালেন। তারপর মৃতদেহের সৎকার করে সকলে গেলেন গঙ্গার তীরে। সেখানে সকলে মৃতদের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিলেন। গান্ধারী পুত্রশোকে পাগলের ন্যায় হয়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অনেক বোঝালেন।

(১২) শান্তি পর্ব

এবার যুধিষ্ঠিরের রাজা হওয়ার পালা। কিন্তু তিনি রাজা হতে চাইলেন না। কারণ এত লোক হত্যা করে রাজা হওয়ার ইচ্ছে তাঁর নেই। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে অনেক বোঝালেন। অনেক উপদেশ দিলেন। তাঁর মন শান্ত হলো। তিনি রাজা হলেন। তারপর গেলেন ভীষ্মের কাছে এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। ভীষ্মও তাঁকে অনেক উপদেশ দিলেন।

(১৩) অনুশাসন পর্ব

যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছ থেকে ধর্ম, শান্তি প্রভৃতি সম্পর্কে জানলেন। ভীষ্মকে শরশয্যায় রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে যুধিষ্ঠির খুব লজ্জা পাচ্ছিলেন। ভীষ্ম তাঁকে বললেন, এতে তোমার কোনো দোষ নেই। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। তুমি সেই ধর্ম পালন করেছ। এরপর তিনি

যুধিষ্ঠিরকে অতিথিসেবা, আত্মশক্তি, গুরুভক্তি, সদাচার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উপদেশ দিলেন। তারপর তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন, কারণ তাঁর ছিল ইচ্ছামৃত্যু।

(১৪) আশ্বমেধিক পর্ব

ভীষ্মের মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠে যুধিষ্ঠির রাজকার্যে মনোযোগ দিলেন। ব্যাসদেবের পরামর্শে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করলেন। এক বছর ধরে যজ্ঞের অশ্ব বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে এলো। অশ্বের সঙ্গে ছিলেন অর্জুন এবং সৈন্য-সামন্ত। অনেক রাজার সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হলো। সকলকে তিনি পরাজিত করলেন। সকল রাজাকে যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানানো হলো। মুনি-ঋষি, আত্মীয়-স্বজনসহ বহু লোকের সমাগম হলো। সকলে যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করলেন।

(১৫) আশ্রমবাসিক পর্ব

যুধিষ্ঠিরের রাজত্বে সকলে সুখেই ছিলেন। দেখতে দেখতে পনেরো বছর কেটে গেল। এমন সময় একদিন ধৃতরাষ্ট্র বললেন তিনি বনে যাবেন। পাণ্ডবগণ বনে না যাওয়ার জন্য তাঁকে অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্তে অটল। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর, কুন্তী ও সঞ্জয় বনে চলে গেলেন। বিদুর কঠোর তপস্যায় দেহত্যাগ করেন। তারপর একদিন দাবানলে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তী পুড়ে মারা যান। আর সঞ্জয় হিমালয়ে চলে যান।

(১৬) মৌসল পর্ব

যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব ছত্রিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই সময় শ্রীকৃষ্ণের বংশ যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যায়। যদুবংশের লোকদের বলা হতো যাদব। যদুবংশ ধ্বংসের কারণ যাদবরাই। একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব এবং নারদ দ্বারকায় এলেন। তখন কয়েকজন যাদব মহর্ষিদের প্রতারণা করার ফন্দি আঁটেন। তাঁরা শাম্বকে মহিলা সাজিয়ে মহর্ষিদের বললেন, দেখুন তো, এর ছেলে না মেয়ে হবে? মহর্ষিগণ প্রতারণা বুঝতে পারলেন। তাঁরা বললেন, 'এর পেট থেকে একটা লোহার মুসল বের হবে এবং তার দ্বারাই যদুবংশ ধ্বংস হবে।' এই মুসলের কারণেই শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে যদুবংশ ধ্বংস হয়। সেই শোকে বলরাম প্রাণ ত্যাগ করেন। আর বনের মধ্যে এক ব্যাধের শরে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। এই 'মুসল' থেকেই এ পর্বের নাম হয় 'মৌসল পর্ব'।

(১৭) মহাপ্রস্থানিক পর্ব

যদুবংশ ধ্বংস এবং শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুতে পাণ্ডবরা খুব কষ্ট পেলেন। তাঁরা অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসিয়ে দ্রৌপদীসহ রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁরা হিমালয়ের পথে অগ্রসর হলেন। পথে একে একে দ্রৌপদী ও চার ভাইয়ের মৃত্যু হলো। এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র এলেন যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু যুধিষ্ঠির বললেন, তিনি দ্রৌপদী এবং ভাইদের ছেড়ে স্বর্গে যাবেন না। দেবরাজ তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, স্বর্গে তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে। অতঃপর যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গেলেন।

(১৮) স্বর্গারোহণ পর্ব

স্বর্গে গিয়েও যুধিষ্ঠিরের মন ভালো নেই। দেবরাজ সেটা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে তাঁর ভাইদের কাছে নিয়ে যেতে দেবদূতদের আদেশ দিলেন। তাঁরা তখন নরকে। কারণ সামান্য পাপ করলেও কিছু-না-কিছু নরক ভোগ করতে হয়। যুধিষ্ঠির নরকে গিয়ে নরকবাসীদের ভীষণ কষ্ট দেখতে পেলেন। কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে নরকবাসীদের কষ্ট দূর হয়ে গেল। তিনি দ্রৌপদী, চার ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁদের নিয়ে তিনি স্বর্গে গেলেন।

আমরা সংক্ষেপে মহাভারতের কাহিনী শুনলাম। এ কাহিনী অমৃত সমান। মহাভারতের মূল কথাই হচ্ছে, সত্যের জয়, অসত্যের পরাজয়। সত্য শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। 'যথা ধর্ম তথা জয়।' কখনই কেবল নিজের সুখ কামনা করতে নেই। সকলকে নিয়ে সুখী হওয়াই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবেই প্রকৃত সুখী হওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের জীবনেও আমরা তাই দেখতে পাই। আর অধর্ম আচরণ করলে তার বিনাশ হয়। দুর্যোধন তথা কৌরবদের জীবনে তাই ঘটেছিল। আমরা সর্বদা সত্য ও ধর্মের পথে থাকব। এই নৈতিক শিক্ষাই আমরা মহাভারত থেকে পাই। তাই আমরা সবাই মহাভারত পড়ব এবং এর শিক্ষা জীবনে কাজে লাগাব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পুরণ কর :

১। মহাভারত একটি ———— ।
২। সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত রচনা করেছেন ————।
৩। মহাভারতের মূল কাহিনী ———— যুদ্ধ।
৪। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন ————।
৫। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে ———— অর্জুনের সারথি হয়েছিলেন।
৬। যেখানে ধর্ম, সেখানেই ———— ।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়	বিচিত্রবীর্য।
২। শান্তনুর পর রাজা হন	কাজে লাগাব।
৩। অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন	পরাজয়।
৪। অসত্যের হয়	উপদেশ।
৫। কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল মোট	আঠারো দিন।
৬। মহাভারতের শিক্ষা আমাদের জীবনে	শ্রীকৃষ্ণ।
	ধনদৌলত।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। কে বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেন?

ক. কাশীরাম দাস খ. কৃত্তিবাস
গ. চণ্ডীদাস ঘ. জ্ঞানদাস

২। মহাভারতে কয়টি পর্ব আছে?

ক. দশটি খ. বারোটি
খ. ষোলটি ঘ. আঠারোটি

৩। পাণ্ডুর ছেলেদের কী বলা হয়?

ক. পাণ্ডব খ. কৌরব
গ. পৌরব ঘ. সৌরভ

৪। পাণ্ডবরা কতো বছর বনবাসে ছিলেন?

ক. আট খ. দশ
গ. বারো ঘ. চৌদ্দ

৫। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডদের পক্ষ নিলেন কেন?

ক. সত্য রক্ষার জন্য খ. ধর্ম রক্ষার জন্য
গ. সম্পদ রক্ষার জন্য ঘ. বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য

৬। মহাভারত থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

ক. ধর্মের জয় হয় খ. শক্তির জয় হয়
গ. ধনদৌলতের জয় হয় ঘ. বুদ্ধিমানের জয় হয়

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। মহাভারতের পাঁচটি পর্বের নাম লেখ।
২। যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ হিসেবে কে মেনে নিলেন না? কেন?
৩। মহাভারতের একটি পর্বকে সৌপ্তিক পর্ব বলা হয় কেন?
৪। পাণ্ডবরা কেন বনে যেতে বাধ্য হন?
৫। যুধিষ্ঠির ভীষ্মের কাছ থেকে কী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন?
৬। পাণ্ডবদের রাজত্বকালে কুন্তী কাদের সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে আমাদের কী উপকার হয়?
২। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের কাহিনী সংক্ষেপে লেখ।
৩। যদুবংশ কীভাবে ধ্বংস হয়?
৪। 'ভীষ্মের শরশয্যা' বলতে কী বোঝ?
৫। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার বিষয়বস্তু কী?
৬। মহাভারতের প্রধান শিক্ষা কী?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিরোনাম : ধর্মগ্রন্থ

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.২ মহাভারতের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে এবং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা ও উপলব্ধি করতে পারবে।

শিখনফল

৩.২.১ মহাভারতের রচয়িতার নাম, পর্বসংখ্যা ও পর্বগুলোর নাম বলতে পারবে।
৩.২.২ মহাভারতের মূল কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে।
৩.২.৩ নৈতিক জীবনে মহাভারতের শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
৩.২.৪ মহাভারতের নৈতিক শিক্ষা নিজ আচরণে অনুশীলন করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

পাঠ বিভাজন : ১০

পাঠ ১ ও ২ পৃষ্ঠা ২১ ও ২২ (আমরা জানি ---------- এবং (১৮) স্বর্গারোহণ পর্ব)

শিখনফল

৩.২.১ মহাভারতের রচয়িতার নাম, পর্বসংখ্যা ও পর্বগুলোর নাম বলতে পারবে।

উপকরণ

- ধর্মগ্রন্থ মহাভারতের প্রচ্ছদের চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষক ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরের ভিত্তিতে তিনি কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের নাম ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলবেন। এভাবে অগ্রসর হয়ে জানিয়ে দেবেন মূল মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং রচয়িতা ব্যাসদেব। বাংলা ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রথম পদ্যাকারে অনুবাদ করেছে কাশীরাম দাস। আরও অনেকে বাংলা ভাষায় পদ্যে মহাভারত রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে কাশীরাম দাসের মহাভারতই বহুল প্রচলিত। তিনি আরও জানাতে পারেন বাংলা ভাষায় গদ্যে মহাভারতের অনুবাদ করেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। রাজশেখর বসু মহাভারতের একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যানুবাদ করেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের এ পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে মহাভারতের মূল কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মূল কাহিনী ছাড়াও মহাভারতে আরও অনেক কাহিনী রয়েছে। রয়েছে অনেক জ্ঞানের কথা। যা থেকে আমরা ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান

ও নৈতিক শিক্ষা পাই। এভাবে অগ্রসর হয়ে তিনি মহাভারতের বিষয়বস্তুতে আসবেন এবং পাঠ অনুসরণে তিনি বলবেন যে মহাভারত ১৮টি পর্বে বিভক্ত। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক থেকে মহাভারতের ১৮টি পর্বের নাম বলতে বলবেন।

বলাটা হবে এই রকম :

একজন শিক্ষার্থী বলবে আদি পর্ব। পরের জন বলবে সভা পর্ব, তার পরের জন বলবে বন পর্ব- এভাবে চলতে থাকবে। দুইটি পিরিয়ডে ভাগ করে পাঠদান করবেন। দ্বিতীয় দিনের ক্লাসের শেষে শিক্ষার্থীদের বলবেন আমরা আগামী ক্লাসে মহাভারতের কয়েকটি পর্বের কাহিনী সংক্ষেপে বলব। তোমরাও পাঠ্যপুস্তক থেকে ভালো করে পড়ে এসো।

নমুনা প্রশ্ন

১। মূল মহাভারত কোন ভাষায় রচিত?
২। কে প্রথম বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করেছেন?
৩। মহাভারত কয়টি পর্বে বিভক্ত?

মূল্যায়ন

- শিক্ষক প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ৩ ও ৪ পৃষ্ঠা ২২-২৩ (অনেক কাল আগের কথা ..... উদ্যোগ গ্রহণ করল।)

শিখনফল

৩.২.২ মহাভারতের মূল কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠে বর্ণিত কাহিনীভিত্তিক অঙ্কিত বা মুদ্রিত চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

পাঠদানের প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষক কালীপ্রসন্ন সিংহ অথবা রাজশেখর বসুর বাংলায় অনূদিত মহাভারতের পাঠ প্রাসঙ্গিক পর্ব পড়ে আসবেন। তাহলে আলোচ্য পাঠে বর্ণিত মহাভারতের কাহিনীটুকু চমৎকার ভাবে বর্ণনা করতে পারবেন। কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন আজ আমরা মহাভারতের মূল কাহিনী জানব। না, পুরোটা নয়। আর বিস্তৃত আকারেও নয়। সংক্ষেপে ৬টি পর্বের কাহিনী বলছি। প্রথমে যাঁদের নিয়ে মহাভারতের মূল কাহিনী, সেই কুরু-পান্ডবদের রাজবংশের শান্তনু থেকে দুর্যোধন-যুধিষ্ঠির পর্যন্ত বর্ণনা করব।

আসলে আদি পর্বে রয়েছে এঁদেরই পরিচয়। এরপর একে একে সভা পর্ব থেকে উদ্যোগ পর্বের কাহিনী সংক্ষেপে এমনভাবে বলবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা গল্প শোনার আনন্দ পায়।

লক্ষণীয় : শিক্ষক দুইটি পিরিয়ডে পাঠদান সম্পন্ন করবেন। পরের দিন সেখান থেকে আরম্ভ করবেন। পাঠদানের মধ্যে ও শেষে নানা প্রকার প্রশ্ন করবেন। পাঠে প্রদত্ত ছকটি (পৃষ্ঠা ২২) পূরণ করতে দেবেন।

নমুনা প্রশ্ন :

১। যুধিষ্ঠিরসহ পাঁচ ভাইকে পাণ্ডব বলা হয় কেন?
২। দেবব্রতের নাম ভীষ্ম হলো কেন?
৩। খাণ্ডবপ্রস্থে কারা রাজ্য স্থাপন করেছিলেন?

মূল্যায়ন

প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবে।

পাঠ ৫ ও ৬ পৃষ্ঠা ২৩–২৪ (হস্তিনাপুরের কাছে ..... শোকের ছায়া নেমে এলো।)

শিখনফল

৩.২.২ মহাভারতের মূল কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ভীম ও দুর্যোধনের গদা যুদ্ধের চিত্র (পৃষ্ঠা ২৪)
- মহাভারতের আলোচ্য পর্বসমূহের ভিত্তিতে অঙ্কিত বা মুদ্রিত চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। তারপর তিনি ভীষ্ম পর্বের কাহিনী সংক্ষেপে বলবেন। এ প্রসঙ্গে আসবে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার কথা। তখনও যুদ্ধ শুরু হয়নি। কুরুক্ষেত্রের ময়দানে দুই পক্ষ সৈন্য সাজিয়ে প্রস্তুত। তখন পাণ্ডব পক্ষের সেনাপতি অর্জুন দেখলেন যে প্রতিপক্ষের মধ্যে রয়েছে আত্মীয়-স্বজন এবং আরও কত আপনজন। তাই তিনি যুদ্ধ করবেন না বলে জানালেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে- যিনি মর্ত্যলীলায় অর্জুনের সারথি হয়েছেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আবেগতাড়িত না হয়ে কর্তব্যকর্ম করতে বললেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতে গিয়ে অনেক গভীর তত্ত্ব আলোচনা করেছিল। সে শিক্ষা আমাদের জন্য এখন প্রাসঙ্গিক।

মহাভারতে এ অংশটির নাম শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। মহাভারতের অংশ হয়েও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা আলাদা ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হিন্দুদের নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ। শিক্ষক শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার পরিচয় দেওয়ার পর আলোচ্য পাঠ অনুসারে নির্ধারিত পাঠসমূহের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করবেন। পাঠদানের ফাঁকে ফাঁকে ও শেষে প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে।

শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয় ..... প্রান্তরে।
খ। ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করলে ..... হয়না।

গ। ভীম ও ..... মধ্যে গদা যুদ্ধ শুরু হয়।
ঘ। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে হত্যা করেন ..... ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন :

১। অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইলেন না কেন?
২। ভীষ্মের শরশয্যা বলতে কী বোঝ?
৩। অভিমন্যু কীভাবে নিহত হন?
৪। দুর্যোধন কীভাবে নিহত হয়েছিলেন?

মূল্যায়ন

- অনুশীলনীর প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ও নিজের প্রদত্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন ।

পাঠ ৭ ও ৮ পৃষ্ঠা ২৫–২৬ (আঠারো দিন পর .....নাম হয় 'মৌসল পর্ব'।)

শিখনফল

৩.২.২ মহাভারতের মূল কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

- আলোচ্য পাঠসমূহের কাহিনী ভিত্তিক অঙ্কিত বা মুদ্রিত চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষক বলবেন, গত ক্লাসে আমরা সৌপ্তিক পর্ব পর্যন্ত ১০টি পর্বের কাহিনী বলেছি। আজ স্ত্রী পর্ব থেকে মহাভারতের কাহিনী বলা শুরু করব। সৌপ্তিক পর্বে (১০ম পর্ব) দুর্যোধনের নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবসান সূচিত হয়। শুরু থেকে ১৮ দিন পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়। শিক্ষক ধারাবাহিকভাবে স্ত্রী পর্ব থেকে মৌসল পর্বের কাহিনী পর্যন্ত সংক্ষেপে বলবেন। শান্তি পর্ব ও অনুশাসন পর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যশাসন ও ধর্মসম্মত জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক উপদেশ দেন। এ পাঠের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য ঘটনা হলো ধৃতরাষ্ট্রসহ রাজপরিবারের কয়েকজন প্রবীণ সদস্যের বনেগমন, মৃত্যু, যদুবংশের ধ্বংস এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নরদেহ ত্যাগ।

শিক্ষক বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে।

মূল্যায়ন

- শিক্ষক প্রদত্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন ।

পাঠ ৯ ও ১০ পৃষ্ঠা ২৭–২৯ ('মহাপ্রস্থানিক পর্ব ' থেকে শেষ পর্যন্ত)

শিখনফল

৩.২.২ মহাভারতের মূল কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে।
৩.২.৩ নৈতিক জীবনে মহাভারতের শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
৩.২.৪ মহাভারতের নৈতিক শিক্ষা নিজ আচরণে অনুশীলন করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

উপকরণ

- পাঠভিত্তিক অঙ্কিত বা মুদ্রিত কোনো চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষক এভাবে শুরু করতে পারেন, আমরা মহাভারতের কাহিনীর শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। আজ শেষ দুই পর্ব– মহাপ্রস্থানিক পর্ব, স্বর্গারোহণ পর্বের কাহিনী সংক্ষেপে বলব। তারপর তিনি দুই পর্বের কাহিনী সংক্ষেপে বলবেন।

সবশেষে পাঠের শেষ অনুচ্ছেদ অনুসরণে নৈতিক জীবনে মহাভারতের শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবেন। উল্লেখ্য যে শিক্ষকের ব্যাখ্যার নৈপুণ্যে শিক্ষার্থীরা যেন মহাভারতের নৈতিক শিক্ষা নিজ আচরণে অনুশীলন করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এটি এ অধ্যায়ের শেষ পাঠ। সুতরাং সামগ্রিক আলোচনা, অনুশীলনীর প্রশ্নভিত্তিক আলোচনা, নতুন প্রশ্নের অবতারণা ইত্যাদির উপর বিশেষ নজর ও জোর দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

মূল্যায়ন

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত অনুশীলনীর প্রশ্ন (পৃষ্ঠা ২৮-২৯) এবং শিক্ষক প্রণীত প্রশ্নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা

শ্রদ্ধা

শ্রদ্ধা শব্দটির একটি অর্থ সম্মান জানানো, ভক্তি করা বা ভালোবাসা। শ্রদ্ধার আরেকটি অর্থ আস্থা বা বিশ্বাস। শ্রদ্ধা করা একটি নৈতিক গুণ এবং ধর্মেরও অঙ্গ।

মানবিক বা নৈতিক গুণ হিসেবে শ্রদ্ধার গুরুত্ব রয়েছে। শ্রদ্ধা না থাকলে জ্ঞান অর্জন করা যায় না। একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও সংঘাত দেখা দেয় এবং সমাজের ঐক্য বিনষ্ট হয়। সমাজে অশান্তির সৃষ্টি হয়।

সহনশীলতা

সহনশীলতাও শ্রদ্ধার মতোই একটি নৈতিক গুণ। সহনশীলতাও ধর্মের অঙ্গ। সহনশীলতার অপর নাম সহিষ্ণুতা। সহনশীলতার মানে হলো সহ্য করার ক্ষমতা। হিন্দুধর্মে একে তিতিক্ষাও বলা হয়েছে। সহনশীলতা না থাকলে সমাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। ঐক্য বা শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। সমাজে শান্তি থাকে না। সুতরাং ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে সহনশীলতার গুরুত্ব স্বীকার করতেই হবে।

শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা না থাকলে নানা মত ও পথের মানুষ একসঙ্গে চলতে পারত না। শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার অভাবে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা, হানাহানি ও অশান্তি। সুতরাং ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার মতো মানবিক ও নৈতিক গুণের গুরুত্ব অপরিসীম।

অনেক দেশ নিয়ে আমাদের পৃথিবী। প্রতিটি দেশে রয়েছে অনেক মানুষ। তারা তাদের নিজ নিজ ধর্ম বা মত অনুসারে চলে। পৃথিবীর সব মানুষ এক। কিন্তু সকলের মত বা পথ এক নয়। ধর্মবিশ্বাস ও জীবনযাপন প্রণালি ভিন্ন-ভিন্ন। মানুষ নানাভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করে। এক অঞ্চলের একই ধর্মের লোকদের মধ্যেও ধর্মপালন, বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠান উদযাপনে পার্থক্য রয়েছে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দুধর্ম পালন করেন। পৃথিবীতে আরও অনেক ধর্ম আছে। এগুলোর মধ্যে চারটি প্রধান ধর্ম হলো— হিন্দুধর্ম বা সনাতন ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধধম এবং খ্রিষ্টধর্ম ।

হিন্দুরা ঈশ্বরের নাম কীর্তন করেন। ফুল, বেলপাতা, চন্দন ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে দেব-দেবীর পূজা করেন। বৌদ্ধরা বুদ্ধের পূজা করেন। মুসলমানেরা নামাজ পড়েন। খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের ও যীশুর গুণগান করেন।

বাংলাদেশেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। যেমন— হিন্দুরা দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা, শিবরাত্রি ব্রত প্রভৃতি অনুষ্ঠান করেন। বৌদ্ধরা বুদ্ধপূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান (বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হাতে বোনা বস্ত্র দান) প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান করেন। খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা বড়দিন, ইস্টার স্যাটার ডে, ইস্টার সান ডে প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ঈদুলফিতর, ঈদুলআজহা, ঈদে মিলাদুন্নবি প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন।

ইসলামধর্ম, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর একটি তালিকা তৈরি করি :

১।
২।
৩।
৪।

ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান আলাদা হলেও সকল ধর্মই সত্য। সকল ধর্মই বলে : সত্য কথা বলবে, সৎ পথে চলবে, চুরি করবে না, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করবে, স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস রাখবে ইত্যাদি।

নিজেদের উপাসনালয়কে হিন্দুরা বলেন মন্দির, বৌদ্ধরা বলেন মঠ বা মন্দির বা প্যাগোডা, খ্রিষ্টানেরা বলেন গির্জা আর মুসলমানেরা বলেন মসজিদ। নামে আলাদা হলেও সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য এক— আর তা হলো উপাসনা। পথ ভিন্ন হলেও সকল ধর্মের উদ্দেশ্যও এক। আর তা হলো— স্রষ্টার কাছে আত্মনিবেদন এবং জগৎ ও জীবনের মঙ্গল প্রার্থনা।

উদ্দেশ্য এক হলেও মত ও পথের ভিন্নতা রয়েছে। নিজের মত ও পথের প্রতি বা ধর্মের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ, আর অন্যের মত, পথ বা ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসহনশীলতা ক্ষতিকর। কারণ তা ডেকে আনে বিচ্ছিন্নতা ও সংকীর্ণতা।

অন্য ধর্ম ও মতের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অসহনশীলতা, সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতায় রূপ নেয়। তখন সমাজে অস্থিরতা ও অশান্তি দেখা দেয়। এক্ষেত্রে শ্রদ্ধা ও সহনশীলতাই পারে সাম্প্রদায়িকতা দূর করে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে।

আমরা হানাহানি চাই না। সাম্প্রদায়িকতা চাই না। আমরা চাই সম্প্রীতি, চাই ঐক্য, চাই শান্তি-শৃঙ্খলা। আর এজন্য দরকার পারস্পারিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা।

এ পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা কেবল বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই থাকতে হবে তা নয়। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, নারী ও পুরুষ, বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যেও চাই পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা। তা না হলে সমাজে শান্তি থাকবে না। মানুষ কষ্ট পাবে।

আমরা জানি, জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর বিরাজ করেন। তাই কাউকে কষ্ট দেওয়া মানে ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া। এ কারণে আমরা কাউকে কষ্ট দেব না। আমরা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হবো। সকল সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমন্ত্রণ জানাব। অন্যদের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলে আমরাও সানন্দে যোগদান করব। তাহলে আমরা সম্প্রীতির মধ্যে, শান্তির মধ্যে, আনন্দের মধ্যে সকলে মিলে-মিশে বসবাস করতে পারব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। শ্রদ্ধা কথাটির অর্থ _____ জানানো।
২। শ্রদ্ধা করা একটি নৈতিক _____।
৩। সহনশীলতা ধর্মের _____।
৪। বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের পরস্পরের প্রতি _____ হওয়া আবশ্যক।
৫। সমাজে _____ জন্য দরকার সহনশীলতা।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। শ্রদ্ধা ধর্মের	অপরিহার্য।
২। সহনশীলতা সমাজের জন্য	অশান্তির।
৩। সহনশীলতার অভাবে সৃষ্টি হয়	প্যাগোডা।
৪। বৌদ্ধরা মন্দিরকে বলে	তিতিক্ষা।
৫। সহনশীলতার অপর নাম	অঙ্গ।
	দয়া।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। শ্রদ্ধা মানে —

ক. দয়া করা　　খ. মায়া দেখানো
গ. সম্মান জানানো　　ঘ. করুণা করা

২। সহনশীলতা না থাকলে কী বিনষ্ট হয় ?

ক. শৃঙ্খলা　　খ. সরলতা
গ. মানবতা　　ঘ. সামাজিকতা

৩। উপাসনার জন্য খ্রিষ্টানেরা যায় —

ক. মন্দিরে　　খ. গির্জায়
গ. মঠে　　ঘ. মসজিদে

৪। সহনশীলতার প্রয়োজন কেন ?

ক. যশের জন্য　　খ. ধন-সম্পদের জন্য
গ. শিক্ষার জন্য　　ঘ. ঐক্যের জন্য

৫। সহনশীলতার মধ্য দিয়ে আসে —

ক. সম্প্রীতি　　খ. আনন্দ
গ. অশান্তির　　ঘ. ধন-সম্পদ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। শ্রদ্ধা ছাড়া কী অর্জন করা যায় না ?
২। সহনশীলতার অর্থ কী ?
৩। হিন্দুদের তিনটি প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম লেখ।
৪। সম্প্রীতি কাকে বলে ?
৫। সহনশীলতার অভাবে কী ক্ষতি হয় ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা কী ?
২। সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা কী ?
৩। সকল ধর্মের মানুষদের মধ্যে কীভাবে সম্প্রীতি গড়ে তোলা যায় ?
৪। সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল হওয়ার উপকারিতা কী ?
৫। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি সহনশীল হবো কেন ?

চতুর্থ অধ্যায়

শিরোনাম : শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা যে মানবিক গুণ, তা বর্ণনা করতে পারবে এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ সকলের প্রতি সহনশীল ও সহযোগিতামূলক আচরণ করতে পারবে।

শিখনফল

৪.১.১ শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪.১.২ মানবিক ও নৈতিক গুণ হিসেবে শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪.১.৩ বর্ণনা করতে পারবে যে পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে ধর্মমত ও বিশ্বাসের বিভিন্নতা রয়েছে।
৪.১.৪ বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রচলিত কয়েকটি ধর্মমতের নাম বলতে পারবে।
৪.১.৫ বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহের নাম বলতে পারবে।
৪.১.৬ সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪.১.৭ সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ আচরণে তা প্রকাশ করতে পারবে।
৪.১.৮ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সহনশীল আচরণ করার গুরুত্ব দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৪

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৩০ (শ্রদ্ধা ..... গুণের গুরুত্ব অপরিসীম।)

শিখনফল

৪.১.১ শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪.১.২ মানবিক ও নৈতিক গুণ হিসেবে শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ

- শ্রদ্ধা কাকে বলে তার উত্তর সম্বলিত চার্ট
- একজন শিশু গুরুজনকে প্রণাম করে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে- এমন চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক কুশল বিনিময়ের পর পঠন-পাঠনের পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, আমি শ্রেণিকক্ষে আসার পরমূহুর্তে তোমরা কি করলে? শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে উত্তর আসতে পারে, উঠে দাঁড়ালাম, নমস্কার জানালাম ইত্যাদি। শিক্ষক আবার বলবেন, এইযে উঠে দাঁড়ালে বা নমস্কার জানালে এটা একটা আচরণ। এই আচরণকে আমরা সুন্দর ভাষায় কী বলতে পারি? শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যে সঠিক উত্তর (শ্রদ্ধা) বলবে, তার কথার উপর জোর দিয়ে শিক্ষক বলবেন, তাহলে আজ আমরা 'শ্রদ্ধা' সম্বন্ধে

জানব।

তারপর শিক্ষক, শ্রদ্ধা কাকে বলে, তার উত্তর সম্বলিত চার্টটি বোর্ডে টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একজনকে বোর্ডের কাছে ডেকে নিয়ে চার্টটি পড়াবেন। পরে শিক্ষক চার্টের মর্মার্থ বুঝিয়ে দেবেন।

এরপর পুনরায় গুরুজনকে প্রণাম করে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে এমন চিত্র দেখিয়ে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে বলবেন। নির্দিষ্ট সময়ান্তে চার্টের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন যে, ভক্তিভরে নতজানু হয়ে প্রণাম করা অর্থ শ্রদ্ধা করা। শ্রদ্ধা শব্দটির অর্থ সম্মান জানানো, ভক্তি করা বা ভালোবাসা। অতঃপর শিক্ষক পাঠ ১-এর বিষয়বস্তু অনুসরণে এবং দৃষ্টান্ত সহযোগে শ্রদ্ধার ধারণাটি বুঝিয়ে দেবেন।

অতঃপর শিক্ষক সহনশীলতার ধারণা, ধর্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও সহনশীলতার গুরুত্ব পাঠ ১-অনুসরণে বুঝিয়ে বলবেন। পাঠদানের ফাঁকে ফাঁকে এবং শেষে প্রশ্ন করবেন, শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। উত্তর ভুল হলে তিনি সংশোধন করে দেবেন।

বাড়ির কাজ (একক)

শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে শ্রদ্ধা করা এবং সহনশীলতা সম্পর্কে দুইটা করে বাক্য লিখে আনতে বলবেন।

নমুনা প্রশ্ন
(ক) শ্রদ্ধা কথাটির অর্থ কী?
(খ) শ্রদ্ধা কথাটির আরেকটি অর্থ আছে– সেটি কী?
(গ) শ্রদ্ধা জানানো কিসের গুণ?
(ঘ) সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ঐক্য স্থাপনে 'শ্রদ্ধা' বিশেষ ভূমিকা রাখে – ব্যাখ্যা কর।

মূল্যায়ন

- শ্রেণিকক্ষে আলোচিত প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।
- বাড়ির কাজের মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৩০-৩১ [অনেক দেশ নিয়ে ..... অনুষ্ঠান পালন করেন (পরের ছকটিসহ)]

শিখনফল

৪.১.৩ বর্ণনা করতে পারবে যে পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে ধর্মমত ও বিশ্বাসের বিভিন্নতা রয়েছে।
৪.১.৪ বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রচলিত কয়েকটি ধর্মমতের নাম বলতে পারবে।
৪.১.৫ বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহের নাম বলতে পারবে।

উপকরণ

- গ্লোব
- পোস্টারে আঁকা বা মুদ্রিত পৃথিবীর মানচিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য 'গুরুজনকে প্রণাম করে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে' চিত্রটি টাঙিয়ে দিয়ে বলতে পারেন, চিত্রে যে দৃশ্যপট তোমরা দেখতে পাচ্ছো তাতে কী বোঝানো হয়েছে? শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই উত্তর দেবে - বয়ঃজ্যেষ্ঠ বা গুরুজনকে প্রণাম করা মানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। শ্রদ্ধা শব্দটির অর্থ সম্মান জানানো, ভক্তি করা বা ভালোবাসা। শ্রদ্ধা করা একটি নৈতিক গুণ, এটি ধর্মেরও অঙ্গ। শ্রদ্ধা না থাকলে জ্ঞানার্জন করা যায় না। শ্রদ্ধাবোধ একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে।

অতঃপর শিক্ষক টেবিলের উপর রাখা গ্লোব বা পৃথিবীর মানচিত্র শিশুদের হাতে দিয়ে বোর্ডে টাঙিয়ে দিয়ে ভালোভাবে দেখতে বলবেন। পরে সেখানে কী দেখতে পেল বা বুঝতে পারল সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। শিক্ষক বলবেন, গ্লোব বা মানচিত্র হচ্ছে পৃথিবীর মডেল ; এখানে জলভাগ ও স্থলভাগ দেখতে পাই। স্থলভাগের মধ্যে পৃথিবীতে অনেক দেশের নকশা বা মানচিত্র দেখা যায়। প্রতিটি দেশে অনেক মানুষের বসবাস। আর এই মানুষের রয়েছে তাদের নিজ নিজ ধর্ম বা মত। পৃথিবীর সব মানুষ এক। কিন্তু সকলের মত বা পথ এক নয়। ধর্মবিশ্বাস ও জীবনযাপন প্রণালি ভিন্ন ভিন্ন। মানুষ বিভিন্ন উপায়ে তাদের ধর্ম পালন করে। শিক্ষক এভাবে অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন ধর্মমতের, ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহের পরিচয় দেবেন।

একক কাজ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ছকটি পূরণ করতে দেবেন।

মূল্যায়ন

- শ্রেণিকক্ষে আলোচিত প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।
- বাড়ির কাজের মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৩১-৩২ (ধর্মীয় ও সামাজিক ..... শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা।)

শিখনফল

৪.১.৬ সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪.১.৭ সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ আচরণে তা প্রকাশ করতে পারবে।

উপকরণ

- পোস্টার কাগজে আঁকা বা মুদ্রিত উপাসনালয় মন্দির, বৌদ্ধ মঠ বা প্যাগোডা, গীর্জা এবং মসজিদের চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে এবং নমস্কার জানাবে শিক্ষকও প্রত্যুত্তর জানাবেন। এরপর শিক্ষক বলবেন, আমরা সামাজিক মানুষ; ধর্ম বিশ্বাস,

আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজ তথা সামাজিক প্রবাহকে বহমান করে রাখে। গত দুইটি ক্লাসে আমরা শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা সম্বন্ধে জেনেছি। ঠিক তারই আলোকে তোমাদের একটা উদাহরণ উপস্থাপন করে আজকের পাঠ শুরু করব। আমরা মানুষ, সমাজে চলতে গেলে, আমাদের কিছু রীতি-নীতি মেনে চলতে হয়। অনেক আচরণের অর্থগত দিক এক হলেও সমাজ ব্যবস্থায় তার কৌশলগত পার্থক্য আমরা লক্ষ করি। যেমন- কুশল বিনিময়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন কৌশলে কুশল বিনিময় করে থাকে। হিন্দুরা একে অপরের সাথে দেখা হলে হাত করজোড়ে রেখে 'নমস্কার' বলে থাকেন। বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরাও কুশল বিনিময়ের সময় হাত করজোড়ে 'নমস্কার' বলে থাকেন। অতঃপর শিক্ষক মন্দির, প্যাগোডা, গীর্জা এবং মসজিদের ছবি টাঙিয়ে কোনটি কিসের চিত্র তা শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা বলবে। এরপর শিক্ষক আবার বলবেন, ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান হলেও এই সব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এক, তা হলো উপাসনা। সকল ধর্মই সত্য। সকল ধর্মই বলে- 'সত্য কথা বলবে, সৎ পথে চলবে, চুরি করবে না, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করবে, স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস রাখবে।' এসব ধর্মীয় উপাসনালয় হলো, পরম পিতার কাছে আত্মনিবেদন এবং জগৎ ও জীবের মঙ্গল প্রার্থনা করার মহা-পীঠস্থান।

মূল্যায়ন

- মৌখিক ও লিখিতভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।
- বাড়ির কাজের মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ৪ পৃষ্ঠা ৩২ (এ পারস্পরিক শ্রদ্ধা ..... বসবাস করতে পারব।)

শিখনফল

৪.১.৮ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুসহ নারী-পুরুষ, জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি সহনশীল আচরণ করার গুরুত্ব দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ

- সামাজিক অনুষ্ঠানের চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষক গত দিনের পাঠ থেকে কয়েকজনকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নিতে পারেন। এরপর পাঠ ৪ অংশটুকু সুন্দরভাবে শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। পড়া শেষ হলে শিক্ষক বলতে পারেন, আমরা সমাজে সকলে মিলেমিশে বাস করি। এরই মধ্যে একধরনের সামাজিক মানুষ আমাদের সাথে বাস করে, যাদের আমরা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ বলে থাকি। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই থাকতে হবে তাই নয়, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, নারী ও পুরুষ, বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণি পেশার মানুষের মধ্যেও চাই পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা, তা না হলে সমাজে শান্তি থাকে না।

তিনি আরও বলবেন, জীবের মধ্যে ঈশ্বর আত্মারূপে বাস করেন। তাই কাউকে কষ্ট দেওয়া মানে ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া। আমরা কাউকে কষ্ট দেব না। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সকল শিশু, নারী, পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ

নির্বিশেষে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবো, সহনশীল হবো। সকলেই সকলের সামাজিক, ধর্মীয়, আচার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হবো, যোগ দেব, সম্প্রীতির মধ্যে থেকে মিলেমিশে বাস করব।

নমুনা প্রশ্ন

(ক) শ্রদ্ধা কাকে বলে?
(খ) সহনশীলতা কাকে বলে?
(গ) সমাজ জীবনে সহনশীলতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) সমাজে কাদের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলা হয়?

শূন্যস্থান পূরণ

(ক) শ্রদ্ধার আর একটি অর্থ .....।
(খ) সকলের মত পথ ..... নয়।
(গ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর প্রতি ..... হবো।

মূল্যায়ন

- শিক্ষক অনুশীলনীর প্রশ্নসমূহ এবং নিজে অনুরূপ প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করবেন এবং উত্তরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ত্যাগ ও উদারতা

ত্যাগ

সাধারণভাবে ত্যাগ বলতে কোনো কিছু ছেড়ে দেওয়া বা বর্জন করা বোঝায়। বিশেষভাবে ত্যাগ মানে নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ বা লাভের চিন্তা ও কর্ম থেকে বিরত থাকা। ত্যাগ একটি নৈতিক গুণ। কোনো-না-কোনোভাবে ত্যাগ না করলে সমাজ ও মানুষের মঙ্গল হয় না। ত্যাগী ব্যক্তি মানুষের ও দেশের মঙ্গলের জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করেন। এই যে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে বাস করছি, এই স্বাধীনতার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা। প্রাণ ত্যাগ সর্বোচ্চ ত্যাগ। প্রাণ ত্যাগ ছাড়াও আমরা নানাভাবে ত্যাগের পরিচয় দিতে পারি। অন্যের মঙ্গলের জন্য, সমাজের সকলের মঙ্গলের জন্য, সকলের ভালোর জন্য ত্যাগ স্বীকার করাও ধর্ম। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ত্যাগের মহিমার কথা খুবই গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে।

আমার জীবন থেকে ত্যাগের ঘটনার দুইটি উদাহরণ নিচের ছকে লিখি :

১।
২।

উদারতা

ত্যাগের মতো উদারতাও একটি নৈতিক গুণ। সকল মানুষকে সমান মনে করার নাম উদারতা। উদার ব্যক্তি কাউকে ছোট বা বড় মনে করেন না। তাঁর কাছে ধনী-গরিব, সবল-দুর্বল সকলেই সমান। উদার ব্যক্তির কাছে আপন-পরে কোনো ভেদ থাকে না। সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে তিনি আপন মনে করেন। তাই তো বলা হয়েছে— 'উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।' এর মানে হলো— উদার ব্যক্তির কাছে পৃথিবীর সকলেই আত্মীয়। মোটকথা উদারতা একটি নৈতিক গুণ এবং ধর্মের অঙ্গ।

ত্যাগ ও উদারতার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। উদার না হলে ত্যাগী হওয়া যায় না।

পুরাকালে একজন মুনি পরের জন্য নিজের প্রাণ ত্যাগ করে চরম উদারতার পরিচয় রেখে গেছেন। এখন আমরা সেই উপাখ্যানটি শুনব।

দধীচি মুনির ত্যাগ ও উদারতা

অনেক অনেক কাল আগের কথা। নৈমিষারণ্য নামে একটি বিখ্যাত তপোবন ছিল। সেখানে মুনি-ঋষিরা তপস্যা করতেন। শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে এসে শিক্ষা লাভ করত।

সেই নৈমিষারণ্যে দধীচি নামে এক মুনি বাস করতেন। কঠোর সাধনা করতেন তিনি। আর সকলের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করতেন।

সে সময় বৃত্র নামে এক অসুর খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তদুপরি দেবতা শিবকে কঠোর সাধনা দ্বারা সন্তুষ্ট করে তিনি একটি বর আদায় করে নেন। দেবতারা কারো প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হলে তাকে বর দেন। তা সে দেব, মানব, দানব– যেই হোক। বৃত্র শিবের কাছ থেকে যে বরটি পেয়েছিলেন তা হলো— দেবতা বা অসুরদের অস্ত্রের আঘাতে তাঁর মৃত্যু হবে না।

দেবগণসহ দেবরাজ ইন্দ্র ও দধীচি

শিবের বর পেয়ে বৃত্রাসুর আরও প্রবল হয়ে উঠলেন। তিনি দেবতাদের স্বর্গরাজ্য জয় করে নিলেন। সেখান থেকে দেবরাজ ইন্দ্রসহ সকল দেবতাকে তাড়িয়ে দিলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবতাদের নিয়ে গেলেন শিবের কাছে। শিব তখন তাঁদের বললেন, 'তোমরা বিষ্ণুলোকে যাও। সেখানে বিষ্ণু তোমাদের উপযুক্ত পরামর্শ দেবেন।'

শিবের কথা মতো দেবতারা গেলেন বিষ্ণুর কাছে। তাঁরা বিষ্ণুর স্তব করলেন। দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট হলেন বিষ্ণু। তিনি দেবতাদের বললেন, 'তোমরা নৈমিষারণ্যে দধীচি মুনির কাছে যাও। তাঁর উদারতায় তোমাদের মঙ্গল হবে।'

তখন বিষ্ণুর পরামর্শ অনুসারে দেবতাদের নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র নৈমিষারণ্যে দধীচি মুনির কাছে গেলেন।

স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র কার কার কাছে গিয়েছিলেন? ধারাবাহিকভাবে নামগুলো নিচের ছকে লিখি :

সব শুনে দধীচি মুনি বললেন, 'শিবের বরে বলীয়ান বৃত্রাসুরকে কোনো অস্ত্র দিয়ে বধ করা যাবে না। তাই অন্য উপায় বের করতে হবে।'

একটু ভেবে বললেন, 'আমি একটি উপায় বের করেছি।'

ইন্দ্র বললেন, 'কী উপায় মুনিবর?'

দধীচি বললেন, 'আমি দেহত্যাগ করব।'

'মুনিবর!' দেবতারা আঁতকে উঠলেন।

দধীচি বললেন, 'শুনুন দেবরাজ, এ নশ্বর দেহ তো একদিন বিনষ্ট হবেই। আপনাদের মঙ্গলের জন্য আজই না হয় তাকে ব্যবহার করি। আমি দেহত্যাগ করলে আমার হাড় দিয়ে অস্ত্র তৈরি করুন। তারপর তা দিয়ে বৃত্রাসুরকে বধ করুন। হাড় তো কোনো প্রচলিত অস্ত্র নয়।'

তারপর দধীচির দেহের হাড় দিয়ে দেবতাদের প্রকৌশলী বিশ্বকর্মা বজ্র তৈরি করলেন। ইন্দ্র সেই বজ্র দিয়ে বৃত্রাসুরকে বধ করলেন। পুনরুদ্ধার করলেন স্বর্গরাজ্য।

দধীচি মুনির এই ত্যাগ ও উদারতার কথা আজও অমর হয়ে আছে।

আমরাও মানুষ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য নানাভাবে ত্যাগ ও উদারতার পরিচয় দিতে পারি।

ধরা যাক, আমার একজন সহপাঠী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু। জন্ম থেকে তার একটি পায়ে সমস্যা। হাঁটতে-চলতে কষ্ট হয়। আমি রোজ তাকে সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে আসি এবং সঙ্গে করে নিয়ে যাই। এতে আমাকে একটু আগে বাড়ি থেকে রওনা হতে হয়। এই যে বাড়ি থেকে আগে রওনা হই, এর মধ্য দিয়ে ত্যাগ প্রকাশ পায় আর সহপাঠীকে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ পায়, তারই নাম উদারতা।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ত্যাগ একটি _____ গুণ।
২। ত্যাগ _____ অঙ্গ।
৩। উদারতাও একটি নৈতিক _____।
৪। _____ মুনি ত্যাগ ও উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন।
৫। আমরা নানাভাবে _____ পরিচয় দিতে পারি।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ত্যাগী ব্যক্তি	পৃথিবী।
২। বসুধা মানে	এক।
৩। পৃথিবীর সকল মানুষ	রাজ্য।
৪। দধীচি মুনি ত্যাগ করেছিলেন	ধার্মিক।
৫। ত্যাগ ও উদারতা একটি	প্রাণ।
	নৈতিক গুণ।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। মুক্তিযোদ্ধারা ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন —

ক. দেশের জন্য
খ. যশের জন্য
গ. টাকার জন্য
ঘ. স্বর্গের জন্য

২। উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন —

ক. বৃত্র　　খ. ইন্দ্র
গ. চন্দ্র　　ঘ. দধীচি

৩। কে বৃত্রাসুরকে বর দিয়েছিলেন ?

ক. শিব　　খ. বিষ্ণু
গ. ইন্দ্র　　ঘ. দুর্গা

৪। আমরা উদার হবো কেন ?

ক. লোকে ভালো বলবে　　খ. অনেক টাকা পাব
গ. সমাজের মঙ্গল হবে　　ঘ. নিজের আনন্দের জন্য

৫। দধীচির হাড় দিয়ে কী বানানো হয়েছিল ?

ক. ধনুক　　খ. বজ্র
গ. বর্শা　　ঘ. খড়গ

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। ত্যাগী কে ?
২। উদারতা বলতে কী বোঝায় ?
৩। দেবরাজ ইন্দ্র কেন শিবের কাছে গিয়েছিলেন ?
৪। পৃথিবীর সবাই কার আত্মীয় হয়ে যায় ?
৫। দধীচির আত্মত্যাগে কিসের পরিচয় পাওয়া যায় ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। ত্যাগ কাকে বলে ? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখ।
২। 'উদারতা ধর্মের অঙ্গ'— উদাহরণসহ এ কথাটি ব্যাখ্যা কর।
৩। দেবতারা স্বর্গরাজ্য হারিয়েছিলেন কেন ?
৪। দেবতারা কীভাবে বৃত্রাসুরের কাছ থেকে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করেছিলেন ?
৫। দধীচি মুনি কীভাবে দেবতাদের সাহায্য করেছিলেন ?

পঞ্চম অধ্যায়

শিরোনাম : ত্যাগ ও উদারতা

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ ত্যাগ ও উদারতার ধারণা ও গুরুত্ব দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করতে এবং নিজ আচরণে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারবে।

শিখনফল

৫.১.১ ত্যাগ ও উদারতা কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫.১.২ ত্যাগ ও উদারতা যে ধর্মের অঙ্গ এবং সৎ ও ধার্মিক মানুষের নৈতিক গুণ, তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫.১.৩ ত্যাগ ও উদারতা সম্পর্কে কোনো উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারবে।
৫.১.৪ নিজ আচরণে ত্যাগ ও উদারতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৪

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৩৫ [সাধারণভাবে ত্যাগ ---------- বলা হয়েছে (ছক পর্যন্ত)]

শিখনফল

৫.১.১ ত্যাগ ও উদারতা কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫.১.২ ত্যাগ ও উদারতা যে ধর্মের অঙ্গ এবং সৎ ও ধার্মিক মানুষের নৈতিক গুণ, তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ

- ত্যাগের সংজ্ঞার চার্ট
- একজন আত্মত্যাগী মুক্তিযোদ্ধার ছবি

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন। এরপর বলবেন, কোনো গরীব মানুষকে কোনো কিছু নিঃস্বার্থভাবে দেওয়া হলো; এই দেওয়াকে আমরা কী বলতে পারি? উত্তরে শিক্ষার্থীরা বলতে পারে, দিয়ে দেওয়া, দান করা, ত্যাগ করা, ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি। যে শিক্ষার্থী 'ত্যাগ করা' শব্দটি বলতে পেরেছে তার কথাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষক কয়েকবার শব্দটি উচ্চারণ করবেন এবং পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন 'ত্যাগ'। এবার শিক্ষক ত্যাগের সংজ্ঞা সম্বলিত চার্টটি বোর্ডে ঝুলিয়ে দিয়ে তা একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পাঠ করাবেন। অতঃপর এ অধ্যায়ের প্রথম পাঠটি কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীদের পড়া শেষ হলে শিক্ষক বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন। বোঝানোর সাথে সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা শেষ করতে পারেন।

বাড়ির কাজ

● বাড়ি থেকে ত্যাগের ঘটনার দুইটা করে উদাহরণ লিখে আনবে।

নমুনা প্রশ্ন

১। (ক) ত্যাগ বলতে আমরা কী বুঝি?
(খ) ত্যাগী কাকে বলে?
(গ) সর্বোচ্চ ত্যাগ কী?

২। শূন্যস্থান পূরণ

(ক) -------- একটি নৈতিক গুণ।
(খ) প্রাণত্যাগ ---------- ত্যাগ।
(গ) সকলের ভালোর জন্য ---------- করাও ধর্ম।

মূল্যায়ন

● মৌখিক ও লিখিতভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৩৫ (ত্যাগের মতো ---------- উপ্যাখ্যানটি শুনব।)

শিখনফল

৫.১.১ ত্যাগ ও উদারতা কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫.১.২ ত্যাগ ও উদারতা যে ধর্মের অঙ্গ এবং সৎ ও ধার্মিক মানুষের নৈতিক গুণ, তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ

● উদারতার সংজ্ঞার চার্ট

শিখন শেখানো কার্যাবলি

যথারীতি কুশল বিনিময়ের পর পাঠ ১-এর বিষয়বস্তু স্মরণ করতে বলবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কিছু প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। ভুল হলে পারগ শিক্ষার্থী দিয়ে বা শিক্ষক নিজে সংশোধন করে দেবেন। অতঃপর শিক্ষক বলতে পারেন, আমরা গত ক্লাসে ত্যাগ সম্বন্ধে জেনেছি। আজকের ক্লাসে ত্যাগের মতো একটা নৈতিক গুণ 'উদারতা' সম্পর্কে আলোচনা করব :

এরপর শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু চমৎকারভাবে সংক্ষেপে উপস্থাপন করবেন। সকল মানুষকে সমান মনে করার নাম উদারতা। যিনি ছোট-বড়, ধনী-গরীব, সবল-দুর্বল এবং সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে আপন মনে করেন তিনিই উদার ব্যক্তি। উদার ব্যক্তির কাছে সবাই সমান, তার কাছে আপন পরের কোনো ভেদাভেদ নেই। সুতরাং বলা যায় উদারতা একটি নৈতিক গুণ এবং ধর্মের অঙ্গ।

এরপর শিক্ষক বলবেন, পরবর্তী ক্লাসে পুরাকালে একজন মুনি পরের জন্য নিজের প্রাণ ত্যাগ করে যে চরম উদারতার পরিচয় রেখে গেছেন। আমরা সেই উপাখ্যানটি শুনব এবং সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করব।

পাঠদান শেষে শূন্যস্থান পূরণ, বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, এক কথায় উত্তর– এমন প্রশ্ন করতে পারেন।

মূল্যায়ন

- শ্রেণিকক্ষে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।
- বাড়ির কাজের মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭ (অনেক অনেক কাল -------- নিচের ছকে লিখি।)

শিখনফল

৫.১.৩ ত্যাগ ও উদারতা সম্পর্কে কোনো উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত দেবগণসহ দেবরাজ ইন্দ্র ও দধীচি মুনির চিত্র (পৃষ্ঠা ৩৬)
- পোস্টারে আঁকা বা মুদ্রিত বড় আকারের দেবগণসহ দেবরাজ ইন্দ্র ও দধীচি মুনির চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন। তারপর বলবেন, গতদিন আমি বলেছিলাম পুরাকালে একজন মুনি-ঋষি পরের জন্য নিজের প্রাণ ত্যাগ করে চরম উদারতার পরিচয় রেখে গেছেন এবং ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন, তাঁর সম্পর্কে বলতে চেয়েছিলাম। আজ সেই উপাখ্যানটি সম্পর্কে জানব।

শিক্ষক পোস্টার পেপারে বড় করে আঁকা, দেবগণসহ দেবরাজ ইন্দ্র ও দধীচি মুনির চিত্রটি বোর্ডে টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের কয়েক মিনিট দেখতে বলবেন। পরে ছবির বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কয়েকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন। এরপর শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করবেন। এরপর শিক্ষার্থীরা পাঠ কতটুকু আত্মস্থ করল তা যাচাইয়ের জন্য ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের সহয়তায় অগ্রসর হবেন।

একক কাজ

পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ছকটি (পৃষ্ঠা ৩৭) পূরণ করতে বলবেন।

মূল্যায়ন

- পাঠশেষে মৌখিক ও লিখিত নৈর্ব্যক্তিক, মিলকরণ এবং ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ৪ পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮ ('সব শুনে' থেকে শেষ পর্যন্ত)

শিখনফল

৫.১.৩ ত্যাগ ও উদারতা সম্পর্কে কোনো উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারবে।
৫.১.৪ নিজ আচরণে ত্যাগ ও উদারতার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তক প্রদত্ত দেবগণসহ দেবরাজ ইন্দ্র ও দধীচি মুনির চিত্র (পৃষ্ঠা ৩৬)

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন এবং বলবেন, গতদিন তোমাদের দধীচি মুনির আত্মত্যাগ ও উদারতার কাহিনীর প্রথমাংশ শুনিয়েছিলাম, আজ এই কাহিনীর শেষাংশ তোমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। এভাবে শুরু করে পাঠ্যপুস্তক অনুসারে পাঠ ৪-এর বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় করে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করবেন। মাঝে মাঝে বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে।

নমুনা প্রশ্ন

(ক) বৃত্রাসুর কার বলে বলীয়ান হয়ে উঠলেন?
(খ) কীভাবে অস্ত্র তৈরি করা হলো?
(গ) দধীচির উদারতা প্রকাশ কিসের পরিচয় বহন করে?

শূন্যস্থান পূরণ

(ক) দধীচি মুনি বললেন "আমি ---------- করব"।
(খ) আমার হাড় দিয়ে ---------- করুন।
(গ) দেবতার প্রকৌশলী ---------- বজ্র তৈরি করলেন।
(ঘ) ---------- করলেন স্বর্গরাজ্য।

মূল্যায়ন

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত অনুশীলনীর প্রশ্ন (পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯) এবং শিক্ষক প্রণীত প্রশ্নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রতিজ্ঞারক্ষা ও গুরুজনে ভক্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতিজ্ঞারক্ষা

প্রতিজ্ঞা শব্দটির অর্থ কথা দেওয়া। শপথ করা। প্রতিজ্ঞা করলে তা রক্ষা করা কর্তব্য। কারণ প্রতিজ্ঞারক্ষা ধর্মের একটি অঙ্গ। এটি একটি মহৎ গুণ। যাঁরা ভালো মানুষ বা ধার্মিক, তাঁরা সর্বদা প্রতিজ্ঞারক্ষা করে চলেন। তাঁরা কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। নিজের ক্ষতি হলেও না। তাই আমরাও প্রতিজ্ঞারক্ষা করে ধর্মপালন করব। নিম্নে প্রতিজ্ঞারক্ষার একটি গল্প বলছি।

রাজার প্রতিজ্ঞারক্ষা

এক দেশে ছিলেন এক রাজা। তিনি একদিন বিকেলে তার প্রাসাদে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় দেখলেন— এক লোক কাঁদতে কাঁদতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। মাথায় একটা ঝুড়ি।

রাজা এক কর্মচারীকে দিয়ে তাকে ডাকালেন। লোকটি এলো। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'মহারাজ, আমি এক ঝুড়ি কাঁচা পেঁপে এনেছিলাম আপনার বাজারে। কিন্তু কেউ কিনল না। তাই পরিবার নিয়ে আজ আমাকে না খেয়ে থাকতে হবে।'

রাজা ভাবলেন, 'তাই তো! পেঁপে বিক্রি করে সেই টাকায় এ চাল-ডাল কিনত। পরিবার নিয়ে খেত। এখন কী হবে?'

রাজা কিছুক্ষণ ভাবলেন, কী করা যায়? তারপর কর্মচারীকে বললেন, 'ওর সব পেঁপে কিনে রেখে রাজকোষ থেকে টাকা দিয়ে দিতে বলো।' কর্মচারী তা-ই করল। লোকটি রাজাকে ধন্যবাদ দিয়ে চাল-ডাল কিনে মনের আনন্দে বাড়ি গেল।

এরপর রাজা ভাবলেন, 'এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান কী?' কেউ যদি বাজারে তার জিনিস বিক্রি করতে না পারে, তাহলে তার চলবে কী করে? অনেক ভেবে রাজা পরের দিন ঘোষণা দিলেন, 'আজ থেকে আমার বাজারে বিক্রির জন্য আনা কোনো জিনিস অবিক্রীত থাকবে না। কেউ না কিনলে আমি কিনে নেব।'

এরপর থেকে বাজারে অনেক লোকজন আসতে লাগল। দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসত। যা অবিক্রীত থাকত তা রাজা কিনে নিতেন।

রাজা, ধর্মদেব এবং অন্যান্য দেব-দেবী

একদিন এক কুম্ভকার এলেন একটা অলক্ষ্মীর মূর্তি নিয়ে। কিন্তু এ মূর্তি কেউ কিনল না। কারণ অলক্ষ্মী ঘরে নিলে সেখানে লক্ষ্মী থাকেন না। তাতে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়। শেষে কুম্ভকার এলেন রাজার কাছে। রাজা অলক্ষ্মীর মূর্তিটি কিনে ঘরে যত্ন করে রেখে দিলেন। মন্ত্রীসহ সকলেই এতে বাধা দিলেন। কিন্তু তিনি শুনলেন না।

এদিকে অলক্ষ্মীর মূর্তি থাকায় লক্ষ্মী দেবী রাজবাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। একে একে কার্ত্তিক, গণেশ, সরস্বতী সব দেবতাই চলে গেলেন। তাঁদের দেখাদেখি ধর্মদেবও যেতে লাগলেন। তখন রাজা তাঁকে বললেন, 'ধর্মদেব, আপনি যাচ্ছেন কেন?'

ধর্মদেব বললেন, 'মহারাজ, সব দেবতা চলে গেলে আমি থাকি কী করে?'

রাজা বললেন, 'ধর্মদেব, আমি তো অন্যায় কিছু করি নি। আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করেছি। প্রতিজ্ঞা পালন করা ধর্মের কাজ। তাই আমি অলক্ষ্মীর মূর্তি ক্রয় করেছি। আমি ধর্মের কাজ করেছি। সুতরাং অন্য সবাই গেলেও আপনি তো যেতে পারেন না।'

রাজার কথায় ধর্মদেব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি আর গেলেন না। তিনি তাঁর জায়গায় থাকলেন। তখন অন্যসব দেব-দেবীও ফিরে এলেন। এভাবে প্রতিজ্ঞারক্ষা করে রাজা ধর্ম পালন করলেন।

'রাজার প্রতিজ্ঞারক্ষা' গল্পটির তিনটি চরিত্রের নাম নিচের ছকে লিখি :
১।
২।
৩।

'রাজার প্রতিজ্ঞারক্ষা' গল্প থেকে আমরা এই নীতি শিক্ষা পাই যে, প্রতিজ্ঞারক্ষা করা ধর্মের অঙ্গ। নিজের ক্ষতি হলেও প্রতিজ্ঞারক্ষা করতে হবে। আর যিনি অন্তর দিয়ে প্রতিজ্ঞারক্ষা করেন, দেবতারাও তাঁর সহায় হন। অন্যদিকে প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করা রাজার কর্তব্য। কোনো প্রজা কষ্টে থাকলে তাতে রাজারই বদনাম হয়। এই নীতিশিক্ষাগুলো আমরা সবসময় মনে রাখব এবং আমাদের জীবনে প্রয়োগ করব। আর সবসময় প্রতিজ্ঞারক্ষা করে চলব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। প্রতিজ্ঞারক্ষা ———— একটি অঙ্গ।
২। ধার্মিক ব্যক্তি সর্বদা ———— রক্ষা করেন।
৩। কুম্ভকার একটি ————মূর্তি নিয়ে এলেন।
৪। ————পালন করা ধর্মের কাজ।
৫। প্রজাদের ————কথা চিন্তা করা রাজার কর্তব্য।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। প্রতিজ্ঞা শব্দটির অর্থ	ধর্মের একটি অঙ্গ।
২। প্রতিজ্ঞারক্ষা	ধার্মিক হওয়া যায়।
৩। প্রতিজ্ঞারক্ষা করলে	রাজার বদনাম হয়।
৪। ধার্মিক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা	ভঙ্গ করেন না।
৫। প্রজারা কষ্টে থাকলে	কথা দেওয়া।
	রাজার সম্মান বাড়ে।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। প্রতিজ্ঞা শব্দের অর্থ কী?

ক. স্মরণ করা　　খ. ভঙ্গ করা
গ. রক্ষা করা　　ঘ. শপথ করা

২। লোকটি কী নিয়ে বাজারে এসেছিল?

ক. পেঁপে　　খ. কলা
গ. আম　　ঘ. বেগুন

৩। কুম্ভকার কী নিয়ে বাজারে এসেছিল?

ক. গণেশের মূর্তি　　খ. অলক্ষ্মীর মূর্তি
গ. লক্ষ্মীর মূর্তি　　ঘ. কালীর মূর্তি

৪। বাজারে অবিক্রীত মালামাল কে ক্রয় করতেন?

ক. জমিদার খ. প্রজা
গ. রাজা ঘ. মন্ত্রী

৫। রাজা কী রক্ষা করেছিলেন?

ক. প্রতিজ্ঞা খ. চরিত্র
গ. সম্মান ঘ. রাজ্য

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। প্রতিজ্ঞা বলতে কী বোঝায়?
২। কারা সর্বদা প্রতিজ্ঞারক্ষা করে চলেন?
৩। বাজারে অবিক্রীত মালামাল কে এবং কেন ক্রয় করেন?
৫। দেবতারা রাজার বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন কেন?
৬। ধর্মদেব রাজার কথায় সন্তুষ্ট হলেন কেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। প্রতিজ্ঞারক্ষা করলে কী হয় তা বুঝিয়ে লেখ।
২। লোকটি কাঁদছিল কেন? রাজা তার জন্য কী করলেন?
৩। প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য রাজা কী করেছিলেন?
৪। লক্ষ্মী দেবীসহ অন্যান্য দেব-দেবী রাজার বাড়ি ফিরে এসেছিলেন কেন?
৫। 'রাজার প্রতিজ্ঞারক্ষা' গল্প থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?
৬। 'রাজার প্রতিজ্ঞারক্ষা' গল্প অবলম্বনে রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিরোনাম : প্রতিজ্ঞারক্ষা ও গুরুজনে ভক্তি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৬.১ প্রতিজ্ঞারক্ষা ও গুরুজনে ভক্তির ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কে দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং নিজ আচরণে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিরোনাম : প্রতিজ্ঞারক্ষা

শিখনফল

৬.১.১ প্রতিজ্ঞারক্ষা কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬.১.২ প্রতিজ্ঞারক্ষার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬.১.৩ প্রতিজ্ঞারক্ষা সম্পর্কে কোনো ঘটনা, গল্প বা উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারবে।
৬.১.৪ নিজ আচরণে প্রতিজ্ঞারক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ০৪

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৪০ (প্রতিজ্ঞা শব্দটির .....আনন্দে বাড়ি গেল।)

শিখনফল

৬.১.১ প্রতিজ্ঞারক্ষা কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬.১.২ প্রতিজ্ঞারক্ষার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ

- প্রতিজ্ঞা কাকে বলে তার উত্তর সম্বলিত চার্ট
- প্রতিজ্ঞারক্ষা কাকে বলে তার উত্তর সম্বলিত চার্ট
- একজন শিশু গুরুজনকে প্রণাম করে প্রতিজ্ঞারক্ষা করছে এমন চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন তারপর জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা যখন কাউকে কথা দিয়ে থাক তাকে কী বলে? শিক্ষার্থীরা বলবে শপথ বা প্রতিজ্ঞা। শিক্ষক আবার জিজ্ঞাসা করবেন, এই যে কথা দিয়ে কথামত কাজ করা, একে কী বলে? শিক্ষার্থীরা বলবে, কথা রাখা বা শপথরক্ষা করা বা প্রতিজ্ঞারক্ষা করা। যে শিক্ষার্থী 'প্রতিজ্ঞারক্ষা' শব্দটি বলতে পেরেছে তার কথাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষক

কয়েকবার শব্দটি উচ্চারণ করবেন এবং পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেবেন 'প্রতিজ্ঞারক্ষা'। এবার শিক্ষক 'প্রতিজ্ঞা' এবং 'প্রতিজ্ঞারক্ষা' সংজ্ঞা সম্বলিত চার্টদুইটি বোর্ডে ঝুলিয়ে দিয়ে তা একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পাঠ করাবেন। তিনি বলবেন প্রতিজ্ঞারক্ষা করলে ধর্ম রক্ষা করা হয়। সুতরাং প্রতিজ্ঞারক্ষা করা ধর্মের একটি অঙ্গ। এরপর পাঠ ১-এ প্রদত্ত রাজার প্রতিজ্ঞারক্ষা করা অংশটি শিক্ষার্থীদের বলবেন এবং ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। তাদের ভুল হলে শিক্ষক সংশোধন করে দেবেন। সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে পাঠদান শেষ করবেন।

বাড়ির কাজ :

বাড়ি থেকে প্রতিজ্ঞারক্ষার একটি ঘটনা লিখে আনবে।

নমুনা প্রশ্ন

১। (ক) প্রতিজ্ঞারক্ষা বলতে আমরা কী বুঝি?
(খ) প্রতিজ্ঞারক্ষাকারীকে সবাই কী করে?

২। শূন্যস্থান পূরণ

(ক) -------- একটি নৈতিক গুণ।
(খ) ---------- করা ধর্ম।

মূল্যায়ন

- মৌখিক ও লিখিতভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৪১-৪২ (এরপর রাজা ভাবলেন ..... তিনি শুনলেন না।)

শিখনফল

৬.১.৩ প্রতিজ্ঞারক্ষা সম্পর্কে কোনো ঘটনা, গল্প বা উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত চিত্র (পৃষ্ঠা ৪১)
- পোস্টারে আঁকা বা মুদ্রিত বড় আকারের পাঠ সংশ্লিষ্ট কোনো চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন। তারপর বলবেন, গতদিন পাঠশেষে আমরা একজন রাজা ও একজন পেঁপে বিক্রেতার কাহিনী শুরু করেছিলাম, আজ আমরা সেই কাহিনীটির অবশিষ্ট অংশ বলব।

শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত চিত্র (পৃষ্ঠা ৪১) এবং পোস্টার পেপারে বড় করে আঁকা পাঠ সংশ্লিষ্ট চিত্রটি বোর্ডে টাঙিয়ে দিয়ে শিশুদের কয়েক মিনিট দেখতে বলবেন। পরে ছবির বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কয়েকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন। এরপর শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীরা পাঠ কতটুকু আত্মস্থ করতে পারলো তা যাচাইয়ের জন্য ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের সহয়তায় অগ্রসর হবেন।

নমুনা প্রশ্ন

(ক) রাজা সব পেঁপে কিনলেন কেন?
(খ) কিসের মূর্তি থাকলে ঘরে অমঙ্গল হয়?

বাড়ির কাজ

● রাজা বিক্রেতাদের কাছ থেকে অবিক্রিত দ্রব্যগুলো কিনে নিতেন কেন?

মূল্যায়ন

● পাঠ ৪-এ প্রদত্ত বিষয় অবলম্বনে নতুন প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ৩ ও ৪ পৃষ্ঠা ৪২-৪৪ ('এদিকে অলক্ষ্মীর মূর্তি' থেকে শেষ পর্যন্ত।)

শিখনফল

৬.১.৩ প্রতিজ্ঞারক্ষা সম্পর্কে কোনো ঘটনা, গল্প বা উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারবে।
৬.১.৪ নিজ আচরণে প্রতিজ্ঞারক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারবে।

উপকরণ

● পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত চিত্র (পৃষ্ঠা ৪১)
● পাঠ সংশ্লিষ্ট গল্পের চরিত্রগুলোর চার্ট

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক কুশল বিনিময়ের পর গত ক্লাসে আলোচিত বিষয়বস্তু দুই একজন শিক্ষার্থীকে বলতে বলবেন। পরে শিক্ষক নিজে গল্পের শেষাংশ ধারাবাহিকভাবে বলবেন। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলবেন। অতঃপর শিক্ষকের বলা শেষ হলে পাঠ ৩-এর অংশ থেকে কয়েকজনকে ধারাবাহিকভাবে পড়তে বলবেন। পড়া শেষ হলে শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করবেন। তারপর শিখনফলের দিকে খেয়াল রেখে শিক্ষার্থীরা কতটুকু অর্জন করতে পারল তা যাচাই করবেন। পাঠ চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন তারা এই গল্প থেকে কি শিক্ষা পেল? তাদের উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষক জানাবেন কীভাবে প্রতিজ্ঞারক্ষা করা যায়।

বাড়ির কাজ

- মহারাজার প্রতিজ্ঞারক্ষার কাহিনী থেকে যে শিক্ষা পেয়েছে তা লিখে আনতে বলবেন।

মূল্যায়ন

- ছক পূরণের শুদ্ধতা যাচাই করবেন।
- প্রশ্নের প্রদত্ত উত্তরের মূল্যায়ন করবেন।
- অনুশীলনীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুরুজনে ভক্তি

'গুরু' শব্দের সাধারণ অর্থ যিনি সম্মানে ও বয়সে বড়। অর্থাৎ, যাঁরা আমাদের চেয়ে বয়সে বড়, তাঁরাই আমাদের গুরুজন। শাস্ত্র অনুসারে যিনি জ্ঞান দান করেন তিনিই গুরু। আমাদের অনেক গুরুজন আছেন। তবে পাঁচজন হচ্ছেন বিশেষ গুরু। তাঁদের একসঙ্গে বলা হয় পঞ্চগুরু। তাঁরা হলেন— পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শিক্ষক ও দীক্ষাদাতা। এঁদের মধ্যে আবার মহাগুরু হলেন দুইজন— পিতা ও মাতা।

গুরুজনেরা সবসময় আমাদের মঙ্গল কামনা করেন। আমাদের সৎপথে চলার উপদেশ দেন। ধর্মপথে নিয়ে যান।

আমাদের জীবনে গুরুর প্রয়োজন অনেক। শাস্ত্রে পিতা-মাতার স্থান অনেক উঁচুতে। পিতাকে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে— 'পিতা স্বর্গঃ'। আর মাতাকে বলা হয়েছে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ— 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'। মায়ের সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। তিনি আমাদের জন্ম দেন। লালন-পালন করেন। পিতাও আমাদের লালন-পালন করেন। উভয়েই আমাদের মঙ্গল কামনা করেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও আমাদের গুরুজন। পিতার অবর্তমানে তিনিই আমাদের লালন-পালন করেন। আমাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। তাই তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে। তাঁর উপদেশ মেনে চলতে হবে।

শিক্ষক আমাদের জ্ঞানের আলো দেন। কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ তা তিনি বোঝান। তাঁর শিক্ষায় আমাদের জীবন সুন্দর হয়। তিনি আমাদের মঙ্গল কামনা করেন। তাঁর উপদেশ আমরা মেনে চলব এবং তাঁকে শ্রদ্ধা করব।

দীক্ষাদাতা আমাদের মন্ত্র দান করেন। ধর্মশিক্ষা দেন। কোনটি ধর্ম, কোনটি অধর্ম তা বুঝিয়ে দেন। অধর্ম থেকে আমাদের ধর্মের পথে নিয়ে যান। তিনি ঈশ্বর লাভের পথ দেখান।

পঞ্চগুরু আমাদের শুভ কামনা করেন। তাই তাঁদেরকে আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। এতে তাঁরা আমাদের আশীর্বাদ করবেন। তাঁদের আশীর্বাদে আমাদের মঙ্গল হবে। এখানে আরুণির গুরুভক্তির কাহিনীটি বলছি।

আরুণির গুরুভক্তি

অনেক কাল আগের কথা। তখন ছাত্ররা গুরুগৃহে থেকে লেখাপড়া করত। সেই সময় ধৌম্য নামে একজন আচার্য বা শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ছিল তিনজন শিষ্য বা ছাত্র — আরুণি, উপমন্যু এবং বেদ।

একদিন খুব বৃষ্টি হয়েছে। গুরু আরুণিকে ডেকে বললেন, 'জমি থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। তুমি গিয়ে জমির আল বেঁধে এসো।' গুরুর আদেশে আরুণি চলে গেল জমির আল বাঁধতে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও জল আটকাতে পারছিল না। আরুণি অন্য কোনো উপায়ও খুঁজে পেল না। শেষে নিজেই ভাঙা আলের উপর শুয়ে পড়ল। জল বেরিয়ে যাওয়া

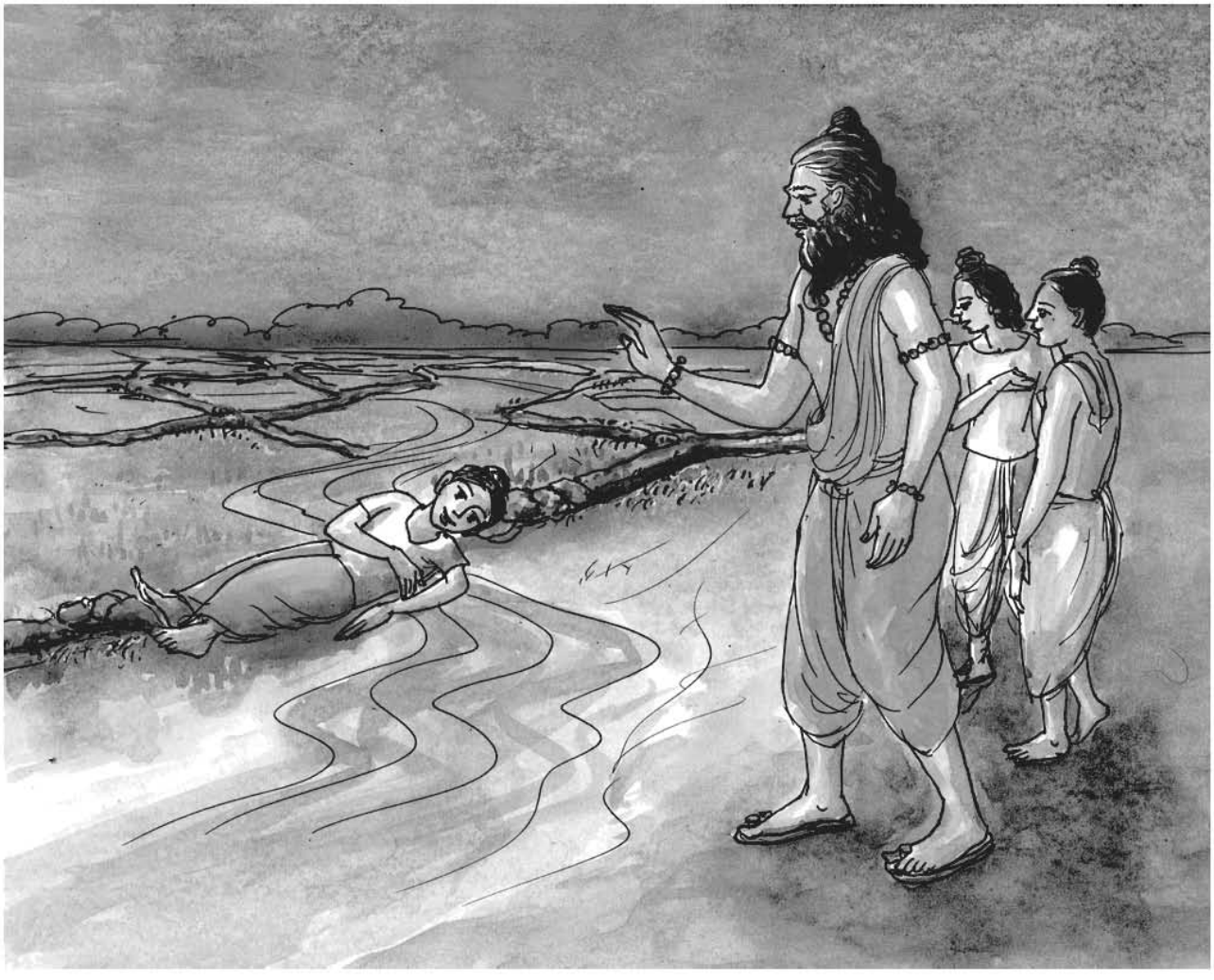

জমির আলরুদ্ধনে আরুণি

বন্ধ হলো। এদিকে সূর্য ডুবে গেছে। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। কিন্তু আরুণি ফিরছে না। গুরু ধৌম্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি আরুণির খোঁজে বের হলেন। সঙ্গে গেল দুই শিষ্য। উপমন্যু ও বেদ।

গুরু জমির কাছে গেলেন। উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়ে বললেন, 'বৎস আরুণি, তুমি কোথায়?' গুরুর ডাক শুনে আরুণি বলল, 'গুরুদেব, আমি এখানে। জমির আলে শুয়ে আছি।' গুরু বললেন, 'উঠে এসো।' আরুণি গুরুর কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করল। তারপর সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। আরুণির কথা শুনে গুরু খুব খুশি হলেন। তিনি তাকে গুরুভক্তির জন্য আশীর্বাদ করলেন। বললেন, 'তোমার সমস্ত বিদ্যা অর্জিত হবে। এবার তুমি দেশে ফিরে যাও। আর তুমি জমির আল থেকে উঠে এসেছ। তাই তোমার নতুন নাম হবে উদ্দালক।' গুরুর আশীর্বাদ পেয়ে আরুণি নিজের দেশ পঞ্চালে ফিরে গেল।

'আরুণির গুরুভক্তি' গল্প থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, গুরুজনকে ভক্তি করতে হবে। তাঁদের আদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতে হবে। ভক্তি ছাড়া জীবনে সফল হওয়া যায় না। ভক্তিভরে যে-কোনো কাজ করলে তাতে সফল হওয়া যায়। আর যথার্থ ভক্তি করলে গুরুজনেরাও খুশি হন। তখন তাঁরা প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন। তাতে শিষ্যের মঙ্গল হয়।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। পাঁচজন গুরুর নাম	
২। আরুণির গুরু	
৩। মাতা স্বর্গের চেয়েও	

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। সকলের জীবনে _____ প্রয়োজন অনেক।
২। _____ পিতা–মাতার স্থান অনেক উঁচুতে।
৩। জননী জন্মভূমিশ্চ _____ গরীয়সী।
৪। শিক্ষক আমাদের _____ আলো দেন।
৫। _____ ঈশ্বর লাভের পথ দেখান।
৬। পঞ্চগুরু আমাদের _____ কামনা করেন।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। গুরু আমাদের	পাঁচজন।
২। বিশেষ গুরু	মহাগুরু।
৩। ভক্তি ছাড়া জীবনে	উদ্দালক।
৪। আরুণির নতুন নাম হলো	মঙ্গল করেন।
৫। পিতা ও মাতা হলেন	সফলতা আসে না।
	উপমন্যু।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। 'গুরু' শব্দের সাধারণ অর্থ কী?

ক. যিনি বয়সে বড় খ. যিনি বয়সে সমান
গ. যিনি বয়সে ছোট ঘ. যিনি রাজা

২। মহাগুরু কে?

ক. শিক্ষক খ. পিতা
গ. রাজা ঘ. জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

৩। ভক্তি করলে কী হয়?

ক. সফল হওয়া যায় খ. সম্মান পাওয়া যায়
গ. জীবন সুন্দর হয় ঘ. আনন্দ পাওয়া যায়

৪। আচার্য ধৌম্যের কয়জন শিষ্য ছিল?

ক. ১ জন খ. ২ জন
গ. ৩ জন ঘ. ৪ জন

৫। গুরুর আদেশে জমির আল বেঁধেছিল কে?

ক. উপমন্যু খ. বেদ
গ. প্রহ্লাদ ঘ. আরুণি

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। গুরু কে?
২। গুরুজন আমাদের জন্য কী করেন?
৩। শাস্ত্রে পিতা-মাতাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
৪। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি আমাদের কর্তব্য কী?
৫। ধৌম্য কে ছিলেন ? তাঁর কয়জন শিষ্য ছিল ? তাদের নাম লেখ।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। পঞ্চগুরু বলতে কাদের বোঝায়?
২। শিক্ষক আমাদের কী করেন?
৩। গুরুভক্তির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
৪। গুরুর আদেশ পালনের জন্য আরুণি কী করেছিল?
৫। উদ্দালক কে? তার এরূপ নামকরণের কারণ কী?
৬। আরুণি কে ছিল? আরুণির উপাখ্যানটি সংক্ষেপে লেখ।
৭। আরুণির গুরুভক্তি গল্পটি থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিরোনাম : গুরুজনে ভক্তি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৬.১ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও গুরুজনে ভক্তির ধারনা ও গুরুত্ব সম্পর্কে দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং নিজ আচরণে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারবে।

শিখনফল

৬.১.৫ গুরুজনে ভক্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬.১.৬ মাতা-পিতা ও শিক্ষকসহ গুরুজনকে ভক্তি করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬.১.৭ গুরুজনে ভক্তি সম্পর্কে উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারবে।
৬.১.৮ গুরুজনে ভক্তি প্রকাশের অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : ৩

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৪৫ ('গুরু' শব্দের সাধারণ অর্থ ..... আমাদের মঙ্গল হবে।)

শিখনফল

৬.১.৫ গুরুজনে ভক্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬.১.৬ মাতা-পিতা ও শিক্ষকসহ গুরুজনকে ভক্তি করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ

- পোস্টারে একজন বালক ও একজন বালিকা গুরুজনকে প্রণাম করছে- এমন চিত্র
- ভক্তির সংজ্ঞার চার্ট
- পঞ্চগুরুর চার্ট

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে প্রথমেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং জানতে চাইবেন, আমি শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পরমুহূর্তে তোমরা কী আচরণ করলে? শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে উত্তর আসতে পারে, উঠে দাঁড়ালাম, নমস্কার জানালাম ইত্যাদি। শিক্ষক আবার বলবেন, এইযে উঠে দাঁড়ালে বা নমস্কার জানালে এটা একটা আচরণ। এই আচরণকে আমরা সুন্দর ভাষায় কী বলতে পারি? শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কেউ বলবে সম্মান জানানো, কেউ বলবে ভক্তি করা, কেউ বলবে শ্রদ্ধা করা- ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের উত্তরের সুরে সুর মিলিয়ে শিক্ষক বলবেন, তাহলে আজ আমরা 'গুরুজনে ভক্তি' বিষয়ে আলোচনা করব।

তারপর শিক্ষক, ভক্তি কাকে বলে, তার উত্তর সংবলিত চার্টটি বোর্ডে টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একজনকে বোর্ডের কাছে ডেকে নিয়ে চার্টটি পড়াবেন। পরে শিক্ষক চার্টের মর্মার্থ বুঝিয়ে দেবেন।

গুরুজন বলতে কাদের বোঝায়? আমাদের জীবনে পাঁচজন গুরু প্রধান। এঁদেরকে পঞ্চগুরু বলা হয়। শিক্ষক

পঞ্চগুরু সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলবেন। পঞ্চগুরু আমাদের শুভ কামনা করেন। পিতা-মাতাকে মহাগুরু বলা হয়। পিতা স্বর্গতুল্য, মাতা স্বর্গের চেয়েও বড়। তবে সকল গুরুর মধ্যে শিক্ষাগুরু অন্যতম। শিক্ষক আমাদের আলোর পথ দেখিয়ে দেন।

এরপর পুনরায় গুরুজনকে প্রণাম করে ভক্তি করছে এমন চিত্রটি দেখিয়ে ভক্তি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে বলবেন। অতঃপর চার্টের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন যে, নতজানু হয়ে প্রণাম করা অর্থ ভক্তি করা, সম্মান করা। অতঃপর শিক্ষক পাঠ ১-এর বিষয়বস্তু অনুসরণে অগ্রসর হবেন এবং দৃষ্টান্ত সহযোগে ভক্তির ধারণাটি বুঝিয়ে দেবেন। ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উত্তর আদায় করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। উত্তর ভুল হলে তিনি সংশোধন করে দেবেন।

সবশেষে বলবেন, আমরা আগামী ক্লাসে গুরুভক্তি সম্পর্কে একটি কাহিনী আলোচনা করব। এ বলে শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করবেন।

মূল্যায়ন

- ছোট ছোট প্রশ্নের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মৌখিক ও লিখিতভাবে মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৪৫-৪৭ (এখানে আরুণির গুরুভক্তির ..... উপমন্যু ও বেদ।)

শিখনফল

৬.১.৭ গুরুজনে ভক্তি সম্পর্কে উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারবে।
৬.১.৮ গুরুজনে ভক্তি প্রকাশের অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত চিত্র (পৃষ্ঠা ৪৬)

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষক প্রথমেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করবেন এবং বলবেন, গত ক্লাসে বলেছিলাম, আজ আমরা গুরুভক্তির একটি কাহিনী শোনাব। এরপর তিনি আরুণির গুরুভক্তি উপাখ্যানটি বলবেন।

শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের 'জমির আলবন্ধনে আরুণি' চিত্রটি শিক্ষার্থীদের কয়েক মিনিট দেখতে বলবেন। পরে ছবির বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কয়েকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন। এরপর শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীরা পাঠ কতটুকু আত্মস্থ করল তা যাচাইয়ের জন্য ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের সহায়তায় অগ্রসর হবেন।

মূল্যায়ন

- পাঠ ২-এ প্রদত্ত বিষয় অবলম্বনে নতুন প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৪৭-৪৯ ('গুরু জমির কাছে' থেকে শেষ পর্যন্ত।)

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত চিত্র (পৃষ্ঠা ৪৬)

শিখনফল

৬.১.৭ গুরুজনে ভক্তি সম্পর্কে উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারবে।
৬.১.৮ গুরুজনে ভক্তি প্রকাশের অভ্যাস গঠন করতে পারবে।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন এবং বলবেন, গতদিন আমরা 'আরুণির গুরুভক্তি' উপাখ্যানটির প্রথমাংশ বলেছিলাম, আজ আমরা উপাখ্যানটির শেষাংশ বলব। এভাবে শুরু করে পাঠ ৩-এর বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় করে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করবেন। মাঝে মাঝে বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। অতঃপর এ কাহিনী থেকে শিক্ষার্থীরা যে নীতিজ্ঞান অর্জন করল তা বিভিন্ন প্রশ্ন ও আচরণ দেখে যাচাই করবেন।

নমুনা প্রশ্ন

(ক) আরুণির গুরুর নাম কী ছিল?
(খ) কীভাবে আরুণি জল আটকিয়েছিল?
(গ) আরুণির কর্মকান্ড কিসের পরিচয় বহন করে?

মূল্যায়ন

- ছক পূরণের শুদ্ধতা যাচাই করবেন।
- প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তরের মূল্যায়ন করবেন।
- অনুশীলনীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

সপ্তম অধ্যায়

স্বাস্থ্যরক্ষা ও আসন

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বাস্থ্যরক্ষা

আমরা তৃতীয় শ্রেণিতে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে জেনেছি। শরীর সুস্থ থাকার নামই স্বাস্থ্য। ধর্মচর্চা করতে গেলে শরীর অবশ্যই সুস্থ রাখতে হবে। কারণ অসুস্থ শরীরে ধর্মশিক্ষা হয় না। শরীরের সঙ্গে মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শরীর সুস্থ না থাকলে মনও সুস্থ থাকে না। আর অসুস্থ মনে ধর্মের কথা চিন্তা করা যায় না। কোনো কাজই ঠিকমতো করা যায় না। শরীর সুস্থ রাখতে হলে নিয়মিত ও পরিমিত আহার গ্রহণ করতে হবে। হাত-পায়ের নখ ছোট রাখতে হবে। খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। পরিষ্কার জামা-কাপড় পরতে হবে। সপ্তাহে অন্তত একবার গায়ে সাবান দিতে হবে। মাথার চুল ছোট ও পরিষ্কার রাখতে হবে। মেয়েদের লম্বা চুলও নিয়মিত সাবান দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে। বাড়ির পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বসবাসের ঘরে যাতে প্রচুর আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সর্বদা হাসি-খুশি থাকতে হবে। খারাপ চিন্তা করা যাবে না। খারাপ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা যাবে না। তাতে মন খারাপ হয়ে যায়। আর মন খারাপ হলে শরীরও খারাপ হয়ে যায়।

নিয়মিত খেলাধুলা করতে হবে। তাতে শরীরে রক্ত চলাচল সঠিকভাবে হবে। শরীরও সুস্থ থাকবে। এভাবে চললে শরীর-মন উভয়ই সুস্থ থাকবে। ফলে সব কাজ সুন্দরভাবে করা যাবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মন বসবে। তারা সঠিকভাবে ধর্মচর্চাও করতে পারবে। অনৈতিক কাজে তারা উৎসাহিত হবে না।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। শরীর সুস্থ থাকলে	
২। খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত	
৩। শরীর সুস্থ থাকলে সব কাজ	

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। শরীর সুস্থ থাকার নামই ———— ।
২। মাথার চুল ছোট ও ———— রাখতে হবে।
৩। শরীরের সঙ্গে ———— ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।
৪। মন খারাপ হলে ———— খারাপ হয়।
৫। নিয়মিত ———— করতে হবে।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। নিয়মিত ও পরিমিত	মেলামেশা করা যাবে না।
২। মাথার চুল ছোট ও	থাকতে হবে।
৩। খারাপ লোকের সঙ্গে	আহার গ্রহণ করতে হবে।
৪। সর্বদা হাসি-খুশি	রক্ত চলাচল সঠিকভাবে হয়।
৫। নিয়মিত খেলাধুলা করলে শরীরে	পরিষ্কার রাখতে হবে।
	শরীর শক্ত হয়।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। শরীর সুস্থ রাখার জন্য কীভাবে খেতে হবে?

ক. ইচ্ছেমতো　　খ. অল্প অল্প
গ. নিয়মিত ও পরিমিত　　ঘ. বেশি বেশি

২। হাত-পায়ের নখ ছোট রাখতে হবে কেন?

ক. দেখতে সুন্দর লাগবে　　খ. গায়ে আঁচড় লাগবে না
গ. ধাক্কা লেগে ভেঙে যাবে না　　ঘ. ময়লা ঢুকবে না

৩। শরীরের সঙ্গে কার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে?

ক. মনের　　খ. পোশাকের
গ. সৌন্দর্যের　　ঘ. মস্তিষ্কের

৪। মন খারাপ হলে কী খারাপ হয়?

ক. সৌন্দর্য খ. শরীর
গ. পরিবেশ ঘ. কাজ

৫। নিয়মিত খেলাধুলা করলে কী হয়?

ক. শরীর গঠিত হয় খ. মন ভালো হয়
গ. সঠিকভাবে রক্ত চলাচল করে ঘ. পড়ায় মন বসে

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। স্বাস্থ্য কাকে বলে?
২। খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে কেন?
৩। মাথার চুল কেমন রাখতে হবে?
৪। অসুস্থ শরীরে ধর্মচর্চা হয় না কেন?
৫। মন খারাপ হলে শরীরও খারাপ হয় কেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে ধর্মচর্চার সম্পর্ক কী?
২। স্বাস্থ্যরক্ষার চারটি উপায় বর্ণনা কর।
৩। বসতঘরে প্রচুর আলো-বাতাস প্রবেশ করা প্রয়োজন কেন?
৪। খারাপ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা যাবে না কেন?
৫। স্বাস্থ্যরক্ষা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন কেন?

সপ্তম অধ্যায়

শিরোনাম : স্বাস্থ্যরক্ষা ও আসন

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৭.১ ধর্মচর্চার জন্যও যে স্বাস্থ্যরক্ষা প্রয়োজনতা ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং তিনটি আসনের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা ও উপলব্ধি করতে পারবে এবং তার অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হবে।

শিখনফল

৭.১.১ স্বাস্থ্যরক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭.১.২ ধর্মচর্চার সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭.১.৩ স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭.১.৪ বজ্রাসন ও পদহস্তাসন এর পরিচয় দিতে পারবে।
৭.১.৫ উল্লিখিত আসনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭.১.৬ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭.১.৭ ব্যায়াম ও আসন অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিরোনাম : স্বাস্থ্যরক্ষা

শিখনফল

৭.১.১ স্বাস্থ্যরক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭.১.২ ধর্মচর্চার সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭.১.৩ স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭.১.৬ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭.১.৭ ব্যায়াম ও আসন অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হবে।

পাঠ বিভাজন : ০২

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৫০ (আমরা তৃতীয় --------- শরীরও খারাপ হয়ে যায়।)

শিখনফল

৭.১.১ স্বাস্থ্যরক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭.১.২ ধর্মচর্চার সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭.১.৬ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিক্ষক সংস্করণ

উপকরণ

- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বালক ও বালিকার চিত্র
- স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সম্পর্কিত চার্ট

শিখন শেখানো কার্যাবলি

কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নেবেন। তারপর শিক্ষক পরিচ্ছন্ন বালক ও বালিকার চিত্র টাঙিয়ে দেবেন এবং চিত্র সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মন্তব্য করতে বলবেন। শিক্ষক এভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠের গভীরে নিয়ে যাবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইপূর্বক শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে বলতে বলবেন। কয়েকজনের উত্তর নেওয়ার পর শিক্ষক নতুন করে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যরক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করবেন। শরীর ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তা বুঝিয়ে ধর্মচর্চার সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করবেন। অতঃপর স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন সম্পর্কিত চার্টটি টাঙিয়ে দেবেন এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে চার্টের বিষয়বস্তু লক্ষ করতে বলবেন। চার্টটি নামিয়ে বিষয়বস্তুর উপর শিক্ষার্থীদের একক বা দলীয় কাজ করতে দেবেন। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। শিক্ষার্থীদের বিষয়টি অনুশীলন করাবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বর্ণিত পাঠ অনুসারে নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।

- হাত পায়ের নখ ছোট রাখবে।
- খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেবে।
- পরিষ্কার জামা কাপড় পড়বে।

নমুনা প্রশ্ন :

১। শূন্যস্থান পূরণ :

(ক) শরীর সুস্থ না থাকলে ---------- সুস্থ থাকে না।
(খ) খাওয়ার আগে ---------- দিয়ে হাত ধুতে হবে।

২. সংক্ষিপ্ত- উত্তর প্রশ্ন :

(ক) স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কী কী নিয়ম পালন করতে হয়?

মূল্যায়ন

- শিক্ষক অনুশীলনীতে প্রদত্ত পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্নের ভিত্তিতে মৌখিক বা লিখিতভাবে মূল্যায়ন করবেন।
- একক বা দলীয় কাজের মূল্যায়ন করবেন।
- নমুনা প্রশ্ন বা নতুন প্রশ্ন করে মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৫০-৫১ (নিয়মিত খেলাধুলা -------- শেষ পর্যন্ত।)

শিখনফল

৭.১.২ ধর্মচর্চার সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৭.১.৩ স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭.১.৭ ব্যায়াম ও আসন অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হবে।

উপকরণ

- স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সম্পর্কিত চার্ট

শিখন শেখানো কার্যাবলি

কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষক পূর্ব প্রদত্ত পাঠ ১-এর বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের স্মরণ করতে বলবেন। এরপর পাঠ ১-এর পাঠটি দুই-একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে বলবেন। পরে শিক্ষক নিজে পাঠটি পড়ে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলবেন। অতঃপর স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সম্পর্কিত চার্টটি টাঙিয়ে দিয়ে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে বোর্ডের কাছে ডেকে নিয়ে পড়াবেন। অন্যদেরকে মনোযোগের সাথে খেয়াল করতে বলবেন । শিক্ষক নিজে বা একজন শিক্ষার্থী দ্বারা অন্যজনকে প্রশ্ন করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ করবে। এভাবে শিক্ষক পাঠটি সমাপ্ত করবেন।

একক কাজ

পাঠে বর্ণিত প্রদত্ত ছকটি পূরণ করতে বলবেন।

মূল্যায়ন

- মৌখিক ও লিখিতভাবে পাঠের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আসন

আসন হলো যোগব্যায়ামের বিভিন্ন পদ্ধতি। যোগব্যায়াম শরীরের জন্য খুবই উপকারী। এতে শরীর সুস্থ থাকে এবং কর্মক্ষমতা বাড়ে। ধর্মচর্চা করতে গেলেও এ দুইটি বিধানের প্রয়োজন। এ কথা প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিরাও বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা যোগব্যায়ামের বিভিন্ন আসন ও মুদ্রা অভ্যাস করতে আরম্ভ করেন। আধুনিককালে যাঁরা এর প্রচার করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুইজন হলেন স্বামী কুবলয়ানন্দ ও শ্রীযোগেন্দ্র।

আসনের ফলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবল হয়। মাংসপেশির পুষ্টি সাধন হয়। বিভিন্ন আসনের বিভিন্ন ফল। যেমন– শীর্ষাসন মস্তিষ্কের জন্য উপকারী। স্নায়ুতন্ত্র আমাদের দেহযন্ত্রকে চালিত করে। মস্তিষ্ক হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রস্থল। শীর্ষাসনের ফলে মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ত চলাচল করে। ফলে মস্তিষ্ক সঠিকভাবে কাজ করতে পারে। এমনিভাবে অন্যান্য আসনও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপকার করে। নিম্নে বজ্রাসন ও পদহস্তাসনের বর্ণনা দেওয়া হলো।

বজ্রাসন

এই আসনে দুই হাঁটু ভেঙে বসতে হয়। পায়ের পাতার উপরের পিঠ নরম কম্বলের উপর রাখতে হয়। শরীরের পশ্চাৎ ভাগ দুই গোড়ালির উপর রেখে সোজা হয়ে বসতে হয়। হাত দুইটি রাখতে হয় সোজা করে দুই হাঁটুর উপর। এই অবস্থায় গুহ্যদ্বার যাতে দুই গোড়ালির মাঝখানে থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

এই আসনটি প্রথম প্রথম করতে গেলে হাঁটুতে কিঞ্চিৎ ব্যথা হতে পারে।

বজ্রাসন

পরে ঠিক হয়ে যায়। তবে হাঁটুতে কোনো সমস্যা থাকলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে অভ্যাস করতে হবে।

এই আসন প্রথম প্রথম ৩০ সেকেন্ড করে ৪ বার অভ্যাস করতে হবে। এই আসনের ফলে দেহের নিম্নভাগের স্নায়ু ও পেশি বজ্রের মতো কঠিন ও মজবুত হয়। তাই এর নাম হয়েছে বজ্রাসন।

বজ্রাসন করলে সায়টিকা, পায়ের বাত ইত্যাদি হয় না। আহারের পরে এই আসন ৫/১০ মিনিট করলে ভুক্তদ্রব্য সহজে পরিপাক হয়। অজীর্ণ রোগীদের আহারের পর এই আসন অভ্যাস করা অত্যন্ত ফলপ্রদ।

পদহস্তাসন

এই আসনে প্রথমে পা-দুইটি জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। তারপর দম নিতে নিতে হাত দুইটি কানের সঙ্গে চেপে মাথার উপর তুলতে হবে। এবার দম ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ সামনে বাঁকাতে হবে। এ অবস্থায় দুই-হাতের তালু দুই-পায়ের দুই-পাশে মাটিতে থাকবে। আর কপাল হাঁটুতে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে দম নিতে হবে এবং ছাড়তে হবে। এই আসন করার সময় হাঁটু সোজা রাখতে হবে। প্রথম প্রথম হয়তো এ কাজ একটু কঠিন মনে হতে পারে। তবে কয়েকদিন অভ্যাস করলে ঠিক হয়ে যাবে।

সামর্থ্য অনুযায়ী ৫–১০ সেকেন্ড এভাবে থাকতে হবে। তারপর দম নিতে নিতে হাতসহ শরীর সোজা করে দাঁড়াতে

পদহস্তাসন

হবে। তারপর দম ছাড়তে ছাড়তে হাত দুইটি নামাতে হবে। এভাবে ৫/৬ বার অভ্যাস করার পর ১ মিনিট শবাসনে থাকতে হবে। এই আসন বিশেষ করে পদ ও হস্তের পেশি ও স্নায়ুতন্ত্রকে সুস্থ রাখে। তাই এর নাম হয়েছে পদহস্তাসন।

এই আসনে তলপেটের সংকোচন হয়। ফলে পাকস্থলী, যকৃৎ, পাচনতন্ত্র, মূত্রাশয় ইত্যাদি পুষ্ট হয়। এতে কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ দূর হয়। এছাড়া ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, মেরুদণ্ডের নমনীয়তা বাড়ে এবং রক্তাল্পতা নিরাময় হয়।

সুতরাং আমরা নিয়মিত ব্যায়াম ও আসন অনুশীলন করি।

এসো, আমরা দলগতভাবে বজ্রাসন এবং তারপর পদহস্তাসনের অনুশীলন করি।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। আসনে শরীর সুস্থ থাকে এবং _____ বাড়ে।
২। _____ মস্তিষ্কের জন্য উপকারী।
৩। _____ হাঁটু-দুইটি ভেঙে বসতে হয়।
৪। পা-দুইটি _____ করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।
৫। _____ ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। ধর্মচর্চা করতে গেলে	রক্তাল্পতা দূর হয়।
২। আসন শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের	উপকার করে।
৩। বজ্রাসনে ভুক্তদ্রব্য সহজে	পেশি ও স্নায়ুতন্ত্রকে সুস্থ রাখে।
৪। আমরা নিয়মিত আসন	পরিপাক হয়।
৫। পদহস্তাসনে	অনুশীলন করব।
	শরীর সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকতে হয়।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। **শীর্ষাসন কিসের জন্য উপকারী?**

ক. মস্তিষ্কের খ. চোখের
গ. হৃদপিণ্ডের ঘ. পাকস্থলীর

২। **কোন আসনে দেহের নিম্নভাগের স্নায়ু ও পেশি বজ্রের মতো কঠিন হয়?**

ক. পদ্মাসনে খ. বজ্রাসনে
গ. শীর্ষাসনে ঘ. বীরাসনে

৩। **অজীর্ণ রোগীদের ক্ষেত্রে কোন আসন উপকারী?**

ক. পদ্মাসন খ. গোমুখাসন
গ. চক্রাসন ঘ. বজ্রাসন

৪। **পদহস্তাসনে একবারে কতো সময় থাকতে হয়?**

ক. ৫–১০ সেকেন্ড খ. ৮–১৩ সেকেন্ড
গ. ১১–১৬ সেকেন্ড ঘ. ১৪–১৯ সেকেন্ড

৫। **কোন আসনে বহুমূত্র রোগ দূর হয়?**

ক. বজ্রাসনে খ. চক্রাসনে
গ. পদহস্তাসনে ঘ. বৃক্ষাসনে

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। আধুনিককালে আসন ও মুদ্রা সম্পর্কে প্রচার করেছেন—এমন দুইজনের নাম লেখ।
২। বজ্রাসনে হাত দুইটি কীভাবে রাখতে হয়?
৩। বজ্রাসন একবারে কতো সময় ও কতো বার করতে হয়?
৪। পদহস্তাসন কতো বার অভ্যাস করার পর শবাসন করতে হয়?
৫। পদহস্তাসনের এরূপ নাম হয়েছে কেন ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। আসনের প্রয়োজনীয়তা কী? বুঝিয়ে লেখ।
২। বজ্রাসনের প্রণালি বর্ণনা কর।
৩। বজ্রাসনের উপকারিতা বর্ণনা কর।
৪। পদহস্তাসনের প্রণালি ব্যাখ্যা কর।
৫। কেন আমরা পদহস্তাসন অনুশীলন করব?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিরোনাম : আসন

শিখনফল

৭.১.৪ বজ্রাসন ও পদহস্তাসন এর পরিচয় দিতে পারবে।
৭.১.৫ উল্লিখিত আসনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭.১.৭ ব্যায়াম ও আসন অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হবে।

পাঠ বিভাজন : ০৩

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৫৩ (আসন হলো ---------- উপকার করে।)

শিখনফল

৭.১.৫ উল্লিখিত আসনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তক (পৃষ্ঠা ৫৩ ও ৫৪) অনুকরণে পোস্টার পেপারে বড় করে আঁকা বজ্রাসন ও পদহস্তাসন এর চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পর কুশল বিনিময় করে শিক্ষক চিত্র দুইটি দেখিয়ে এভাবে প্রশ্ন করতে পারেন, চিত্রে বসে থাকা দুই-জন কী করছে? পূর্ববর্তী শ্রেণিতে তোমরা এরকম কিছু দেখেছে কিনা? এগুলোকে কী বলে? এভাবে শিক্ষক প্রসঙ্গক্রমে মূল বিষয়ে আসতে পারেন। শিক্ষার্থীরা অনেকেই হয়ত বলতে পারবে। এরপর শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পাঠ্যাংশটুকু পড়তে বলবেন। ভুল হলে তাৎক্ষণিক সংশোধন করে দেবেন। পরে আসন কাকে বলে, আসনের প্রয়োজনীয়তা কী শিক্ষক তা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করবেন। আসন যোগব্যায়ামের একটি পদ্ধতি এ কথা বুঝিয়ে দেবেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ব্যক্তি এ বিষয়ের প্রচার করেছেন, তাও শিক্ষার্থীদের জানাবেন। পাঠ চলাকালে বা পাঠশেষে ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন। সবশেষে বলবেন, পরবর্তী ক্লাসে আমরা বজ্রাসন সম্পর্কে জানাব। আসনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত আসন অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করবেন।

বাড়ির কাজ

আসনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চারটি বাক্য লিখে আনবে।

মূল্যায়ন

- শ্রেণিকক্ষে আলোচিত প্রশ্নের উত্তরের তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করবেন।
- বাড়ির কাজের মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৫৩–৫৪ (এ আসনে ---------- অত্যন্ত ফলপদ।)

শিখনফল

৭.১.৪ বজ্রাসন ও পদহস্তাসন এর পরিচয় দিতে পারবে।
৭.১.৫ উল্লিখিত আসনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বজ্রাসনরত বালিকার চিত্র (পৃষ্ঠা ৫৩)
- পোস্টারে আঁকা বা সংগৃহিত মুদ্রিত বজ্রাসনরত বালিকার চিত্র

শিখন শেখানে কার্যাবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন এবং পাঠের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য শিক্ষক কয়েকটি প্রশ্ন করবেন। যেমন পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা কী কী আসন অনুশীলন করেছিলাম? যদি কেউ নাম বলতে পারে তাহলে শিক্ষক তাকে দিয়ে আগের আসনগুলো যথাসম্ভব অনুশীলন করিয়ে নতুন পাঠে প্রবেশ করবেন। পাঠের অংশটুকু শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে পড়তে দেবেন। তারপর বজ্রাসন করার নিয়ম, বজ্রাসনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষক নিজে উক্ত আসনটি করে দেখাবেন। শিক্ষার্থীদের এই আসন বারবার অনুশীলন করাবেন। পাঠ চলাকালীন এবং পাঠশেষে বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন।

মূল্যায়ন

- শিক্ষক অনুশীলনীর প্রশ্নসমূহ এবং নিজে অনুরূপ প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৫৪–৫৫ ('এই আসনে প্রথমে' থেকে শেষ পর্যন্ত।)

শিখনফল

৭.১.৪ বজ্রাসন ও পদহস্তাসন এর পরিচয় দিতে পারবে।
৭.১.৫ উল্লিখিত আসনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭.১.৭ ব্যায়াম ও আসন অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত পদহস্তাসনরত বালকের চিত্র (পৃষ্ঠা ৫০)

শিখন শেখানো কার্যাবলি

পূর্ববর্তী ক্লাসে বজ্রাসন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে শিক্ষক যেভাবে চিত্র বা পোস্টারের প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে পদহস্তাসন-এর চিত্রটি দেখিয়ে এ সম্পর্কে জানতে চাইবেন।

তাদের উত্তর অনুসরণ করে পাঠ্যপুস্তক ও নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আকর্ষণীয়ভাবে পদহস্তাসনের নিয়ম ও উপকারিতা ব্যাখ্যা করবেন এবং অনুশীলন করাবেন। শ্রেণিকক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন।

দলীয় কাজ

শ্রেণিকক্ষে কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে বজ্রাসন ও পদহস্তাসন করে দেখাবে।

মূল্যায়ন

- পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্ন (পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬) বা শিক্ষক প্রণীত নতুন কোনো প্রশ্নের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।

অষ্টম অধ্যায়

দেশপ্রেম

নিজের দেশের প্রতি মানুষের রয়েছে গভীর ভালোবাসা, রয়েছে মমত্ববোধ। দেশের প্রতি এই ভালোবাসা ও মমত্ববোধই দেশপ্রেম।

দেশপ্রেম বলতে বোঝায় দেশকে ভালোবাসা। দেশের মঙ্গল করা। দেশের উন্নতির জন্য কাজ করা। দেশ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে তার প্রতিরোধ করা। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা।

দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। দেশপ্রেম সৎ ও ধার্মিকের একটি মহৎ গুণ। প্রতিটি সৎ ও ধার্মিক মানুষ দেশকে ভালোবাসেন। দেশের জন্য কাজ করেন। এমন কি দেশের জন্য হাসিমুখে জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করেন। প্রাচীনকালে অনেকে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে বিখ্যাত হয়ে আছেন। রামায়ণ থেকে এমনি একজন দেশপ্রেমিক রাজার কাহিনী বলছি।

নিচের ছকটি পূরণ করি :	
১। দেশপ্রেমিক দেশকে	
২। দেশের জন্য	
৩। দেশপ্রেমিক স্বাধীনতাকে	

কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেম

পুরাকালে কার্তবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পূর্ণনাম কার্তবীর্যার্জুন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও ধার্মিক। রাজকার্য করতে করতে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ক্লান্তি দূর করা দরকার। তাই তিনি রাজধানী থেকে একটি নির্জন জায়গায় চলে গেলেন। জায়গাটা খুব সুন্দর। চারপাশে বন। বনের মাঝে সুন্দর একটি রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের তিনদিকে বড় সরোবর। সরোবরগুলোতে অনেক পদ্ম ফুটে আছে। ঝিরঝির করে ঠান্ডা বাতাস বয়ে যায়। এখানে এলে এমনিতেই ক্লান্তি দূর হয়। রাজা কার্তবীর্য সেখানে কিছুদিন থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সে সময়ে লঙ্কার রাজা ছিলেন রাবণ। তিনি ছিলেন খুব অত্যাচারী। সুযোগ পেলেই তিনি অন্যের রাজ্য আক্রমণ করতেন। যুদ্ধ করে সে রাজ্য দখল করে নিতেন। তিনি জানতে পারলেন, রাজা কার্তবীর্য রাজধানীতে নেই। এ সুযোগে তিনি কার্তবীর্যের রাজ্য আক্রমণ করলেন।

রাজা কার্তবীর্যকে জানানো হলো। তাঁর দেশ আক্রান্ত হয়েছে জেনে তিনি ক্রোধে আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন। তিনি দেরি করলেন না। তখনই রাজধানীতে ফিরে এলেন। সোজা চলে গেলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। দুইপক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হলো। একপক্ষ আক্রমণকারী ও দখলদার। আরেক পক্ষ আক্রান্ত ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ।

সৈন্যসহ কার্তবীর্য ও রাবণ যুদ্ধরত

কার্তবীর্য সৈন্যদের উচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'সৈন্যগণ, পরাজিত হলে দেশ হবে পরাধীন। প্রাণপণ যুদ্ধ কর। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর।' কার্তবীর্যের কথায় সৈন্যদের উৎসাহ বেড়ে গেল। তারা প্রাণপণ যুদ্ধ করল। যুদ্ধে কার্তবীর্যের জয় হলো। আর রাবণ হলেন পরাজিত।

পরাজয় স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন রাবণ। কার্তবীর্য তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু এক শর্তে। শর্তটা হলো, রাবণ আর অন্যের রাজ্য আক্রমণ করবেন না। রাবণ মাথা নিচু করে নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন। দেশকে রক্ষা করলেন কার্তবীর্য। দেশপ্রেমিকরূপে কার্তবীর্য অমর হয়ে রইলেন।

আমরাও কার্তবীর্যের মতো দেশপ্রেমিক হব। সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তির ন্যায় আমাদের দেশকে ভালোবাসব। দেশের মঙ্গলের জন্য, দেশের উন্নতির জন্য কাজ করব। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। দেশের প্রতি ধার্মিক মানুষের রয়েছে গভীর _____ ।
২। দেশপ্রেম সৎ ও ধার্মিকের একটি _____ গুণ।
৩। বনের মাঝে সুন্দর একটি _____ ।
৪। রাবণ কার্তবীর্যের রাজ্য _____ করলেন।
৫। পরাজিত হলে দেশ হবে _____ ।
৬। আমরা কার্তবীর্যের মতো _____ হব ।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। দেশের প্রতি ভালোবাসাই	কাজ করব।
২। দেশপ্রেম	ভালোবাসেন।
৩। ধার্মিক মানুষ দেশকে	দেশপ্রেম।
৪। কার্তবীর্য নামে এক	ধর্মের অঙ্গ।
৫। দেশের উন্নতির জন্য	রক্ষা করব।
৬। দেশের স্বাধীনতাকে	ঋষি ছিলেন।
	রাজা ছিলেন।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। রাজা কার্তবীর্যের কাহিনী কোন গ্রন্থের অন্তর্গত?

ক. মহাভারতের খ. রামায়ণের
খ. পুরাণের ঘ. উপনিষদের

২। রাজা কার্তবীর্য রাজধানী ছেড়ে গিয়েছিলেন কেন?

ক. ক্লান্তি দূর করতে খ. অন্যের রাজ্য আক্রমণ করতে
গ. তীর্থভ্রমণ করতে ঘ. বিদেশভ্রমণ করতে

৩। লঙ্কার রাজা কে ছিলেন?

ক. রাবণ খ. রাম
গ. কার্তবীর্য ঘ. দশরথ

৪। কার কথায় সৈন্যদল উৎসাহ পেয়েছিলেন?

ক. সেনাপতির খ. রাবণের
গ. কার্তবীর্যের ঘ. রামের

৫। যুদ্ধে কে পরাজিত হলেন?

ক. কার্তবীর্য খ. কর্ণ
গ. সেনাপতি ঘ. রাবণ

৬। কার্তবীর্য কী জন্য অমর হয়ে রইলেন?

ক. খ্যাতির জন্য খ. দেশপ্রেমের জন্য
গ. মেধার জন্য ঘ. অর্থের জন্য

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। দেশপ্রেম কাকে বলে?
২। কীভাবে দেশপ্রেম প্রকাশ পায়?
৩। প্রত্যেক সৎ ও ধার্মিক মানুষ কী করেন?
৪। যুদ্ধের জন্য কার্তবীর্য সৈন্যদের কী বলেছিলেন?
৫। কার্তবীর্য রাবণকে ক্ষমা করলেন কেন?
৬। আমরা দেশকে ভালোবাসব কেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। দেশপ্রেম সৎ ও ধার্মিকের অন্যতম গুণ— ব্যাখ্যা কর।
২। রাবণ কে ছিলেন? তিনি সুযোগ পেলে কী করতেন?
৩। দেশপ্রেমের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
৪। কার্তবীর্য কে ছিলেন? তিনি কীভাবে দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন?
৫। ধর্মগ্রন্থ থেকে দেশপ্রেমমূলক কোনো উপাখ্যান বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

শিরোনাম : দেশপ্রেম

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৮.১ দেশপ্রেম সৎ ও ধার্মিকের অন্যতম প্রধান গুণ- তা ব্যাখ্যা করতে পারবে, ধর্মগ্রন্থ থেকে দেশপ্রেম সম্পর্কে একটি উপাখ্যান ও তার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে এবং নিজ আচরণে দেশপ্রেমের প্রতিফলন ঘটাতে পারবে।

শিখনফল

৮.১.১ সৎ ও ধার্মিকের অন্যতম গুণ হিসেবে দেশপ্রেমের বর্ণনা করতে পারবে।
৮.১.২ নিজ আচরণে দেশপ্রেমের প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৮.১.৩ ধর্মগ্রন্থ থেকে দেশপ্রেমের উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারবে।
৮.১.৪ সৎ ও ধার্মিক মানুষ হওয়ার উপায় হিসেবে দেশপ্রেমে আগ্রহী হবে।

পাঠ বিভাজন : ০৩

পাঠ পৃষ্ঠা ৫৭ [নিজের দেশের প্রতি ----- হয়ে আছেন। (পরের ছকটিসহ)]

শিখনফল

৮.১.১ সৎ ও ধার্মিকের অন্যতম গুণ হিসেবে দেশপ্রেমের বর্ণনা করতে পারবে।
৮.১.২ নিজ আচরণে দেশপ্রেমের প্রতিফলন ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ছক পূরণ সম্পর্কিত চার্ট (পৃষ্ঠা ৫৭)

শিখন শেখানো কার্যাবলি

কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষক দেশপ্রেম সম্পর্কিত পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নেবেন। তারপর দেশপ্রেম সৎ ও ধার্মিকের অন্যতম গুণ তা বুঝিয়ে বলবেন এবং শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত প্রশ্ন করতে পারেন :
ক. দেশপ্রেম কাকে বলে?
খ. কেন আমরা দেশকে ভালোবাসব?

শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে উত্তর পাওয়ার পর তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বর্তমান পাঠে প্রবেশ করবেন। তিনি পাঠ-১ দেশপ্রেমের ধারণা ব্যাখ্যা করবেন। তারপর শিক্ষক চার্টটি টাঙিয়ে দেবেন। কয়েকটি দলে ভাগ করে বা এককভাবে চার্টটি পূরণ করতে বলবেন। শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন। দুই-একজনকে দিয়ে চার্টটি উপস্থাপন করাতে পারেন। পাঠ চলাকালে ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন। নিজে অথবা অন্য কোনো শিক্ষার্থীদের

দ্বারা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষক পারগ করে তোলার ব্যবস্থা নেবেন। এদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেমের কথা জানাবেন। তা জেনে শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেমের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে। নিজ আচরণে তা প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। অতঃপর শিক্ষক বলবেন, আমরা পরবর্তী ক্লাসসমূহে রামায়ণ থেকে একজন রাজার দেশপ্রেমের উপাখ্যান শুনব।

মূল্যায়ন

- প্রদত্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করবেন।
- পাঠসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন বা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্ন

১। শূন্যস্থান পূরণ

(ক) দেশপ্রেম ধর্মের ------।

(খ) সৎ ও ধার্মিক মানুষ দেশকে ----।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

(ক) কেন আমরা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কাজ করব?

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮ (পুরাকালে কার্তবীর্য ---------- দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ।)

শিখনফল

৮.১.৩ ধর্মগ্রন্থ থেকে দেশপ্রেমের উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত চিত্র (পৃষ্ঠা ৫৮)

শিখন শেখানো কার্যাবলি

কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষক বলতে পারেন, গত ক্লাসে বলেছিলাম, পরবর্তী ক্লাসে আমরা রামায়ণে বর্ণিত একজন দেশপ্রেমিক রাজার উপাখ্যান শুনব। আজ তাহলে কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেমের উপাখ্যান নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। অতঃপর শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক অনুসরণে কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেমের উপাখ্যানের প্রথমাংশ সংক্ষেপে বলবেন। শিক্ষার্থীদের দুই-একজনকে সরবে পড়তে বলবেন। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন, বহু নির্বাচনি প্রশ্ন ইত্যাদি ধরনের প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। ভুল হলে সংশোধন করে দেবেন।

মূল্যায়ন

- প্রদত্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করবেন।
- নমুনা প্রশ্ন বা নতুন প্রশ্নের মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৫৮–৬১ ('কার্তবীর্য সৈন্যদের' থেকে শেষ পর্যন্ত।)

শিখনফল

৮.১.৩ ধর্মগ্রন্থ থেকে দেশপ্রেমের উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারবে।
৮.১.৪ সৎ ও ধার্মিক মানুষ হওয়ার উপায় হিসেবে দেশপ্রেমে আগ্রহী হবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেমের চিত্র (পৃষ্ঠা ৫৮)।

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করার পর পাঠ সংশ্লিষ্ট পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন। কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেমের উপাখ্যানের শেষ অংশ আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করবেন। তারপর শিক্ষক বলবেন, কার্তবীর্যার্জুন হিন্দুধর্মের আদর্শ অনুসরণে দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের মানুষের জন্য কাজ করেছেন। প্রয়োজনে দেশের জন্য যুদ্ধ করা, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা প্রতিটি সৎ ও ধার্মিক মানুষের কর্তব্য একথাও বুঝিয়ে বলবেন। প্রশ্নোত্তর শেষে শিক্ষক বলবেন গল্পের শেষ অংশ আগামী ক্লাসে বলবো। সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন বা বহুনির্বাচনি প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। ভুল হলে সংশোধন করে দেবেন।

বাড়ির কাজ

কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেমের কাহিনী অনুসরণে বাংলাদেশের একজন মুক্তিযোদ্ধার কথা লিখে আনবে।

মূল্যায়ন

- লিখিত বা মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করবেন।
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করবেন।

নবম অধ্যায়

মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

মন্দির

মন্দির হলো দেবালয়। এখানে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি থাকে। মন্দিরে প্রতিদিন দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা হয়। আমরা জানি, যেখানে দেব-দেবীর মূর্তি থাকে এবং পূজা-অর্চনা হয় তাকে মন্দির বলে।

দেব-দেবীর নাম অনুসারে মন্দিরের নাম হয়। যেমন— শিব মন্দির, কালী মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির, বিষ্ণু মন্দির ইত্যাদি। শিব মন্দিরে থাকে শিবের মূর্তি। কালী মন্দিরে থাকে কালীর মূর্তি। কৃষ্ণ মন্দিরে থাকে কৃষ্ণের মূর্তি। দুর্গা মন্দিরে থাকে দুর্গার মূর্তি। বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি থাকে।

নিজের দেখা একটি মন্দিরে কী কী দেখেছি, তার একটি তালিকা তৈরি করি :

মন্দির পবিত্র স্থান। পুণ্য স্থান। মন্দির ধর্মক্ষেত্র ও তীর্থক্ষেত্ররূপেও পরিচিত। মন্দিরে গেলে দেহ-মন পবিত্র হয়। ভক্তরা মন্দিরে দেব-দেবীর দর্শন করতে যান। দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করেন। দেবতার উদ্দেশে ভক্তি নিবেদন করেন। দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা জানান। এতে তাদের পুণ্যলাভ হয়। মন্দিরে গেলে মনে ধর্মীয়ভাবের উদয় হয়। দেব-দেবী দর্শনে মনে ভক্তি আসে। তাই সকলেরই মন্দিরে গিয়ে দেব-দেবী দর্শন করতে হবে। মন্দিরে পূজা-অর্চনা করতে হবে।

বাংলাদেশ ও ভারতে বড় বড় মন্দির আছে। যেমন — বাংলাদেশে ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির। দিনাজপুরের কান্তজি মন্দির। ভারতে কোলকাতার কালীঘাটের কালী মন্দির। দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির। পুরীর জগন্নাথ মন্দির ইত্যাদি।

এখানে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পরিচিতি দেওয়া হলো :

পুরীর জগন্নাথ মন্দির

ভারতের উড়িষ্যার পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির অবস্থিত। এটি পুরীর সর্ববৃহৎ মন্দির। বঙ্গোপসাগরের তীরে এই মন্দির অবস্থিত। দ্বাদশ শতাব্দীতে জগন্নাথ মন্দিরটি পাথরের বিশাল উঁচুস্থানের উপর নির্মিত হয়। মন্দিরের প্রাচীরে চারটি দরজা রয়েছে— সিংহ দরজা, হস্তী দরজা, অশ্ব দরজা এবং ব্যাঘ্র দরজা। এ মন্দিরে ওঠার জন্য সিঁড়ির বাইশটি ধাপ পার হতে হয়। মন্দিরের দরজা ভোর পাঁচটায় খোলা হয় এবং দিনের শুরুতে ধর্মীয় সংগীতের মাধ্যমে মঙ্গল আরতি হয়।

যদিও এ মন্দিরের নাম জগন্নাথ মন্দির, কিন্তু জগন্নাথই একমাত্র দেবতা নন। তাঁর সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তিও আছে। মূর্তি দর্শনে পুণ্যলাভ হয়। এই তিন দেবতা ঈশ্বরের ত্রিত্ব বা ত্রয়ী রূপ। প্রতিদিন এই মন্দিরে পূজা-অর্চনা, মহাভোগ ও আরতি হয়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিন জগন্নাথ মন্দিরে অনেক ভক্ত আসেন।

মন্দিরের দেয়ালে খোদাই করা অত্যন্ত সুন্দর ভাস্কর্য রয়েছে। জগন্নাথ মন্দিরের মহাপ্রসাদ সকলেই পেয়ে থাকেন। প্রধান মন্দিরের চারপাশে আরও ৩০টি মন্দির রয়েছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে বছরে ১২টি পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। এ পার্বণগুলোর মধ্যে প্রধান হলো রথযাত্রা। জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তিকে রথে তুলে রথযাত্রা হয়। পুরীর রথযাত্রা পৃথিবী বিখ্যাত। দেশ-বিদেশের বহুলোক রথের মেলায় আসেন। সুযোগ পেলে আমরাও পুরীর জগন্নাথ মন্দির দেখব।

নিচের ছকটি পূরণ করি :

১। পুরীর সর্ববৃহৎ মন্দির	
২। মন্দিরের প্রাচীরে দরজার সংখ্যা	
৩। রথে যাদের মূর্তি তোলা হয়	

তীর্থক্ষেত্র

তীর্থক্ষেত্র হলো দেবতা বা মহাপুরুষের নামের সঙ্গে যুক্ত পবিত্র স্থান। তীর্থক্ষেত্রে গেলে মনে ধর্মের ভাব জাগে। তীর্থে দেহ-মন পবিত্র হয়। তীর্থে গেলে পাপ দূর হয়। পুণ্যলাভ হয়। মনে শান্তি আসে। কারো প্রতি হিংসা থাকে না। যজ্ঞ করলে পুণ্য হয়। দান করলে পুণ্য হয়। পূজা করলেও পুণ্য হয়। তীর্থে গেলে সকল পুণ্য একসঙ্গে লাভ হয়।

বাংলাদেশ ও ভারতে অনেক তীর্থক্ষেত্রে আছে। এ-সকল তীর্থক্ষেত্র দর্শনে অসংখ্য

তীর্থযাত্রী আসেন। চন্দ্রনাথ, লাঙলবন্দ, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, হরিদ্বার, নবদ্বীপ প্রভৃতি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র।

চন্দ্রনাথ

চন্দ্রনাথ বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডে চন্দ্রনাথ অবস্থিত। পাহাড়ের উপরে চন্দ্রনাথের মন্দির। এর অপর নাম চন্দ্রনাথ ধাম। চন্দ্রনাথের নামে পাহাড়টির নাম হয়েছে চন্দ্রনাথ পাহাড়। চন্দ্রনাথ শিবের আরেক নাম। শিব চতুর্দশী তিথিতে চন্দ্রনাথে বিরাট মেলা বসে। এই মেলায় দেশ-বিদেশের বহু লোকের সমাগম হয়। চন্দ্রনাথের প্রাকৃতিক পরিবেশ খুবই সুন্দর। এখানে গেলে মন পবিত্র হয়। সুযোগ পেলে আমরা চন্দ্রনাথ যাব।

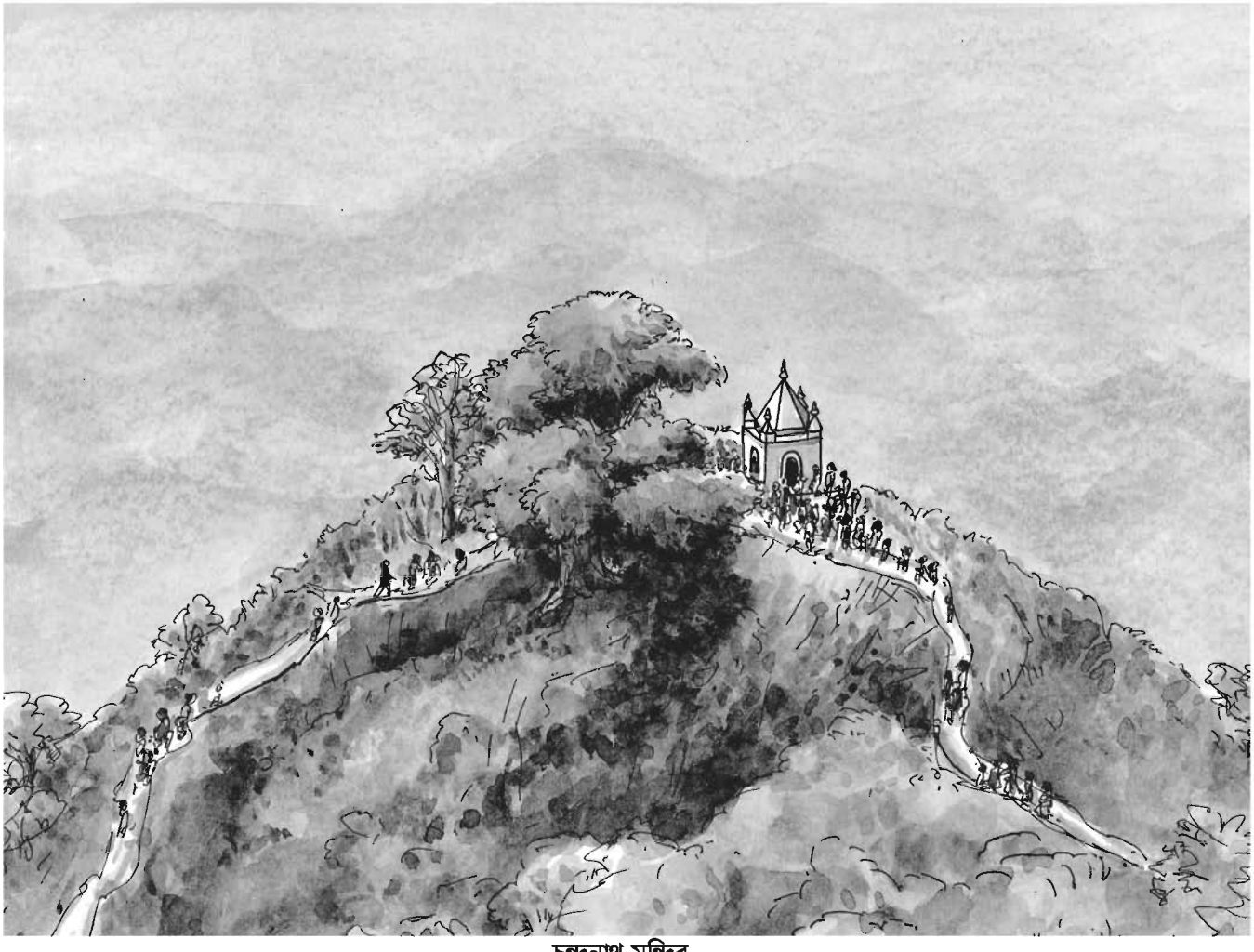

চন্দ্রনাথ মন্দির

রথযাত্রা

রথযাত্রা হিন্দুদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। পুরীর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা পৃথিবী বিখ্যাত। রথযাত୍ରার

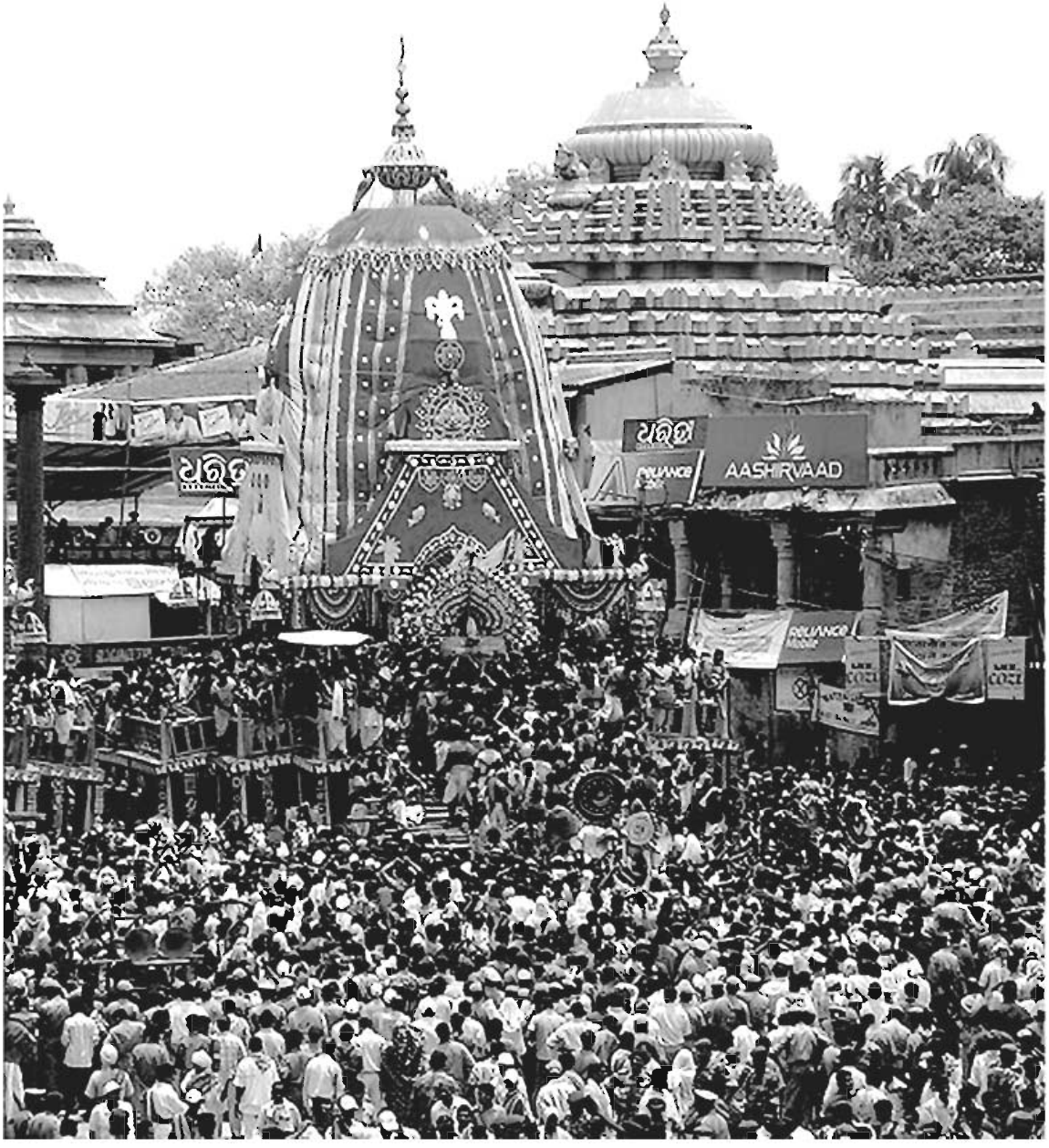

পুরীর রথযাত্রা
১১১

দিনে পুরীর জগন্নাথ মন্দির থেকে প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও দেবী সুভদ্রাকে সুসজ্জিত রথে তুলে রথযাত্রা হয়। জগন্নাথের রথের ১৬টি চাকা থাকে এবং লাল ও হলুদ কাপড়ে রথের ছাদ সুন্দরভাবে মোড়ানো থাকে। ভক্তরা রথ টেনে নিয়ে যান। দেশ-বিদেশের বহুলোক পুরীর রথের মেলায় আসেন।

আমাদের দেশে হিন্দুরা মহাসমারোহে রথযাত্রা উৎসব পালন করেন। ঢাকার অদূরে ধামরাইয়ে এখানকার সবচেয়ে বড় রথযাত্রা উৎসব হয়। রথযাত্রা উপলক্ষে সেখানে বিরাট মেলা বসে। এছাড়া দেশের অন্যান্য স্থানেও রথযাত্রা হয় ও রথের মেলা বসে। ভক্তরা পুণ্যলাভের আশায় রথ বা রথ টানার দড়ি স্পর্শ করেন। দড়ি ধরে রথ টানায় অংশগ্রহণ করেন। বহুলোক রথের মেলায় আসেন। রথে দেবতার মূর্তি দেখলে পুণ্য হয়। সুযোগ পেলে আমরা জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা দেখব।

উপরের রথযাত্রার ছবিটি থেকে, তার একটি বর্ণনা দিচ্ছি :

জন্মাষ্টমী

জন্মাষ্টমী হিন্দুদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষে এ উৎসব পালিত হয়। দ্বাপর যুগের কথা। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাই এ দিনটি জন্মাষ্টমী নামে খ্যাত।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরা এবং বৃন্দাবনে এ দিনটি অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালিত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে জন্মাষ্টমীর দিনে নানাবিধ উৎসব পালিত হয়। নাচ, গানের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের জীবনকে ফুটিয়ে তোলা হয়। বাংলাদেশে এই দিনে ভক্তরা উপবাস করে রাত্রে কৃষ্ণপূজা করেন। ঢাকায় জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়। এ উপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় মিছিল বের হয়। মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে শ্রীকৃষ্ণের জীবন-কাহিনী নৃত্য-গীতের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এ দিন সরকারি ছুটি থাকে। সারা দেশে বিভিন্ন সংগঠন ধর্মীয় আলোচনার আয়োজন করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়। সংবাদপত্রে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রেডিও-টেলিভিশন এ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে।

জন্মাষ্টমীর মিছিল

জন্মাষ্টমী ব্রত পালন করলে পাপমোচন ও পুণ্য অর্জিত হয়। এ ব্রত যাঁরা পালন করেন তাঁদের সৌভাগ্য লাভ হয়। পরকালে স্বর্গ লাভ হয়। আমরা সুযোগ পেলে জন্মাষ্টমীর মিছিলে যাব।

মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র হিন্দুধর্মের প্রাচীনতা সম্পর্কে ধারণা দেয়। মন্দিরের ভবন ও প্রতিমার নির্মাণ কৌশলের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের গৌরব প্রকাশ পায়। জন্মাষ্টমী ও রথযাত্রার মেলার মধ্যে একতার প্রকাশ ঘটে। অনেক কাল ধরে লালিত-পালিত এ-সকল মন্দির, তীর্থস্থান ও উৎসব হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য। ঐতিহ্য হলো অতীতের গৌরবের প্রকাশ। একই সাথে এগুলো সাংস্কৃতিরও অঙ্গ। আমরা এ-সকল ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবো। একে সমুন্নত রাখব।

অনুশীলনী

ক. শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। মন্দিরে গেলে দেহ-মন _____ হয়।
২। পুরীতে _____ মন্দির অবস্থিত।
৩। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডে _____ অবস্থিত।
৪। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে _____ তিথিতে রথযাত্রা উৎসব হয়।
৫। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে রথে তুলে _____ হয়।
৬। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে _____ উৎসব পালিত হয়।

খ. ডান পাশ থেকে শব্দ এনে বাম পাশের শব্দের সঙ্গে মেলাও :

১। মন্দিরে প্রতিদিন দেব-দেবীর	জগন্নাথ দেবের মন্দির অবস্থিত।
২। পুরীতে	চন্দ্রনাথ।
৩। বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র	পূজা-অর্চনা হয়।
৪। পুরীর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা	শিবের আরেক নাম।
৫। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষে	পৃথিবী বিখ্যাত।
৬। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান	মথুরা।
	জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়।

গ. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১। শিব মন্দিরে থাকে—

ক. কালীর মূর্তি খ. শিবের মূর্তি
গ. সরস্বতীর মূর্তি ঘ. দুর্গার মূর্তি

২। পুরীর জগন্নাথ মন্দির নির্মিত হয়—

ক. একাদশ শতাব্দীতে খ. দ্বাদশ শতাব্দীতে
গ. ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঘ. পঞ্চদশ শতাব্দীতে

৩। **জগন্নাথ মন্দির কার তীরে অবস্থিত?**

ক. গঙ্গার খ. পদ্মার
গ. বঙ্গোপসাগরের ঘ. ভারত মহাসাগরের

৪। **জগন্নাথ মন্দিরে কয় জন দেবতার মূর্তি আছেন?**

ক. একজন খ. দুজন
গ. তিনজন ঘ. চারজন

৫। **চন্দ্রনাথ অবস্থিত—**

ক. ঢাকার রমনায় খ. চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে
গ. সিলেটে ঘ. রাজশাহীতে

৬। **শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষে পালিত হয় —**

ক. রথযাত্রা খ. রাসলীলা
গ. জন্মাষ্টমী ঘ. দোলযাত্রা

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১। জগন্নাথ মন্দির কোথায় অবস্থিত?
২। চন্দ্রনাথ কোথায় অবস্থিত?
৩। চন্দ্রনাথে কোন তিথিতে মেলা বসে?
৪। কখন রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়?
৫। শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে কোন উৎসব পালিত হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১। মন্দির কাকে বলে?
২। ভক্তরা কেন মন্দিরে যান?
৩। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বর্ণনা দাও।
৪। চন্দ্রনাথের বর্ণনা দাও।
৫। রথযাত্রা উৎসব বর্ণনা কর।
৬। জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানের বর্ণনা দাও।

নবম অধ্যায়

শিরোনাম : মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র

অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৯.১ একটি মন্দির ও একটি তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে এবং ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসেবে রথযাত্রা ও জন্মাষ্টমী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে এবং শ্রদ্ধাশীল হবে।

শিখনফল

৯.১.১ শ্রীক্ষেত্র পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের পরিচয় দিতে পারবে।
৯.১.২ তীর্থক্ষেত্র হিসেবে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ তীর্থের পরিচয় দিতে পারবে।
৯.১.৩ রথযাত্রা ও রথের মেলা বর্ণনা করতে পারবে।
৯.১.৪ জন্মাষ্টমীর উৎসব, মিছিল ও মেলা বর্ণনা করতে পারবে।
৯.১.৫ মন্দির, তীর্থ ও ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানকে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অঙ্গরূপে উপলব্ধি করে এসবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

পাঠ বিভাজন : ০৬

পাঠ ১ পৃষ্ঠা ৬২-৬৩ (মন্দির হলো দেবালয় ..... মঙ্গল আরতি হয়।)

শিখনফল

৯.১.১ শ্রীক্ষেত্র পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের পরিচয় দিতে পারবে।

উপকরণ

- মন্দির কাকে বলে- এর উত্তর সম্বলিত চার্ট
- একটি মন্দিরের চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

শিক্ষক প্রস্তুতকৃত এবং সংগৃহীত উপকরণ সামগ্রীসহ শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে, কুশল বিনিময় করে, পাঠদানের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এক পর্যায়ে শিক্ষক বলবেন, আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পূজা করে থাকি। এই পূজা করার জন্য আমরা কোথায় যাই? উত্তরে শিক্ষার্থীরা বলবে, আমরা পূজা করার জন্য মন্দিরে যাই। শিক্ষক তাদের উত্তরের জন্য ধন্যবাদ জানাবেন। প্রদত্ত চিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, চিত্রে তারা কী দেখতে পাচ্ছে? শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। তারপর আবার বলবেন, আমরা বাংলাদেশসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে পুণ্যলাভের জন্য যেয়ে থাকি। এসব পবিত্র স্থানকে কী বলে? উত্তরে শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই বলবে, এসব পবিত্র স্থানকে তীর্থক্ষেত্র বলে। শিক্ষার্থীদের পুনরায় ধন্যবাদ দিয়ে শিক্ষক বলবেন, আমাদের আজকের পাঠের এই অধ্যায়ের নাম 'মন্দির এবং তীর্থক্ষেত্র'। এর মধ্য থেকে,

আজ আমরা মন্দির সম্পর্কে জানব।

প্রথমে, মন্দির কাকে বলে, তার উত্তর সম্বলিত চার্টটি টাঙিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একজনকে ডেকে চার্টটি সুন্দর করে পড়তে বলবেন।

এরপর চার্টটি বোর্ড থেকে সরিয়ে রেখে মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমে শিব মন্দির, কালী মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির, বিষ্ণু মন্দির ইত্যাদি সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে বিশ্লেষণ করবেন এবং একে একে সংশ্লিষ্ট মন্দিরের চিত্র প্রদর্শন করবেন। শিক্ষক বলবেন, মন্দির একটি পবিত্র-পুণ্যস্থান। কেন মানুষ মন্দিরে যায়, পূজা-অর্চনা কেন করে, দেব-দেবী দর্শনে কী ফল হয় ইত্যাদি সম্পর্কে বুঝিয়ে দেবেন। এ পর্যায়ে শিক্ষক পূর্বের ন্যায় যে স্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবেন সেই স্থানের মন্দিরের চিত্র দেখিয়ে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করাতে সচেষ্ট হবেন। এ পর্যায়ে শিক্ষক পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের চিত্র বোর্ডে টাঙিয়ে দিয়ে মন্দির সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করবেন। খানিকটা আলোচনার পর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানোর জন্য ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে। যতটুকু আলোচনা হয়েছে তার ভেতর থেকে তাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, তাও জানতে চাইতে পারেন এবং উত্তর দিয়ে তাদের অনুসন্ধিৎসা মেটাতে পারেন।

অতঃপর পাঠের নির্ধারিত অংশটুকু আলোচনান্তে আগামী দিন এর বাকি অংশ আলোচনা করবেন, বলে পাঠ শেষ করবেন। পাঠদান শেষে শূন্যস্থান পূরণ, বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, এক কথায় উত্তর দাও এমন প্রশ্ন করতে পারেন।

মূল্যায়ন

- শ্রেণিকক্ষে আলোচিত প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবেন।
- বাড়ির কাজের মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ২ পৃষ্ঠা ৬৩ [যদিও এ মন্দিরের ..... মন্দির দেখব। (পরের ছকটিসহ)]

শিখনফল

৯.১.১ শ্রীক্ষেত্র পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের পরিচয় দিতে পারবে।

উপকরণ

- পোস্টার আকারে আঁকা বা সংগৃহীত পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের চিত্র

শিখন শেখানো কার্যবলি

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন। পূর্ববর্তী ক্লাসের সূত্রধরে পাঠ ২-এর সংশ্লিষ্ট উপকরণ বোর্ডে টাঙিয়ে শিক্ষার্থীদের বোর্ডের কাছে ডেকে নিয়ে চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

এরপর পাঠ্যপুস্তকের সহায়তায় বিষয়ে বর্ণিত অংশ শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্নোত্তরে বিষয়বস্তু জানানোর চেষ্টা করবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো প্রশ্ন সম্পর্কে কৌতূহল হলে শিক্ষক তা বুঝিয়ে দেবেন।

বাড়ির কাজ (একক)

পাঠ ২-অংশে যে ছকটি আছে, সেটি বোর্ডে লিখে দিয়ে বা চার্ট আকারে ছকটি পূরণ করে আনার কথা বলবেন।

মূল্যায়ন

• অনুশীলনীর প্রশ্নাবলি এবং পাঠ ২-এ প্রদত্ত বিষয় অবলম্বনে নতুন প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন এবং মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্ন

(ক) জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ দেবের সঙ্গে আরও যে মূর্তি দেখা যায়, সেখানে কে কে?
(খ) ঈশ্বরের ত্রিত্ব বা ত্রয়ী রূপ কী?
(গ) প্রধান মন্দিরের চারপাশে আর কয়টি মন্দির আছে?
(ঘ) এ মন্দিরে কয়টি পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়?

পাঠ ৩ পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪ (তীর্থক্ষেত্র হলো ..... চন্দ্রনাথ যাব।)

শিখনফল

৯.১.২ তীর্থক্ষেত্র হিসেবে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ তীর্থের পরিচয় দিতে পারবে।

উপকরণ

• তীর্থক্ষেত্রের তালিকা (চার্ট)
• চন্দ্রনাথ ও লাঙলবন্দ তীর্থক্ষেত্রের চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

যথারীতি শ্রেণিতে প্রবেশ করে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে শ্রেণির কাজ শুরু করবেন, বাংলাদেশ ও ভারতে অনেক তীর্থক্ষেত্র আছে। তীর্থক্ষেত্র হলো দেবতা ও মহাপুরুষের নামের সঙ্গে যুক্ত পবিত্র স্থান। তীর্থক্ষেত্রে গেলে মনে ধর্মভাব জাগে। কারোর প্রতি হিংসা থাকে না। যজ্ঞ, দান ও পূজা করলে পুণ্য হয়। আর তীর্থে গেলে যজ্ঞ, দান ও পূজার পুণ্য এক সঙ্গে অর্জিত হয়।

এরপর তীথক্ষেত্রের তালিকা সম্বলিত চার্ট বোর্ডে টাঙিয়ে দিয়ে সেটি কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পড়াতে পারেন।

শিক্ষক বলবেন, তীর্থক্ষেত্রের যে তালিকা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করলাম তা থেকে একটা তীর্থক্ষেত্র সম্বন্ধে আজ তোমাদের বিস্তৃতভাবে বলব।

শিক্ষক তীর্থক্ষেত্রের চার্ট-এর পাশাপাশি চন্দ্রনাথ তীর্থক্ষেত্রের চিত্রটি ঝুলিয়ে দেবেন এবং কয়েক মিনিট তা শিক্ষার্থীদের দেখতে বলবেন। এরপর শিক্ষক চন্দ্রনাথ তীর্থক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করবেন। চন্দ্রনাথ শিবেরই আরেক নাম। তার নামানুসারেই যে এই চন্দ্রনাথ পাহাড় বা চন্দ্রনাথ ধাম তাও জানিয়ে দেবেন। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডে এর অবস্থান।

অতঃপর শিক্ষক পাঠ ৩-এর অংশটুকু বিস্তারিত বর্ণনা করবেন এবং মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে তার উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

নমুনা প্রশ্ন

(ক) চন্দ্রনাথ নামকরণ কেন হয়েছে?
(খ) বাংলাদেশে অবস্থিত চারটি তীর্থক্ষেত্রের নাম বল?
(গ) আমরা তীর্থক্ষেত্রে যাই কেন?

মূল্যায়ন

- পাঠের ভিত্তিতে অনুশীলনীতে দেওয়া প্রশ্ন ও নতুন প্রশ্ন তৈরি করে মৌখিক ও লিখিতভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ৪ পৃষ্ঠা ৬৫–৬৬ [রথযাত্রা হিন্দুদের ..... রথযাত্রা দেখব। (ছক পর্যন্ত)]

শিখনফল

৯.১.৩ রথযাত্রা ও রথের মেলা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত রথযাত্রা উৎসবের চিত্র
- পোস্টার আকারে বড় করে আঁকা বা পোস্টারে মুদ্রিত রথযাত্রা উৎসবের চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

প্রয়োজনীয় উপকরণসহ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন। শিক্ষক পাঠ ১, পাঠ ২ ও পাঠ ৩-এ প্রদত্ত পাঠদানের অনুসরণে শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে পুনরালোচনা করে পাঠ ৪ শুরু করবেন। তিনি পোস্টারে আঁকা রথযাত্রার চিত্রটি বোর্ডে টাঙিয়ে দিয়ে কয়েক মিনিট শিশুদের দেখতে বলবেন। পরে চিত্রে কী দেখেছে তা একে একে কয়েকজনের কাছ থেকে জানতে চাইবেন। শিক্ষক বলবেন, রথযাত্রা হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। অতঃপর শিক্ষক পাঠের অনুসরণে আকর্ষণীয়ভাবে রথযাত্রা ও রথের মেলার বর্ণনা দেবেন। রথযাত্রা যে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অঙ্গ তাও বুঝিয়ে দেবেন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করবেন।

বাড়ির কাজ (একক)

পাঠ্যপুস্তকে রথযাত্রার চিত্র থেকে একটি রথযাত্রার বর্ণনা লিখে আনবে।

মূল্যায়ন

- মৌখিক ও লিখিতভাবে, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, মিলকরণ ইত্যাদি প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ৫ পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭ (জন্মাষ্টমী হিন্দুদের ..... মিছিলে যাব।)

শিখনফল

৯.১.৪ জন্মাষ্টমীর উৎসব, মিছিল ও মেলা বর্ণনা করতে পারবে।

উপকরণ

- পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত জন্মাষ্টমীর চিত্র
- পোস্টারে বড় করে আঁকা বা মুদ্রিত জন্মাষ্টমীর চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

কুশল বিনিময়ের পর পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য শিক্ষক প্রশ্ন করতে পারেন : আমরা সারা বছর কী কী ধর্মীয় উৎসব পালন করি? শিক্ষার্থীরা সেগুলোর নাম বলবে। শিক্ষক এক-একটা করে নাম বোর্ডে লিখবেন। এরপর একজন শিক্ষার্থীকে ডেকে বোর্ডের লেখা পড়তে বলবেন।

এবার শিক্ষক জন্মাষ্টমীর চিত্রটি বোর্ডে ঝুলিয়ে দিয়ে চিত্রে কী কী দেখা যাচ্ছে সে সম্পর্কে ভাবতে বলবেন। অতঃপর শিক্ষার্থীরা একে একে চিত্রের বর্ণনা করবে।

অতঃপর শিক্ষক বলতে পারেন, হিন্দুধর্মাবলম্বীরা যে ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে, সেগুলোর মধ্যে জন্মাষ্টমী অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দিন উপলক্ষে এ উৎসব হয়ে থাকে। দ্বাপর যুগে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তাই এ দিনটি জন্মাষ্টমী নামে খ্যাত। শিক্ষক এভাবে অগ্রসর হয়ে আলোচ্য পাঠের অনুসরণে জন্মাষ্টমীর উৎসব, মিছিল ও মেলার বর্ণনা দেবেন। পাঠদানের মাঝে মাঝে প্রশ্ন করবেন।

বাড়ির কাজ (একক)

জন্মাষ্টমী সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখে আনতে দেবেন।

মূল্যায়ন

- মৌখিক ও লিখিতভাবে মূল্যায়ন করবেন।

পাঠ ৬ পৃষ্ঠা ৬৭-৬৯ ('মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র' সহ শেষ পর্যন্ত।)

শিখনফল

৯.১.৫ মন্দির, তীর্থ ও ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানকে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অঙ্গরূপে উপলব্ধি করে এসবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

উপকরণ

- পোস্টারে বড় করে আঁকা বা মুদ্রিত মন্দির, তীর্থ, রথযাত্রা ও জন্মাষ্টমীর চিত্র

শিখন শেখানো কার্যাবলি

কুশল বিনিময়ের পর শিক্ষক বলতে পারেন, আমরা গত ক্লাসে 'জন্মাষ্টমী' নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম। আজ সে আলোচনা শেষ করব। তারপর পাঠ ৬-এ বর্ণিত অংশটুকু অবলম্বনে আলোচনা করবেন।

এখান থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তা ব্যাখ্যা করবেন এবং আমাদের জীবনে কীভাবে এ শিক্ষা কাজে লাগানো যেতে পারে। তাও বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষক আরও বুঝিয়ে বলবেন যে, মন্দির, তীর্থ ও ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অঙ্গ। আমরা এসবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবো এবং এ ঐতিহ্য সমুন্নত রাখব।

শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্নসহ (৬৮-৬৯) নিজে নতুন নতুন প্রশ্ন করবেন। এছাড়াও বাড়ির কাজ দিতে পারেন।

বাড়ির কাজ

- আমাদের জীবনে জন্মাষ্টমীর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

মূল্যায়ন

- শ্রেণিকক্ষে প্রদত্ত কাজের তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করবেন।